আগাথা ক্রিস্টির

গেম ওভার

রূপান্তরঃ মোঃ ফুয়াদ আল ফিদাহ
তৌফির হাসান উর রাকিব

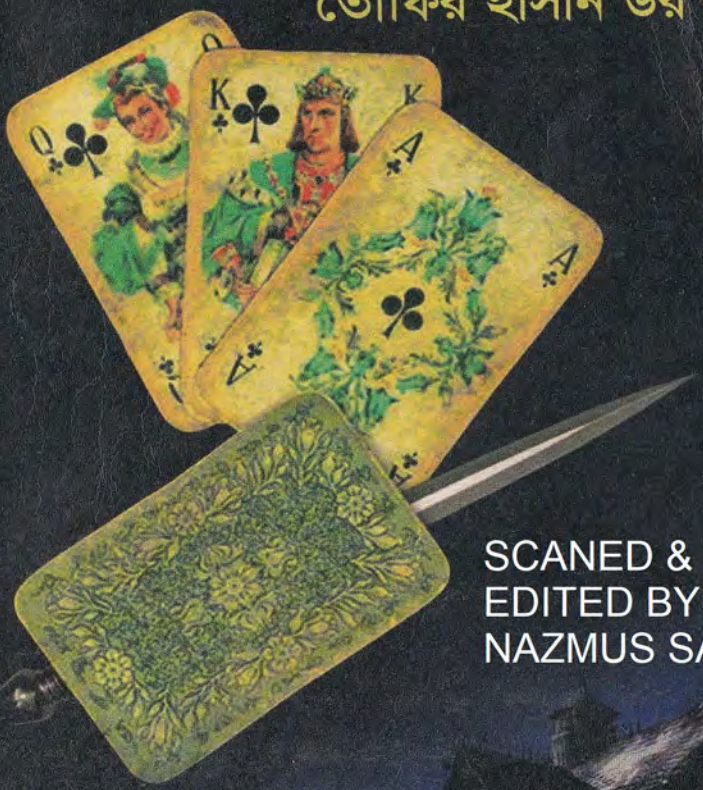

সেবা প্রকাশনী

SCANED &
EDITED BY
NAZMUS SAKIB

আগাথা ক্রিস্টির

গেম ওভার

রূপান্তর ■ মোঃ ফুয়াদ আল ফিদাহ
তৌফির হাসান উর রাকিব

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
ISBN 984-16-3309-4

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

স্বত্বাধিকার: অনুবাদকদ্বয়ের

প্রথম প্রকাশ: ২০১৯

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে কোলাজ
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
ফোন: ৪৮৩১৪১৮৪, ০১৭৮৪-৮৪০২
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

CARDS ON THE TABLE
By: Agatha Christie
Trans. by: Md. Fuad Al Fidah
& Tawfir Hasan Ur Ra

সেবা প্রকাশনী

একশ' দুই টাকা

উৎসর্গ

ফেরদৌস আহমেদ সুমিতকে।

বিক্রয়ের শর্তঃ এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেয়া বা নেয়া; কোনওভাবে প্রতিলিপি তৈরি বা পিডিএফ করে ইন্টারনেটে প্রচার করা; এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা দণ্ডনীয় অপরাধ।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ বর্তমানে সেবা প্রকাশনীর কোনও বইয়ে মূল্যের উপরে বর্ধিত মূল্যের আলগা কাগজ (চিপ্পি) সাঁটানো হয় না।

সেবা প্রকাশনীর ক'টি অনুবাদ

<u>হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড</u>
মন্টেজুমার মেয়ে/কাজী আনোয়ার হোসেন
<u>রূপান্তরঃ কাজী মায়মুর হোসেন</u>
এলিসা
অ্যালান অ্যাণ্ড দ্য হোলি ফ্লাওয়ার
<u>রূপান্তরঃ সায়েম সোলায়মান</u>
বেনিটা
ক্লিওপেট্রা
জেস
রানী শেবার আংটি
দ্য ভার্জিন অভ দ্য সান
হার্ট অভ দ্য ওয়ার্ল্ড
ফিনিশ্‌ড্‌
সোয়ালো
কুইন অভ দ্য ডন
দ্য ওয়াণ্ডারার'স নেকলেস
মার্গারেট
<u>রূপান্তরঃ ইসমাইল আরমান</u>
পার্ল মেইডেন
দ্য পিপল অভ দ্য মিস্ট
মিস্টার মিসন'স উইল
দ্য ব্রেদ্‌রেন
নাডা দ্য লিলি
<u>রূপান্তরঃ সাইফুল আরেফিন অপু</u>
ট্রেজার অভ দ্য লেক
দি আইভরি চাইল্ড
দ্য গোস্ট কিংস
লাভ স্টোরি অভ শী
<u>রূপান্তরঃ তৌফির হাসান উর রাকিব</u>
ডক্টর থার্ন
<u>এরিক মারিয়া রেমার্ক</u>
শ্যাডোয ইন প্যারাডাইস/সায়েম সোলায়মান
দ্য নাইট ইন লিসবন/ইসমাইল আরমান
হেভেন হ্যায নো ফেভারিটস/মারুফ হোসেন
স্পার্ক অভ লাইফ/তৌফির হাসান উর রাকিব ও মারুফ হোসেন

<u>শল বেলো</u>
হেণ্ডারসন দ্য রেইন কিং/বাবুল আলম
<u>রাফায়েল সাবাতিনি</u>
দ্য সি-হক/ইসমাইল আরমান
দ্য সোর্ড অভ ইসলাম/সাইফুল আরেফিন অপু
মিস্ট্রেস ওয়াইল্ডিং/শাহেদ জামান
দ্য ক্যারোলিনিয়ান/সাইফুল আরেফিন অপু
<u>হ্যারল্ড ল্যাম্ব</u>
সুলতান সুলেমান/ডিউক জন
<u>আগাথা ক্রিস্টি</u>
<u>রূপান্তরঃ মারুফ হোসেন</u>
খুনের তদন্ত
হীরা-রহস্য
<u>রূপান্তরঃ মোঃ ফুয়াদ আল ফিদাহ ও তৌফির হাসান উর রাকিব</u>
সিরিয়াল কিলার
পোয়েটিক জাস্টিস
গেম ওভার
<u>রূপান্তরঃ সায়েম সোলায়মান</u>
ক্যাসল হাউসের খুনি
বেনামী চিঠি
গুপ্তচর
কালো কফি
<u>স্যর আর্থার কোনান ডয়েল/আগাথা ক্রিস্টি</u>
অপয়া অপরাহ্ণ/ইসমাইল আরমান
<u>রবার্ট ই. হাওয়ার্ড</u>
কোনান দ্য সিমেরিয়ান/ডিউক জন
<u>উইলিয়াম হাওয়ার্ড</u>
ক্যালিগুলা/ডিউক জন
<u>কর্নেল কেশরী সিং</u>
ওয়ান ম্যান অ্যাণ্ড আ থাউজ্যাণ্ড টাইগারস্‌/ইশতিয়াক হাসান
<u>এমিলিও সালগারি</u>
থাগস অভ হিন্দুস্তান/ডিউক জন
<u>জি. এ. হেন্টি</u>
ইন দ্য রেইন অভ দ্য টেরর/সাইফুল আরেফিন অপু

ভূমিকা

প্রচলিত একটা ধারণার কথা বলি–গোয়েন্দাগল্প নাকি অনেকটা বড় কোন রেসের মত। শুরু থেকেই ওতে রেসের ঘোড়ার মত একগুচ্ছ চরিত্র থাকে। 'পয়সা ঢালো আর নিজের পছন্দমত বেছে নাও!'

এর অবশ্য কারণও আছে–রেসের মত এই ধরনের গল্পেও থাকে সবার পছন্দের, অথবা সন্দেহের কোন চরিত্র। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই চরিত্রটা হয়, একেবারে সূচনালগ্ন থেকে উপস্থিত থাকা কেউ! অপরাধ করার সুযোগ সবচেয়ে কম আছে যে ব্যক্তির; দশবারের মধ্যে নয়বারই দেখা যায়–সেই ব্যক্তিই আসল খুনি।

আমি চাই না যে, আমার বিশ্বস্ত পাঠকরা এই বই পড়ে তা ছুঁড়ে ফেলে দিক। তাই আগেভাগেই সাবধান করে দিচ্ছি–এই বইটি কিন্তু তেমন কোন বই নয়। বইয়ের শুরুতেই রয়েছে চারটি চরিত্র, তাদের প্রত্যেকেরই অপরাধটা করার যথেষ্ট সুযোগ এবং কারণ রয়েছে। তাই বই শেষে হতবাক হওয়ার সম্ভাবনাটা প্রথমেই নস্যাৎ করে দিচ্ছি।

তবে এই চারজনের প্রত্যেকেই পাঠকদেরকে কৌতূহলী করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট; আর প্রত্যেকেই ভবিষ্যতে আরও খুন করতে সক্ষম!

একে-অন্যের থেকে একেবারেই আলাদা এই চারজনের মোটিভ। প্রত্যেকেই ভিন্ন-ভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে খুন

করতে পারেন। তাই সঠিক সিদ্ধান্তে আসার জন্য চাই সবার মানসিক অবস্থার যথাযথ বিশ্লেষণ। তবে কথা হলো—দিনশেষে একমাত্র খুনির মনস্তত্ত্বই আমাদেরকে আকৃষ্ট করে।

এই কাহিনী সম্পর্কে আরেকটা কথা বলি—এটা এরকুল পোয়ারোর অন্যতম পছন্দের কেস। তবে তাঁর বন্ধু, হেস্টিংসের মতে কেসটা একদম একঘেয়ে! কে জানে, পাঠকরা কার সঙ্গে একমত হবেন!

এক

মি. শাইতানা

'প্রিয় মসিয়ে পোয়ারো!'

নরম, গরগরে একটা কণ্ঠ শুনতে পেলেন বলে মনে হলো পোয়ারোর; ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি।

বাউ করলেন।

আনুষ্ঠানিক ভঙ্গিমায় স্পর্শ করলেন হাতটি।

অদ্ভুত কিছু একটা খেলা করছিল তাঁর চোখে। কেউ যদি বলে যে, এমন প্রকাশভঙ্গি আগে পোয়ারোর মধ্যে দেখেনি কখনও, তা হলেও অত্যুক্তি হবে না।

'আরেহ্, মি. শাইতানা যে!' বললেন তিনি। তারপর খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন।

মি. শাইতানাও নীরবতা বজায় রাখলেন।

তাঁদের চারপাশে নানা ধরনের বাহারি পোশাক পরিহিত বেশ কিছু লণ্ডনবাসী ভিড় করে আছে।

ওয়েসেক্স হাউজের এক চিত্রকলা প্রদর্শনিতে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁরা। এক গিনির বিনিময়ে প্রবেশ করতে হয়েছে; পুরো টাকাটাই পাবে লণ্ডন হাসপাতাল।

'আপনাকে দেখে যে কী আনন্দ লাগছে, তা বলে বোঝাতে পারব না,' বললেন মি. শাইতানা। 'খুব ব্যস্ত সময় যাচ্ছে নাকি আজকাল? অপরাধজগৎ কি ঝিমিয়ে পড়ল? নাকি আজ বিকেলে এখানেই কোন ডাকাতির সম্ভাবনা আছে? ইস্,

সত্যি-সত্যি ব্যাপারটা ঘটলে কী ভালই না হতো!'

'আফসোস, মসিয়ে। আপনাকে হতাশ করতে হচ্ছে বলে দুঃখিত,' নম্র গলায় বললেন পোয়ারো। 'আমি এখানে কেবলই শিল্পকর্ম উপভোগ করার জন্য এসেছি। অন্য কোন উদ্দেশ্য আপাতত নেই আমার।'

ক্ষণিকের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন মি. শাইতানা। এক সুন্দরী যুবতীর ওপরে নজর পড়েছে তাঁর।

নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'তা হলে আমার পার্টিতে আসুন না সময় করে? জাঁকালো পার্টি হবে; কথা দিচ্ছি।' বলেই আবার যুবতীর দিকে নজর ফেরালেন তিনি।

এই সুযোগে লোকটার উপরের ঠোঁটটা দেখে নিলেন পোয়ারো। দারুণ গোঁফ, আপন মনে ভাবলেন তিনি। শুধু দারুণ নয়, রীতিমত অসাধারণ। মসিয়ে পোয়ারোর গোঁফের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে, এমন গোঁফ লণ্ডনে একমাত্র মি. শাইতানারই আছে।

'তবে অতটা ভালও না।' বিড়বিড় করে নিজেকেই বললেন পোয়ারো। 'নাহ্, সব দিক দিয়েই আমারটার চেয়ে পিছিয়ে। চোখে লাগে বেশ।'

শুধু গোঁফটাই নয়, মি. শাইতানার সবকিছুই চোখে লাগে; এবং ব্যাপারটা ইচ্ছাকৃত। সবার দৃষ্টি নিজের ওপর নিবদ্ধ করানোতেই তাঁর সুখ।

লম্বা হলেও ছিমছাম দেহের অধিকারী ভদ্রলোক, চেহারা লম্বাটে; কিছুটা বিষণ্নভাব ছেয়ে থাকে চেহারায়। ভ্রুজোড়া ঘন কালো, গোঁফের দুই প্রান্ত মোম দিয়ে পাকানো। পোশাক যে দামি তা একনজর দেখলেই বোঝা যায়–তবে সেই সঙ্গে খানিকটা অদ্ভুতও।

যে-কোন সুস্থ সবল ইংরেজ ভদ্রলোক তাঁকে দেখামাত্র লাথি হাঁকাতে চাইবে! 'ওই যে, হারামজাদা শাইতানা যায়!' দূর থেকে লোকটাকে দেখলেই বলে ওঠে সবাই।

তবে ওদের স্ত্রী, কন্যা, বোন, মামী, চাচী, মা এবং দাদীরাও যাঁর যাঁর প্রজন্মের ভাষায় বলে: 'তা জানি, লোকটা বদমাশ অবশ্যই! কিন্তু বেশ ধনী! আর যেসব পার্টির আয়োজন করে... স্রেফ অসাধারণ! আর প্রায় সবার ব্যাপারেই কোন না কোন গোপন খবর লোকটার জানা!'

মি. শাইতানার জন্ম যে কোথায়, তা কেউ জানে না! আর্জেন্টিনা, পর্তুগাল, গ্রিস বা অন্য কোন রাষ্ট্রেরও হতে পারে।

তবে তিনটা বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই–

প্রথমত, তিনি আসলেই ধনী এবং পার্ক লেনের একটা অসাধারণ ফ্ল্যাটে বাস করেন।

দ্বিতীয়ত, তাঁর আয়োজনে পার্টি, সেটা ছোট হোক বা বড়, বেশ অদ্ভুত রকমের হয়ে থাকে। ভবিষ্যতে কখনও যা ভোলা সম্ভব হয় না।

আর তৃতীয়ত, তাঁকে প্রায় সবাইই কমবেশি ভয় পায়!

শেষ কথাটার ব্যাখ্যা দেয়া প্রায় অসম্ভব। কেন যেন সবার মনে হয়, লোকটা তাঁদের ব্যাপারে একটু বেশিই জেনে বসে আছে। এ-ও মনে হয়, লোকটার কৌতুকবোধ বড়ই অদ্ভুত।

তবে আসল কথা হলো, তাঁকে রাগাতে চায় না কেউই।

আজকে তিনি ঠিক করেছেন, অদ্ভুত দর্শন লোক, এরকুল পোয়ারোকে নিয়ে খানিকটা মজা করবেন।

'তা হলে পুলিসের লোকেরও বিনোদন লাগে!' বললেন মি. শাইতানা। 'বুড়ো বয়সে শিল্পের প্রেমে পড়লেন নাকি, মসিয়ে পোয়ারো?'

আমুদে হাসি হাসলেন পোয়ারো। 'আপনিও দেখি এই প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছেন।'

হাত নেড়ে ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দিলেন মি. শাইতানা।

'ওসব কোন ব্যাপার না। আপনার দাওয়াত রইল, একদিন সময় করে আমার বাড়িতে আসবেন। দেখানোর মত

আরও অনেক কিছু আছে আমার। শিল্পের মাত্র একটা ধারায় নিজেকে আটকে রাখি না আমি।'

'আপনার রুচির প্রশংসা করতেই হয়,' হাসতে হাসতেই বললেন পোয়ারো।

'সে আপনি যা খুশি বলতে পারেন।'

আচমকা হাসি খেলে গেল ভদ্রলোকের চোখের তারায়, এক দিকে খানিকটা বেঁকে গেল ঠোঁট। 'কে জানে, হয়তো আপনার কাজের লাইনেরই কোন একটা জিনিস দেখিয়ে চমকে দিতে পারি, মসিয়ে পোয়ারো!'

'"অপরাধ-জাদুঘর" বানিয়েছেন নাকি?'

'হাহ্!' তুড়ি বাজালেন মি. শাইতানা। 'ব্রাইটনের খুনের সময় ব্যবহৃত কাপ, এক চোরের ব্যবহৃত যন্ত্র–এসব তো একেবারেই নগণ্য জিনিস! ওসবে আমার আগ্রহ নেই। একেবারে সেরা জিনিসটা ছাড়া অন্য কিছু আমি সংগ্রহই করি না।'

'তা হলে আপনিই বলুন। অপরাধের ক্ষেত্রে সেরা জিনিসটা ঠিক কী?' জানতে চাইলেন পোয়ারো।

মি. শাইতানা খানিকটা সামনের দিকে এগিয়ে এলেন, পোয়ারোর কাঁধে ছোঁয়ালেন দুটো আঙুল। তারপর নাটকীয় ভঙ্গিতে উচ্চারণ করলেন কয়েকটা শব্দ। 'যে মানুষগুলো সেই অপরাধের হোতা।'

কুঁচকে গেল পোয়ারোর ভ্রু।

'আমার কথা শুনে চমকে গেলেন মনে হয়,' বলে চললেন ভদ্রলোক। 'আসলে কী, আমাদের দু'জনের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে দুই মেরুর ব্যবধান! আপনার কাছে অপরাধ বড়ই গতানুগতিক এক ব্যাপার: খুন, সূত্র এবং সবশেষে অপরাধীকে ধরা। এসবে আমার খুব একটা উৎসাহ নেই! যে অপরাধী ধরা পড়ে, সে আবার উৎকৃষ্ট নিদর্শন হয় কী করে? নাহ্, ওসবে আমার আসলেই আগ্রহ নেই। আমি ব্যাপারটা

দেখি ভিন্নভাবে–তাই একমাত্র সেরাদেরকেই আমি সংগ্রহ করি।'

'সেরা বলতে?'

'যারা অপরাধ করেও পার পেয়ে গিয়েছে! অন্যভাবে বলি–যারা সফল! কারও মনে সন্দেহের উদ্রেক না করেই যারা অপরাধী জীবনটা বিনা সাজায় কাটিয়ে দিতে পেরেছে। নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, দারুণ একটা শখ আমার।'

'আমার মনে অবশ্য অন্য একটা শব্দ এসেছিল; আর সেটা "দারুণ" নয়!'

'একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়!' পোয়ারোর কথাকে পাত্তাই দিলেন না শাইতানা। 'একটা নৈশ-ভোজের আয়োজন করলে কেমন হয়? আমার সংগ্রহদেরকে নাহয় নিজেই পরখ করে নিলেন আপনি। কেন যে আরও আগেই এই বুদ্ধিটা মাথায় এল না, তাই বুঝতে পারছি না! আমাকে অল্প ক'টা দিন সময় দিন। এই ধরুন... সামনের সপ্তাহের পরের সপ্তাহে? আপনি ব্যস্ত না তো? কোন্ দিন হলে আপনার জন্য সুবিধাজনক হবে?'

'যে-কোন দিন হতে পারে; আমার অসুবিধে নেই।' বাউ করলেন পোয়ারো।

'বেশ, শুক্রবার তা হলে? আঠারো তারিখ; আমি আমার ডাইরিতে লিখে রাখলাম। জানেন, ভোজের চিন্তাটাই আমাকে আনন্দিত করে তুলছে।'

'আমি ওতে আনন্দিত হচ্ছি কি না, তা বলা মুশকিল।' ধীরে ধীরে বললেন পোয়ারো। 'আপনার আমন্ত্রণের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু-কিন্তু...'

শাইতানা তাঁকে থামিয়ে দিলেন।

'সমস্যা অভ্যাগতদের নিয়ে তো? আরেহ্, ভাই, এই পুলিসি মানসিকতাকে বিদায় না জানালে, চলবেন কীভাবে?'

আবারও ধীরে ধীরে বললেন পোয়ারো, 'সবাই জানে,

খুনিদের ব্যাপারে আমার মনোভাব কেমন।'

'কিন্তু কেন এই মনোভাব? খুন কিন্তু শিল্প হতে পারে! আর খুনি হতে পারে শিল্পী।'

'সেটা আমিও মানি।'

'তা হলে?' জানতে চাইলেন মি. শাইতানা।

'খুনি শিল্পী হলেও, শেষ পর্যন্ত খুনিই।'

'ব্যাপারটা কেমন কেমন হয়ে গেল না, মসিয়ে পোয়ারো? আপনি চান, প্রত্যেক খুনিকে পাকড়াও করতে, তাকে হাতকড়া পরিয়ে জেলে ঢোকাতে। আর সকাল হলেই তাদের গলায় ফাঁস পরিয়ে ঝুলিয়ে দেয়াটাই আপনার লক্ষ্য। আর আমার মতে–দক্ষ এবং সফল একজন খুনিকে সরকারি কোষাগার থেকে পেনশন দেয়া উচিত!'

শ্রাগ করলেন পোয়ারো।

'অপরাধ-শিল্পের ব্যাপারে আমি ততটা নিস্পৃহ নই, যতটা আপনি ভাবছেন। নিখুঁত খুনিকে আমি শ্রদ্ধা করি–যেমনটা করি কোন বাঘকে। কিন্তু তা করি খাঁচার বাইরে থেকে, ভেতরে যাবার কোন ইচ্ছা নেই আমার। যতক্ষণ না ভেতরে যাওয়াটা আমার দায়িত্বের আওতায় পড়ে। কেননা, মি. শাইতানা, যে-কোন মুহূর্তে হামলা করে বসতে পারে বাঘটা...'

হাসলেন শাইতানা। 'বুঝলাম, আর খুনি?'

'যে-কোন মুহূর্তে খুন করে বসতে পারে!'

'আরেহ্, মসিয়ে পোয়ারো–আপনি দেখি অতি অল্পতেই কাঁপতে শুরু করেন। তা হলে কি ধরে নেব, আমার সংগ্রহের বাঘ দেখতে আসছেন না?'

'উল্টো বুঝলেন; আমি বরং একটু বেশিই আগ্রহী।'

'কী সাহসী একজন মানুষ আপনি!'.

'আপনি আমার বক্তব্য ধরতে পারেননি, মি. শাইতানা। আমার কথাগুলো আসলে আপনাকেই সাবধান করার

উদ্দেশ্যে বলা। খানিকক্ষণ আগেই বলেছিলাম–দারুণের জায়গায় অন্য একটা শব্দ মাথায় এসেছে আমার। সেই শব্দটা হলো–বিপজ্জনক। আপনার শখটা আমার কাছে ভীষণ বিপজ্জনক বলেই মনে হচ্ছে!'

হাসলেন শাইতানা; তাঁর সেই কুখ্যাত শয়তানী হাসি। বললেন, 'তা হলে আঠারো তারিখে আপনাকে আশা করতে পারি?'

বাউ করলেন পোয়ারো। 'অবশ্যই।'

'বেশ তবে, আপনার সম্মানে ছোটখাটো একটা পার্টির আয়োজন করব,' জানালেন শাইতানা। 'রাত আটটায়; ভুলবেন না যেন।'

সরে গেলেন ভদ্রলোক, তাঁর গমনপথের দিকে খানিকক্ষণ অপলক তাকিয়ে রইলেন পোয়ারো।

তারপর চিন্তিত ভঙ্গিতে আপনমনে মাথা নাড়লেন।

দুই

মি. শাইতানার বাড়িতে নৈশভোজ

নিঃশব্দে খুলে গেল মি. শাইতানার ফ্ল্যাটের দরজা। মসিয়ে পোয়ারোকে ভেতরে নিয়ে এল এক ধূসরচুলো পরিচারক। পুনরায় নিঃশব্দেই সে বন্ধ করল দরজাটা; অতিথির কাছ থেকে সরিয়ে নিল তাঁর ওভারকোট এবং হ্যাট।

নিস্পৃহ চেহারায় বিড়বিড় করে জানতে চাইল, 'নাম?'

'মসিয়ে এরকুল পোয়ারো।'

পরিচারক ভিতরের দরজাটা মেলে ধরতেই ভেতর থেকে গুঞ্জনের আওয়াজ ভেসে এল। পোয়ারোর আগমন-বার্তা ঘোষণা করল সে, 'মসিয়ে এরকুল পোয়ারো।'

শেরির গ্লাস হাতে নিয়ে এগিয়ে এলেন শাইতানা। বরাবরের মতই নিখুঁত পোশাক পরে আছেন। তবে আজ রাতে তাঁর হাবভাবে বিদ্রূপ যেন একটু বেশিই ঝরে পড়ছে বলে মনে হলো; সবাইকে যেন তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখছেন।

'পরিচয় করিয়ে দিই সবার সঙ্গে। মিসেস অলিভারকে তো চেনেন?'

পোয়ারোকে অবাক হতে দেখে আমোদিত হলেন মি. শাইতানা।

মিসেস আরিয়াদনে অলিভারকে কে না চেনে? গোয়েন্দা গল্প লিখে খুব নাম কামিয়েছেন তিনি। সেই সঙ্গে লিখেছেন অসংখ্য সাড়া জাগানো ছোট গল্প।

নারীবাদী মহিলা বেশ রগচটা; খবরের কাগজে কোন চাঞ্চল্যকর খুনের খবর ছাপা হলে, সেই সঙ্গে মিসেস অলিভারের মন্তব্যও ছাপা হয়। তবে প্রায়শই সেই মন্তব্য হয় এক বাক্যের–আজ যদি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের প্রধান, কোন মহিলা হতো!

এ ছাড়া তাঁর আর কোন সমস্যা নেই; সবাই বেশ পছন্দই করে তাঁকে।

মাঝবয়সী মহিলা, খানিকটা অগোছালো হলেও দৃষ্টিনন্দন; উজ্জ্বল চোখ, প্রশস্ত কাঁধ এবং মাথাভর্তি বিদ্রোহী চুল। ধূসর-রঙা চুলগুলো নিয়ে প্রায়শই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন তিনি।

এই তাঁকে দেখে উচ্চ শিক্ষিত বলে মনে হয় তো পরেরদিনই চুলে দেখা যায় স্থূল আধুনিকতার প্রমাণ। আজ রাতে অবশ্য তিনি কপালের উপর ছোট-ছোট করে ছাঁটা চুল ফেলে সেজেছেন।

পোয়ারোকে সম্ভাষণ জানালেন তিনি, ক'দিন আগেই এক ডিনার পার্টিতে দেখা হয়েছে তাঁদের।

'সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটলের সঙ্গেও জানা-শোনা আছে নিশ্চয়ই?'

বিশালদেহী, নিস্পৃহ চেহারার একজন মানুষ এগিয়ে এলেন। তাঁকে দেখে মনে হয়, কাঠ কুঁদে বুঝি বানানো হয়েছে দেহটা। শুধু তাই নয়, সেই কাঠ যে কোন যুদ্ধজাহাজ থেকে এসেছে–সে ব্যাপারেও আর সন্দেহ থাকে না।

স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সেরা কর্মচারী বলে ধরা হয় তাঁকে। কিন্তু চেহারা দেখে তা বোঝার উপায় নেই, প্রথম দর্শনে তাঁকে বেশ নির্বোধ প্রকৃতির বলেই মনে হয়।

'আমি মসিয়ে পোয়ারোকে চিনি,' বললেন সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটল। কঠিন চেহারায় মুহূর্তের জন্য এক চিলতে হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল।

'কর্নেল রেস,' পরিচয় পর্ব শেষ হয়নি এখনও।

আগে কখনও পোয়ারোর সঙ্গে দেখা হয়নি এই ভদ্রলোকের। তবে কর্নেল রেস সম্পর্কে প্রায় সবকিছুই জানেন তিনি।

সুদর্শন, তামাটে বর্ণের লোকটার বয়স পঞ্চাশের আশপাশে। সাধারণত বিশাল সাম্রাজ্যের কোন দূরবর্তী আউটপোস্টেই দেখা মেলে তাঁর; বিশেষ করে যেখানে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে।

গুপ্তচর বলাটা হয়তো বেশি-বেশি হয়ে যাবে, কিন্তু কর্নেল রেসের কাজকর্ম অনেকটা সেরকম বলেই ধারণা করে সবাই।

এতক্ষণে তাঁদের নিমন্ত্রাতার উদ্দেশ্য ধরতে শুরু করেছেন পোয়ারো।

'আমাদের অন্যান্য অভ্যাগতরা দেরি করছেন,' বললেন মি. শাইতানা। 'দোষটা আমারই। আমি ওঁদেরকে আটটার জায়গায়, সোয়া আটটার কথা বলেছি।'

ঠিক সেই মুহূর্তেই খুলে গেল দরজা, পরিচারক আরেকটা নাম ঘোষণা করল, 'ডা. রবার্টস।'

ভেতরে প্রবেশ করলেন হাসি-খুশি এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক। ছোট-ছোট উজ্জ্বল চোখ, মাথায় টাক পড়তে শুরু করেছে; দেখেই মনে হয়–জীবাণুমুক্ত একটা আবহ সঙ্গে নিয়ে চলেন ভদ্রলোক। আত্মবিশ্বাসের কোন কমতি নেই চলনে বলনে। রোগীরা এমন ডাক্তারই চায়, যাঁর রোগ নির্ণয় এবং ওষুধের উপর তারা ভরসা রাখতে পারে।

'আশা করি, দেরি করে ফেলিনি?' জানতে চাইলেন তিনি।

নিমন্ত্রাতার সঙ্গে হাত মিলিয়ে, অন্যদের সঙ্গে পরিচয়-পর্ব সেরে নিলেন তিনি। ব্যাটলের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাঁকে একটু বেশিই উৎফুল্ল মনে হলো।

'আরেহ্, আপনি তো স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের বিশাল বড় চাঁই! বেশ, বেশ! এমন একটা জায়গায় পেশার কথা তোলা উচিত না হলেও, আমি কিন্তু আপনাকে আজ খানিকটা বিরক্ত করব। অপরাধ নিয়ে আমি আসলে একটু বেশিই আগ্রহী। একজন ডাক্তারের অবশ্য সেই মানসিকতা থাকা উচিত নয়। আমার নার্ভাস কোন রোগীকে এই কথা বলে বসলে কী হবে–ভাবতে পারেন? হা হা হা...!'

আবারও খুলে গেল দরজা।

'মিসেস লরিমার।'

মিসেস লরিমারের বয়স ষাট, সুবেশী। পরিষ্কার কণ্ঠস্বর, চুলগুলোও দক্ষ হাতে ছাঁটা।

'আশা করি, দেরি হয়নি,' মি. শাইতানার দিকে এগোতে এগোতে বললেন তিনি। তারপর ফিরলেন ডা. রবার্টসের দিকে, ভদ্রলোককে আগে থেকেই চেনেন।

পরিচারকের পরবর্তী ঘোষণা:

'মেজর ডেসপার্ড।'

মেজর ডেসপার্ড লম্বা, ছিমছাম এবং সুদর্শন। কপালে একটা ছোট ক্ষতের দাগ আছে। সবার সঙ্গে পরিচিত হলেন তিনি। স্বভাবতই, কর্নেল রেসের দিকেই তাঁর বেশি আগ্রহ দেখা গেল। অচিরেই দু'জনে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন নানা ধরনের খেলা এবং সাফারি নিয়ে আলোচনায়।

শেষ বারের মত খুলে গেল দরজা; পরিচারক ঘোষণা করল:

'মিস মেরেডিথ।'

সদ্য বিশের ঘরে পা রাখা একটা মেয়ে এসে প্রবেশ করল ঘরে। সুদর্শনা হলেও, লম্বায় মাঝারি। ঘাড় পর্যন্ত নেমে এসেছে বাদামী চুলের গোছা, বড়-বড় ধূসর চোখ দিয়ে দেখছে চারপাশ। চেহারায় হালকা পাউডার ব্যবহার করেছে, তবে কড়া কোন মেক-আপ লাগায়নি।

লজ্জিত এবং নম্র কণ্ঠে বলল, 'আমিই সবার শেষে এলাম নাকি?'

শেরির গ্লাস এগিয়ে দিলেন মি. শাইতানা, বরণ করে নিলেন যেন মেয়েটিকে। তারপর তাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন সবার সঙ্গে; আনুষ্ঠানিক শোনাল তাঁর কথাগুলো।

গ্লাস হাতে নিয়ে পোয়ারোর পাশে এসে দাঁড়াল মেরেডিথ।

'আমাদের বন্ধুর আচরণ কিন্তু বেশ কেতাদুরস্ত,' মৃদু হেসে বললেন পোয়ারো।

একমত হলো মেয়েটি। 'আমি জানি। আজকাল কেউ আর পরিচয়-পর্বকে গুরুত্ব দেয় না। শুধু বলে—আপনারা নিশ্চয়ই সবাই সবাইকে চেনেন। ব্যস!'

'কিন্তু সবাই তো একে-অপরের পরিচিত না-ও হতে পারে।'

'কথা তো সেখানেই। প্রায়ই দেখা যায়, এতে একটা বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। তবে আমার মনে হয়,

পরিচ্ছন্ন-পর্ব থাকাটাই ভাল।' কিছুটা ইতস্তত করে যোগ করল, 'উনিই কি সেই নামকরা লেখিকা, মিসেস অলিভার?'

মিসেস অলিভারের ভরাট কণ্ঠ কে না শুনতে পায়? ডা. রবার্টসের সঙ্গে কী নিয়ে যেন গল্প করছেন এখন। বলছেন, 'মেয়েলী অনুভূতিকে আপনার দাম দিতেই হবে, ডাক্তার সাহেব। আমরা কীভাবে কীভাবে যেন অনেক কিছুই বুঝে ফেলি।'

'ঠিক বলেছেন। উনিই মিসেস অলিভার,' বললেন পোয়ারো।

'*দ্য বডি ইন দ্য লাইব্রেরী* তো তাঁরই লেখা?'

'আবারও ঠিক বললেন।'

ভ্রু খানিকটা কুঞ্চিত হলো মেয়েটির। 'আর কাঠ-কাঠ চেহারার লোকটা একজন সুপারিন্টেনডেন্ট? মি. শাইতানা তো তেমনটাই বললেন।'

'স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের।'

'আর আপনি?'

'আমি কী?'

'আমি আপনার ব্যাপারে সবকিছুই জানি, মসিয়ে পোয়ারো। এবিসি খুনের রহস্য তো আপনিই সমাধান করেছিলেন?'

'মাদমোয়াযেল, আপনি আমাকে লজ্জায় ফেলে দিচ্ছেন।'

কুঞ্চিত ভ্রু সোজা হয়ে গেল মেরেডিথের।

'মি. শাইতানা,' বলেই আবার থেমে গেল সে। 'মি. শাইতানা–'

'লোকে বলে,' নিচু কণ্ঠে বললেন পোয়ারো। 'তাঁর মন নাকি অপরাধ-প্রবণ। তিনি আমাদের মধ্যে ঝগড়া বাধাতে চান। এরইমধ্যে মিসেস অলিভার আর ডা. রবার্টসের লেগে গেছে বলে মনে হচ্ছে। শুনতে পাচ্ছেন? ধরা পড়ে না, এমন বিষ নিয়ে আলোচনা করছেন তাঁরা।'

আঁতকে উঠল মেরেডিথ। 'কী অদ্ভুত মানুষ!'

'ডা. রবার্টস?'

'নাহ্, মি. শাইতানা।' কেঁপে উঠে যোগ করল, 'ওঁর মধ্যে আগেও ভীতিকর কিছু একটার অস্তিত্ব টের পেয়েছিলাম আমি। কোন্ ব্যাপার যে তাঁকে আমোদ দেবে, তা কেউ বলতে পারে না। সেটা এমনকী নৃশংস কোন ঘটনাও হতে পারে!'

'হয়তো তাঁর মনটা খানিকটা প্যাঁচানো,' পোয়ারোর মন্তব্য।

'হয়তো। তাঁকে আমি খুব একটা পছন্দ করি না।' নিচু কণ্ঠে জানাল মিস মেরেডিথ।

'তবে রাতের খাবারটা আপনার নিশ্চয়ই পছন্দ হবে,' পোয়ারো ওকে আশ্বস্ত করলেন। 'দারুণ রাঁধুনি রেখেছেন তিনি।'

সন্দিগ্ধ চোখে ওঁর দিকে তাকিয়েই হেসে ফেলল মেয়েটি। 'আপনাকে তো সাধারণ মানুষ বলেই মনে হচ্ছে।'

'আমি তো মানুষই!'

'আসলে, এতগুলো নামী মানুষের সংস্পর্শে এসে একটু হলেও ভয় লাগছে।'

'মাদমোয়াযেল, ভয়ের কোন কারণ নেই। বরঞ্চ উত্তেজিত হোন! অটোগ্রাফ নেবার খাতা-কলম নিয়ে তৈরি হয়ে যান।'

'আসলে অপরাধে আমার কোন আগ্রহ নেই। আমার মনে হয় না কোন মহিলাই তাতে আগ্রহী। আমি তো দেখি, কেবল পুরুষরাই গোয়েন্দাকাহিনী পড়ে!'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন পোয়ারো। 'হায়! এই মুহূর্তে কোন ছোটখাটো চিত্রাভিনেতা হওয়ার বিনিময়ে আমি যে-কোন কিছু দান করতে রাজি।'

দরজা খুলল পরিচারিকা।

'রাতের খাবার পরিবেশন করা হয়েছে,' জানাল সে।

পোয়ারোর কথা সত্য বলেই প্রমাণিত হলো। সুস্বাদু খাবার পেট পুরে খেল সবাই, পরিবেশনও করা হলো দক্ষ হাতে।

হালকা আলো, পালিশ করা কাঠ এবং আইরিশ গ্লাসের নীলচে আভা! আলো-অন্ধকারের খেলায় টেবিলের মাথায় বসে থাকা মি. শাইতানাকে আরও বেশি অশুভ দেখাচ্ছে!

তাঁর ডান দিকে বসে আছেন মিসেস লরিমার, বাঁ দিকে মিসেস অলিভার। মিস মেরেডিথ বসেছেন সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটল আর মেজর ডেসপার্ডের মাঝখানে।

এদিকে মিসেস লরিমার আর ডাক্তার রবার্টসকে দু'পাশে নিয়ে বসেছেন পোয়ারো।

ডাক্তার সাহেব ফিসফিস করে পোয়ারোকে বললেন, 'পার্টির একমাত্র সুন্দরী মেয়েটাকে পুরো দখল করে নিলেন দেখছি! আপনারা, মানে ফ্রেঞ্চরা এসব ব্যাপারে একটুও সময় নষ্ট করেন না, তাই না?'

'আমি বেলজিয়ান,' ফিসফিস করে বললেন পোয়ারো।

'মেয়েদের ব্যাপারে ফ্রেঞ্চই কী আর বেলজিয়ানই কী? দুটোই এক,' আমুদে কণ্ঠে বললেন ডাক্তার।

পরক্ষণেই হালকা ভাবটা ঝেড়ে ফেলে পেশাদারিত্বের সঙ্গে কর্নেল রেসের সঙ্গে আলোচনায় মেতে উঠলেন তিনি।

আলোচনার বিষয়–স্লিপিং সিকনেস।

পোয়ারোর দিকে ফিরলেন মিসেস লরিমার, সাম্প্রতিক নাটক নিয়ে আলাপ শুরু করলেন।

ভদ্রমহিলার বিচার-বুদ্ধি এবং যথার্থ সমালোচনা মুগ্ধ করল পোয়ারোকে। তারপর তাঁরা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন বই এবং বিশ্ব-রাজনীতি নিয়ে আলোচনায়।

এসব ব্যাপারেও যথেষ্ট জ্ঞান রাখেন মহিলা!

টেবিলের ওপাশে, মেজর ডেসপার্ডের কাছে জানতে

চাইলেন মিসেস অলিভার–একেবারেই অজানা-অচেনা কোন বিষের সম্পর্কে তিনি জানেন কি না?

'কিউরারি আছে।'

'আহ্, কিউরারি! হাজারবার ব্যবহার করা হয়েছে ওই বিষ! আমার চাই নতুন কিছু।'

শুষ্ক কণ্ঠে জবাব দিলেন মেজর ডেসপার্ড। 'জংলী সমাজ তো জংলীই। তারা তাদের বাপ-দাদাদের আমল থেকে চলে আসা বিষ নিয়েই সন্তুষ্ট।'

'কী একঘেয়ে ওদের জীবন,' বললেন মিসেস অলিভার। 'ওদের জায়গায় আমি হলে এটার সঙ্গে সেটা মিশিয়ে নতুন বিষ বানাতাম। অভিযাত্রীদের কপাল খুলে যেত। ফিরে এসে ওদের ধনী চাচাদের খুন করে রাতারাতি বড়লোক হয়ে যেতে পারত। কেউ ধরতেও পারত না!'

'সেটার জন্য জঙ্গলে যাবার কী দরকার? সভ্যতা এক্ষেত্রে আরও ভাল উপাদান দিতে পারে।' ডেসপার্ডের মন্তব্য। 'আধুনিক গবেষণাগারের কথাই ধরুন। আপাত-দৃষ্টিতে নিরীহ জীবাণু থেকে তারা মরণঘাতী সব রোগ তৈরি করছে।'

'ওসব দিয়ে আমার পাঠকদের ভোলানো যাবে না,' মিসেস অলিভার বললেন। 'নামগুলোই তো বিদঘুটে। স্ট্যাফাইলোকক্কাস... স্ট্রেপ্টোকক্কাস... গুলিয়ে যায় সব। আপনার কী মনে হয়, সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটল?'

'বাস্তব জীবনে, মানুষ এত কিছু নিয়ে মাথা ঘামায় না, মিসেস অলিভার,' বললেন ভদ্রলোক। 'খুন করার সময় এলে তারা আর্সেনিককেই বেছে নেয়।'

'আরেহ্ ধুর,' বললেন মিসেস অলিভার। 'এ-কথা বলছেন, কারণ বহু খুনের ঘটনার সমাধান আপনার স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড করতেই পারে না। অনেকগুলোর তো হদিসই তাদের জানা নেই। তবে যদি ওখানে কোন মহিলা থাকতেন–'

'আছে তো–'

'আরেহ্ ওই বেকুব ধরনের, টুপি পরা মহিলা পুলিসদের কথা বলছি না! বলছি যে যদি প্রধান হিসেবে কোন মহিলা থাকতেন, তা হলে... মেয়েরা কিন্তু অপরাধের ব্যাপারে বেশ স্পর্শকাতর!'

'অপরাধী হিসেবেও তারা সফল হয়,' বললেন সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটল। 'ঝামেলার সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারে। আসলেই, মাঝেমধ্যে হতবাক হয়ে যাই।'

হাসলেন মি. শাইতানা।

'বিষ তো মেয়েমানুষের অস্ত্র,' বললেন তিনি। 'ইতিহাসে যে কত বিষদাত্রী মহিলা আছে, তা আমরা জানিও না!'

'আসলেই আছে,' আনন্দের সঙ্গে বললেন মিসেস অলিভার।

'সেই সুযোগ অবশ্য একজন ডাক্তারও পায়,' চিন্তিত সুরে বললেন মি. শাইতানা।

'এই মন্তব্যের প্রতিবাদ করছি আমি,' চেঁচিয়ে উঠলেন ডা. রবার্টস। 'যদি আমরা রোগীদের বিষ দিয়েও ফেলি, তবে সেটা নিতান্তই ভুলক্রমে।'

'কিন্তু আমি যদি কোন খুন করতাম–' বলেই চুপ হয়ে গেলেন মি. শাইতানা, নাটকীয় একটা মুহূর্তের জন্য দিতে চাইছেন।

হলোও তাই; সবার দৃষ্টি তাঁর দিকে ফিরল।

'তা হলে সেটাকে ঘটাতাম খুব সাধারণভাবে। হয়তো কোন দুর্ঘটনার আশ্রয় নিতাম। এই যেমন–শিকারের সময় দুর্ঘটনা বা গৃহস্থালীর দুর্ঘটনা।' পরক্ষণেই শ্রাগ করে হাতে তুলে নিলেন ওয়াইনের গ্লাস। 'তবে মায়ের কাছে মাসীর গল্প হয়ে যাচ্ছে–এতজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি উপস্থিত আছেন যেখানে...'

মদের গ্লাসে চুমুক দিলেন তিনি। মোমের আলোয়

খানিকটা লালচে দেখা গেল তাঁর গোঁফ, ভ্রু...

ক্ষণিকের জন্য নীরবতা নেমে এল ঘরে।

সেই নীরবতা ভাঙলেন মিসেস অলিভার। 'সময়টাই ভীষণ রহস্যময়। কথায় আছে, এমন সময় নাকি দেবদূতরা ভ্রমণ করেন... তবে আমার তো মনে হয়, আজ শুভ নয়, কোন অশুভ দেবদূতই হয়তো ঘুরতে বেরিয়েছেন!'

তিন

ব্রিজ খেলা

ক

বসার ঘরে ফিরে এসে সবাই দেখে, ব্রিজ খেলার সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে! যার যার মত কফি ঢেলে নিলেন অতিথিরা।

'কে কে ব্রিজ খেলে?' জানতে চাইলেন মি. শাইতানা।

'মিসেস লরিমার যে খেলেন, তা জানি। ডা. রবার্টসও খেলেন। তোমার কী খবর, মিস মেরেডিথ?'

'খেলি, তবে খুব একটা দক্ষ নই।'

'কোন অসুবিধা নেই। মেজর ডেসপার্ড, খেলেন তো? বেশ বেশ, তা হলে আপনারা চারজন এই টেবিলে বসুন।'

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তিনি ব্রিজ খেলার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।' পোয়ারোকে এক পাশে টেনে এনে বললেন মিসেস লরিমার। 'আমার মত ব্রিজ-পাগলা আরেকজন খুঁজে পাবেন না। আজকাল তো রাতের খাবারের পর ব্রিজ খেলার ব্যবস্থা না থাকলে সে পার্টিতে যাই-ই না আমি!

একঘেয়েমিতে ঘুমিয়ে পড়তে হয় যে, তাই! ব্যাপারটা নিয়ে লজ্জিত, তবে কী করব, বলুন?'

পার্টনার বেছে নিলেন সবাই।

মিসেস লরিমারের সঙ্গে দল বাঁধল অ্যান মেরেডিথ, বিপক্ষে মেজর ডেসপার্ড এবং ডা. রবার্টস।

'পুরুষ বনাম নারী।' আসন গ্রহণ করতে করতে বললেন মিসেস লরিমার। দক্ষ হাতে তাস বাঁটতে শুরু করলেন তিনি। 'শুরু করা যাক, কী বলো, পার্টনার?'

'আমাদেরকে কিন্তু জিততেই হবে।' মিসেস অলিভারের নারীবাদী সত্তা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। 'ছেলেদের কথামত যে সব হয় না–তা বুঝিয়ে দিতে হবে।'

'বেচারাদের জেতার কোন সম্ভাবনাই নেই,' বললেন ডা. রবার্টস। 'আপনার ডিল, মিসেস লরিমার।'

অনেকটা নিস্পৃহতার সঙ্গেই চেয়ারে বসলেন মেজর ডেসপার্ড। এমনভাবে মেরেডিথের দিকে চেয়ে আছেন, যেন মেয়েটির সৌন্দর্য এই প্রথম তাঁর নজরে ধরা পড়েছে।

'কাটুন,' অধৈর্য শোনাল মিসেস লরিমারের কণ্ঠ। আদেশ পালিত হলে, দক্ষ হাতে তাস বাঁটতে শুরু করলেন তিনি।

'অন্য ঘরে আরেকটা টেবিল আছে। চাইলে আপনারা ওখানে খেলতে পারেন,' অন্যদেরকে বললেন মি. শাইতানা।

আরেকটা দরজার দিকে উপস্থিত চারজনকে নিয়ে গেলেন তিনি। ছোট কামরা; তবে বেশ আরামদায়ক ওটা। ব্রিজ খেলার টেবিল সাজিয়েই রাখা হয়েছে।

'তাস কেটে দেখা যাক–কে বাদ পড়ে,' কর্নেল রেস বললেন।

মাথা নাড়লেন মি. শাইতানা। 'তার আর দরকার নেই। আমি খেলি না। ব্রিজের প্রতি আমার কোন আগ্রহই নেই।'

প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল সবাই; প্রত্যেকেই জানাল–তা হলে খেলার দরকারই নেই। কিন্তু শক্ত কণ্ঠে সবার প্রতিবাদ

অগ্রাহ্য করে খেলতে বসিয়ে দিলেন গৃহস্বামী।

পোয়ারো এবং মিসেস অলিভার দল বাঁধলেন ব্যাটল এবং রেসের বিপক্ষে।

কিছুক্ষণ খেলা দেখলেন মি. শাইতানা, মিসেস অলিভারকে নো ট্রাম্পে দুই ডাকতে দেখে ক্রূর হাসি হাসলেন। তারপর ফিরে গেলেন আগের ঘরে।

অন্য টেবিলের খেলা ততক্ষণে দারুণ জমে গেছে। দ্রুতই ডাকছেন খেলোয়াড়রা।

'হরতনে এক।'

'পাস।'

'চিড়ায় তিন।'

'ইশকাপনে তিন।'

'রুইতনে চার।'

'ডাবল দিলাম।'

'হরতনে চার।'

হাসি মুখেই কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন মি. শাইতানা। তারপর ঘরের অন্য পাশে গিয়ে, ফায়ারপ্লেসের পাশে থাকা চেয়ারে গা এলিয়ে বসলেন। হাতের কাছেই রয়েছে মদ-ভর্তি গ্লাসের সারি। অল্প আঁচে আগুন জ্বলছে ফায়ারপ্লেসে। তবে ব্রিজের টেবিলে আলোর কোন অভাব নেই।

'নো ট্রাম্পে এক!' মিসেস লরিমারের নিশ্চিত কণ্ঠস্বর।

'হরতনে তিন,' কিছুটা আগ্রাসী কণ্ঠ ডা. রবার্টসের।

ডেসপার্ড কথা বলার আগে খানিকটা কালক্ষেপণ করেন। বুদ্ধি ধরেন তিনি যথেষ্টই, কিন্তু ভাবনাচিন্তা ছাড়া মুখ খোলেন না।

'হরতনে চার।'

'ডাবল।'

কাঁপতে থাকা আগুনের আলোয় পরিষ্কার দেখা গেল মি. শাইতানার হাসি। আগুনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাঁপছে তাঁর

চোখের পাতা...

এই নৈশভোজ আদতেই তাঁকে বেশ আমোদিত করছে।

খ

'রুইতনে পাঁচ। গেম এবং রাবার,' বললেন কর্নেল রেস।

'কপাল ভাল আপনার, পার্টনার,' পোয়ারোকে বললেন তিনি। 'আপনি পারবেন বলে মনে হয়নি। ওরা ইশকাপনে ডাকলেই আর দেখতে হতো না!'

'মনে হয় না খুব একটা লাভ হতো,' বললেন ব্যাটল। বিনয়ের একেবারে প্রতিমূর্তি তিনি। ওনার পার্টনার, মিসেস অলিভার মাত্র একটা ইশকাপনের তাস পেয়েছিলেন। কিন্তু 'কিছু একটা' তাঁকে চিড়ার খেলা খেলতে বলেছিল! ফলাফলটা তাই খুব বাজে হলো!

ঘড়ির দিকে তাকালেন কর্নেল রেস। 'বারোটা বেজে দশ। আরেক দান হবে নাকি?'

'মাফ করবেন,' বললেন সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটল। 'আমি তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে অভ্যস্ত।'

'আমিও,' তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন পোয়ারো।

'তা হলে হিসাব করা যাক,' বললেন রেস।

সন্ধ্যাটা পুরুষদের দারুণ কেটেছে। মিসেস অলিভার মোট তিন পাউণ্ড সাত শিলিং হেরেছেন। সবচেয়ে বেশি লাভ হয়েছে কর্নেল রেসের।

ব্রিজ খেলোয়াড় হিসেবে বাজে হলেও, পরাজয়টাকে মাথা উঁচু করেই মেনে নিলেন মিসেস অলিভার; সবাইকে প্রাপ্য বুঝিয়ে দিলেন।

'কেন যেন কপালটা সঙ্গ দিল না,' বললেন তিনি। 'মাঝেমধ্যে অবশ্য এমন হয়। গতকাল খুব দারুণ তাস পাচ্ছিলাম।' উঠে দাঁড়িয়ে এমব্রয়ডারি করা ব্যাগটা কাঁধে নিলেন। ভ্রুর উপরে চলে আসা চুলটা সরাতে গিয়েও

সরালেন না।

'আমাদের নিমন্ত্রাতা নিশ্চয়ই পাশের ঘরে?' প্রশ্ন করেই দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি; বাকিরাও পিছু নিল।

মি. শাইতানা বসে আছেন আগুনের পাশে, চেয়ারে। অন্য চার অভ্যাগত তাসে মশগুল।

'ডাবল... চিড়ায় পাঁচ,' শান্ত কণ্ঠে বললেন মিসেস লরিমার।

'নো ট্রাম্পে পাঁচ।'

ব্রিজ টেবিলের পাশে এসে দাঁড়ালেন মিসেস অলিভার, দারুণ উত্তেজনাপূর্ণ দান মনে হচ্ছে।

সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটল তাঁর সঙ্গী হলেন।

তবে পোয়ারোকে সঙ্গে নিয়ে মি. শাইতানার দিকে এগোলেন কর্নেল রেস।

'যাবার সময় হয়েছে, শাইতানা।'

উত্তর দিলেন না মি. শাইতানা, সামনের দিকে ঝুঁকে এসেছে তাঁর মাথা। মনে হচ্ছে যেন ঘুমিয়ে পড়েছেন। পোয়ারোর দিকে একনজর তাকিয়েই আবার লোকটার দিকে এগিয়ে গেলেন রেস।

আচমকা অস্ফুট একটা শব্দ করে ঝুঁকে পড়লেন। পোয়ারোও দেরি করলেন না, সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলেন তাঁর পাশে। কর্নেল রেসের ইঙ্গিত করা জিনিসটার দিকে নজর পড়ল তাঁর–দেখে মনে হয় কারুকাজ করা কোন কাঠের টুকরো। কিন্তু আসলে...

সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন পোয়ারো, শাইতানার একটা হাত তুলে কিছু একটা অনুভব করলেন। তারপর আবার নামিয়ে রাখলেন ধীরে ধীরে। কর্নেল রেসের অনুচ্চ প্রশ্নের জবাবে শান্তভাবে মাথা নাড়লেন।

'সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটল, একটু এদিকে আসুন তো,' ডাকলেন কর্নেল।

ডাকে সাড়া দিলেন সুপারিন্টেনডেন্ট। তবে মিসেস অলিভার তখনও খেলা দেখায় ব্যস্ত।

দেখে বোঝা না গেলেও, পরিস্থিতি খুব দ্রুতই ধরে ফেলেন সুপারিন্টেনডেন্ট। পোয়ারোদের সঙ্গে যোগ দিতে দিতে জানতে চাইলেন, 'কোন সমস্যা?'

মাথা দুলিয়ে চেয়ারে বসে থাকা দেহটা দেখালেন কর্নেল রেস।

সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটলকে নিজের কাজ করতে দিয়ে, শাইতানার চেহারার দিকে তাকালেন পোয়ারো। কোথায় গেল একটু আগে দেখা সেই ক্রূর, শয়তানী হাসি? বোকার মত দেখাচ্ছে এখন তাঁকে। হাঁ হয়ে আছে মুখটা...

দু'পাশে মাথা নাড়লেন এরকুল পোয়ারো।

সোজা হয়ে দাঁড়ালেন ব্যাটল। স্পর্শ না করেই কাজ করা জিনিসটা পরখ করে দেখেছেন তিনি।

শাইতানার একটা হাত উপরে তুলে সেটাকে ছেড়ে দিলেন আবার, বিনা বাধায় নিচে নেমে গেল ওটা।

সোজা হলেন ব্যাটল। অনুভূতিহীন, দক্ষ এক সৈনিকের মত পরিস্থিতি নিজের নিয়ন্ত্রণে নেয়ার জন্য প্রস্তুত।

'সবাই একটু মনোযোগ দিন,' বললেন তিনি।

তাঁর আনুষ্ঠানিক কণ্ঠে এমন কিছু একটা ছিল যে, সবাই ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে বাধ্য হলো। অ্যান মেরেডিথ যেন জায়গায় জমে গিয়েছে, ডামিতে থাকা একটা ইশকাপনের টেক্কার উপর স্থির হয়ে আছে মেয়েটার হাত।

'আপনাদের সবাইকে দুঃখের সঙ্গে জানাতে বাধ্য হচ্ছি,' বললেন সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটল। 'আমাদের নিমন্ত্রাতা, মি. শাইতানা মারা গিয়েছেন!'

ঝটকা দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন মিসেস লরিমার এবং ডা. রবার্টস। ডেসপার্ডের চেহারা কুঞ্চিত, আঁতকে উঠেছে মেরেডিথ।

'আপনি নিশ্চিত?'

ডা. রবার্টসের মধ্যে জেগে উঠেছে পেশাদারিত্ব। লাশটা পরখ করে দেখার নিমিত্তে এগিয়ে এলেন তিনি। কিন্তু সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটলের দেহটা তাঁর পথরোধ করে দাঁড়াল।

'এক মিনিট, ডা. রবার্টস। এই ঘর থেকে কে-কে বেরিয়েছে, আর কে-কে ঘরে প্রবেশ করেছে, তা জানাতে পারেন?'

একদৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন রবার্টস।

'কে ঢুকেছে আর কে বের হয়েছে? আপনার কথা ঠিক বুঝলাম না! কেউ তো ঢোকেনি, বা বেরও হয়নি!'

এবার মিসেস লরিমারের দিকে গেল ব্যাটলের নজর। 'তাই নাকি, মিসেস লরিমার?'

'একদম।'

'পরিচারক বা কোন ভৃত্য আসেনি?'

'নাহ্। আমরা যখন খেলতে বসি, তখন পরিচারকটি একটা ট্রে নিয়ে এসেছিল। তারপর আর এমুখো হয়নি।'

সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটল ডেসপার্ডের দিকে তাকালেন।

মাথা নেড়ে সায় দিলেন মেজর।

দমবন্ধ করা স্বরে জবাব দিল অ্যান। 'কথাটা সত্যি।'

'এসব কী হচ্ছে?' অধৈর্য শোনাল রবার্টসের কণ্ঠ। 'আমাকে পরীক্ষা করে দেখতে দিন, হয়তো তিনি কেবল অজ্ঞান হয়েছেন!'

'নাহ্, অজ্ঞান হননি। সরকারি ডাক্তার আসার আগে কেউ ভদ্রলোককে স্পর্শ পর্যন্ত করবেন না। মি. শাইতানাকে খুন করা হয়েছে।'

'খুন?' অ্যানের কণ্ঠে আতঙ্কের ছাপ।

ডেসপার্ডের চোখে শূন্য দৃষ্টি।

'খুন?' মিসেস লরিমারের তীক্ষ্ণ কণ্ঠের প্রশ্ন।

'হায়, ঈশ্বর!' ডা. রবার্টসের আঁতকে ওঠা।

সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটল আলতো করে মাথা নাড়লেন। তাঁর চেহারায় কোন অনুভূতির ছাপ নেই।

'ছুরি মেরে খুন করা হয়েছে তাঁকে,' বললেন তিনি।

পরক্ষণেই প্রশ্নটা করে বসলেন, 'আপনারা কেউ খেলা ছেড়ে উঠেছিলেন?'

তাঁর প্রশ্নে যেন সংবিৎ ফিরল সবার। ভয়-উপলব্ধি-বিভ্রান্তি-সর্বোপরি আতঙ্ক খেলে গেল প্রত্যেকটা চেহারায়। তবে উত্তর দিল না কেউ।

'আবার করতে হবে প্রশ্নটা?'

এক মুহূর্ত বিরতির পর, মুখ খুললেন মেজর ডেসপার্ড। 'আমরা প্রত্যেকেই, একবারের জন্য হলেও, টেবিল ছেড়ে উঠেছি। হয় মদ ঢালার জন্য, আর নয়তো আগুনে কাঠে দেয়ার জন্য। আমি উঠেছি দু'বার; দুটোই করেছি। কাঠ যখন দিই, তখন শাইতানা চেয়ারে বসে ঘুমুচ্ছিলেন।'

'ঘুমুচ্ছিলেন?'

'আমার অন্তত তেমনটাই মনে হয়েছে—হ্যাঁ।'

'সেটা অবশ্য অসম্ভব নয়,' বললেন ব্যাটল। 'আবার এমনও হতে পারে—খুনি ততক্ষণে তার কাজ সেরে ফেলেছে। আপনাদের সবাইকে একটু পাশের কামরায় যেতে হবে,' পাশ ফিরলেন তিনি। 'কর্নেল রেস, আপনি কি দয়া করে সবাইকে নিয়ে যাবেন?'

মাথা নেড়ে সায় জানালেন রেস। 'অবশ্যই, সুপারিন্টেনডেন্ট।'

আস্তে আস্তে অন্য কামরায় চলে গেল চার ব্রিজ খেলোয়াড়।

ঘরের অন্য পাশের একটা চেয়ারে বসে পড়লেন মিসেস অলিভার, ফোঁপাতে শুরু করলেন তিনি।

ব্যাটল ফোন তুলে নিয়ে কার সঙ্গে যেন কথা বললেন। তারপর উপস্থিত সবার উদ্দেশে বললেন, 'স্থানীয় পুলিস

এখনই চলে আসবে। সদর দফতরের নির্দেশে, আমিই নিচ্ছি এই কেসের তদন্ত-ভার। সরকারি ডাক্তারও আসছেন। মসিয়ে পোয়ারো, আপনার কী মনে হয়? কতক্ষণ আগে মারা গিয়েছেন ভদ্রলোক? আমার তো মনে হয়, একঘণ্টার বেশি হবে।'

'আমারও তাই মনে হয়। আফসোসের কথা, আপাতত এরচেয়ে বেশি নিখুঁতভাবে আমরা সময়টাকে নির্ধারণ করতে পারছি না!'

আপনমনে ভাবছেন ব্যাটল। 'আগুনের সামনে বসে ছিলেন শাইতানা। ব্যাপারটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। একঘণ্টার বেশি, তবে আড়াই ঘণ্টার কম হবে। অন্তত ডাক্তার সেটাই বলবেন বলে আমার ধারণা। অথচ কেউ কিছু দেখল না, কিছু শুনলও না! কী অদ্ভুত! এই ঝুঁকিটা কেন নিতে গেল খুনি? ভদ্রলোক যদি চেঁচিয়ে উঠতেন?'

'তা উঠতে পারতেন, কিন্তু বাস্তবে তো সেটা হয়নি। খুনির কপাল ভাল। নিশ্চয়ই মরিয়া হয়ে উঠেছিল সে।'

'মোটিভের ব্যাপারে কোন ধারণা দিতে পারেন, মসিয়ে পোয়ারো?'

ধীরে ধীরে বললেন পোয়ারো। 'হ্যাঁ, তা পারি। তবে তার আগে একটা প্রশ্নের জবাব দিন তো। মসিয়ে শাইতানা কি আজকের এই ভোজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আপনাকে কিছু বলেছিলেন?'

সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটল অদ্ভুত চোখে তাঁর দিকে তাকালেন। 'নাহ, মসিয়ে। কিছুই বলেননি। কেন?'

আচমকা দূর থেকে ভেসে এল একটা ঘন্টির আওয়াজ, সেই সঙ্গে দরজায় নকের শব্দ।

'এসে গেছে সবাই,' বললেন সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটল। 'যাই, ভেতরে নিয়ে আসি। আপনার কথা নাহয় একসঙ্গেই শুনলাম সবাই।'

মাথা নেড়ে সায় জানালেন পোয়ারো।

ঘর ছাড়লেন ব্যাটল।

এদিকে মিসেস অলিভারের ফোঁপানি তখনও বন্ধ হয়নি।

ব্রিজ টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলেন পোয়ারো। কোন কিছু স্পর্শ না করে, খেলার স্কোর দেখতে লাগলেন। দু'-একবার আপনমনে মাথাও নাড়তে দেখা গেল তাঁকে।

'বোকা কোথাকার!' ফিসফিস করে বললেন আপনমনে। 'শয়তানের পোশাক পরে মানুষটা যে কেন সবাইকে ভয় দেখাতে গেল!'

আচমকা খুলে গেল দরজা। সরকারি ডাক্তার ব্যাগ হাতে ভেতরে পা রাখলেন। সেই সঙ্গে এল স্থানীয় ইন্সপেক্টরও, ব্যাটলের সঙ্গে কথা বলছে।

তার পরপরই এল ক্যামেরাম্যান; হলে দাঁড়িয়ে রইল একজন কনস্টেবল।

অপরাধ দৃশ্যের গতানুগতিক পরীক্ষণ শুরু হলো।

চার

সম্ভাব্য প্রথম খুনি?

এরকুল পোয়ারো, মিসেস অলিভার, কর্নেল রেস এবং সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটল বসে আছেন খাবার ঘরের টেবিলে।

লাশ আবিষ্কারের একঘণ্টা পরের কথা।

মৃতদেহটাকে পরীক্ষা করার পর ছবি তোলা হয়েছে, তারপর সরিয়ে নিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটল তাকালেন পোয়ারোর দিকে।

'অন্য চারজনকে ডাকার আগে, আপনার কথাটা শুনতে চাচ্ছিলাম। বলছিলেন, আজকের নৈশভোজের কী যেন উদ্দেশ্য আছে?'

সাবধানতার সঙ্গে শব্দচয়ন করে, তাঁর এবং মি. শাইতানার কথোপকথনটা সবাইকে শোনালেন পোয়ারো।

সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটলের ঠোঁটজোড়া শক্ত হয়ে গেল। আরেকটু হলেই শিস বাজিয়ে উঠতেন তিনি। 'সংগ্রহ, না? কারও সন্দেহের উদ্রেক না করা খুনি! সত্যি বলছিলেন নাকি? ঠাট্টা করেননি তো আবার?'

মাথা নাড়লেন পোয়ারো।

'নাহ্, বুঝে-শুনেই বলেছেন। শাইতানা এমন একজন মানুষ ছিলেন, তিনি তাঁর জীবন-ধারণের পদ্ধতিকে গর্ব করে প্রচার করতেন। অহঙ্কারী... সেই সঙ্গে নিতান্তই বোকা—সেজন্যই মারা পড়তে হলো তাঁকে!'

'আপনার কথা বুঝতে পারছি,' ব্যাটল বললেন। 'আটজন অতিথি এবং একজন নিমন্ত্রাতা। এদের মধ্যে চারজন গোয়েন্দা, তারমানে অন্য চারজন—খুনি!'

'অসম্ভব!' চিৎকার করে উঠলেন যেন মিসেস অলিভার। 'একেবারেই অসম্ভব। ওই চারজনের কেউ অপরাধী হতেই পারে না!'

চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটল।

'আমি কিন্তু অতটা নিশ্চিত নই, মিসেস অলিভার। খুনি হলেই তার চেহারা বদলে যায় না, সে-ও অন্য সবার মতই হয় দেখতে।'

'সেক্ষেত্রে আমি বলব, ডা. রবার্টস খুনি,' দৃঢ়কণ্ঠে বললেন মিসেস অলিভার। 'ওই লোকটাকে দেখা মাত্রই আমার অন্তরাত্মা বলে উঠেছিল—ব্যাটা বিশেষ সুবিধার নয়। আমার এহেন অনুভূতি কখনও ভুল হয় না।'

কর্নেল রেসের দিকে তাকালেন ব্যাটল।

শ্রাগ করলেন কেবল রেস।

মিসেস অলিভারের কথা আমলে না নিয়ে, পোয়ারোর কথার খেই ধরলেন তিনি। 'হতেও পারে। অন্তত একজনের ব্যাপারে যে মি. শাইতানার ভুল হয়নি, তা তো বোঝাই যাচ্ছে। হাজার হলেও, তাঁর নিশ্চিত হবার কোন উপায় ছিল না। পুরোটাই ছিল আন্দাজের কথা। হয়তো চারজনের ব্যাপারেই তাঁর সন্দেহ ঠিক ছিল। নিজে মারা গিয়ে প্রমাণ করেছেন–অন্তত একজনের ব্যাপারে একেবারে ঠিক সন্দেহটাই করেছিলেন তিনি!'

'তার মানে বলতে চাচ্ছেন, এই চারজনের কেউ ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরেছিল? তাই এই খুন? আপনি কি বলেন, মসিয়ে পোয়ারো?'

সায় দিলেন পোয়ারো। 'বেশ কুখ্যাত মানুষ ছিলেন আমাদের এই মি. শাইতানা। তাঁর কৌতুকবোধ ছিল বেশ নৃশংস, সেই সঙ্গে নিষ্ঠুরও। খুনি হয়তো ভেবেছিল, নৈশভোজের আয়োজন নিতান্তই নাটক। নিশ্চয়ই তাকে পুলিস, মানে আপনার হাতে তুলে দেয়ার ফন্দি এঁটেছিলেন তিনি। সে ধরে নিয়েছিল, শাইতানার হাতে নির্ঘাত নিরেট প্রমাণ আছে!'

'আসলেই ছিল নাকি?'

এবার শ্রাগ করার পালা পোয়ারোর। 'তা এখন আর কী করে জানা যাবে?'

'ডা. রবার্টস!' আবারও বললেন মিসেস অলিভার। 'হাসিখুশি মানুষ। খুনিরা তাদের এই ভাবের আড়ালে প্রায়ই নৃশংস মনটাকে লুকিয়ে রাখতে চায়! আপনার জায়গায় আমি হলে এখনই লোকটাকে গ্রেফতার করতাম, সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটল।'

'স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের প্রধান কোন মহিলা হলে, হয়তো

আমিও সেটাই করতাম,' জবাব দিলেন ব্যাটল, ভাবলেশহীন চোখজোড়ায় যেন হালকা কৌতুক খেলে গেল। 'কিন্তু যেহেতু পুরুষ একজন দায়িত্বে আছেন, তাই সাবধানে এগোতে হবে।'

'হায় রে, পুরুষ!' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মিসেস অলিভার। সাংবাদিকদের কী বলবেন, সেটা সাজাতে লাগলেন মনে-মনে।

'ওদেরকে এবার ডাকা যাক,' বললেন ব্যাটল। 'বেশিক্ষণ অপেক্ষা করিয়ে রাখাটা ঠিক হবে না।'

প্রায় উঠে দাঁড়ালেন কর্নেল রেস। 'আপনি যদি চান যে আমরা না থাকি...'

ক্ষণিকের জন্য ইতস্তত করলেন ব্যাটল, মিসেস অলিভারের চোখের দৃষ্টি তাঁর নজর এড়ায়নি। কর্নেল রেসের সরকারি পদবীর ব্যাপারে জানেন তিনি, আর পোয়ারো তো হরহামেশাই পুলিসকে সাহায্য করে যাচ্ছেন। কিন্তু এসবের সঙ্গে মিসেস অলিভারকে সংযুক্ত করাটা একটু বেশি-বেশি হয়ে যাবে।

তবে দয়ালু মানুষ সুপারিন্টেনডেন্ট। মিসেস অলিভার যে তিন পাউণ্ড সাত শিলিং হারিয়েও খুশি মনে টাকাটা শোধ করেছেন, সেটা মনে পড়ে গেল তাঁর।

'আপনারা সবাই থাকতে পারেন,' বললেন তিনি। 'আমাকে বাধা না দিলেই আর কোন আপত্তি নেই আমার,' মিসেস অলিভারের দিকে তাকালেন তিনি। 'এবং মসিয়ে পোয়ারো এই মাত্র আমাদেরকে যা বললেন, সে ব্যাপারে একটা শব্দও উচ্চারণ করা চলবে না। মি. শাইতানার গোপন কথা ছিল ওটা। তাই নাহয় লোকটার সঙ্গেই কবরে যাক। ঠিক আছে?'

'অবশ্যই,' বললেন মিসেস অলিভার।

দরজার কাছে গিয়ে, হলে দাঁড়িয়ে থাকা কনস্টেবলকে

ডাকলেন ব্যাটল।

'ছোট্ট কামরাটায় যাও। অ্যাণ্ডারসন ওখানে চারজন অতিথিকে নিয়ে অপেক্ষা করছে। ডা. রবার্টসকে এখানে আসার জন্য অনুরোধ করবে।'

'লোকটাকে সবার শেষে ডেকে পাঠাতাম আমি,' বললেন মিসেস অলিভার। 'মানে যদি এই গল্প নিয়ে কোন বই লিখতাম, তা হলে আরকী।'

'বাস্তব জীবন অনেক ভিন্ন,' জানালেন ব্যাটল।

'আমি জানি,' বললেন মিসেস অলিভার। 'ছিরিছাঁদ নেই কোন!'

ধীর পায়ে প্রবেশ করলেন ডা. রবার্টস, চঞ্চলভাবটা আর নেই।

'আহ্, ব্যাটল!' বললেন তিনি। 'কী বাজে একটা ব্যাপার হয়ে গেল! কিছু মনে করবেন না, মিসেস অলিভার, নিজেকে সামলাতে পারছি না। মাত্র কয়েক গজ দূরে তিন তিনজন মানুষ থাকা সত্ত্বেও, এভাবে ছুরি মেরে খুন করা!' মাথা নাড়লেন তিনি। 'উফ্! আমি খুনি হলে কোনদিন এভাবে কাজ সারতাম না!' মুখের কোনা হাসিতে বেঁকে গেল তাঁর। 'ভাল কথা, নিজেকে আমি কীভাবে নির্দোষ প্রমাণ করতে পারি?'

'মোটিভ থেকে শুরু করতে পারেন, ডা. রবার্টস।'

বুঝতে পেরেছেন, এমন ভঙ্গিমায় মাথা নাড়লেন ভদ্রলোক।

'সেদিক থেকে আমি নিরাপদ। লোকটাকে খুন করার কোন মোটিভ নেই আমার। আমি তো বেচারাকে ভালমত চিনতামও না! সঙ্গী হিসেবে অবশ্য মন্দ ছিলেন না। প্রাচ্যের কিছুটা প্রভাব ছিল আচার-আচরণে। আমি জানি, লোকটার সঙ্গে আমার সম্পর্ক আপনারা দক্ষতার সঙ্গে পর্যালোচনা করে দেখবেন। বোকা নই আমি। কিন্তু কিছুই পাবেন না।

শাইতানাকে খুন করার কোন কারণ আমার নেই, ও-কাজটা আমি করিওনি!'

সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটল কাঠের পুতুলের মত মাথা দোলালেন।

'ঠিক বলেছেন, ডা. রবার্টস। তবে বোঝেনই তো–অনুসন্ধান করতেই হবে। আপনি যথেষ্ট বুদ্ধিমান মানুষ। অন্য তিনজনের ব্যাপারে আপনি কিছু জানাতে পারেন?'

'খুব বেশি কিছু জানি না। ডেসপার্ড এবং মিস মেরেডিথের সঙ্গে তো আজই প্রথম দেখা হলো। অবশ্য ডেসপার্ডের ব্যাপারে আগে থেকেই জানতাম–তাঁর লেখা ভ্রমণ-কাহিনী পড়েছি। ভালই ছিল।'

'তাঁর সঙ্গে মি. শাইতানার পরিচয় আছে, সেটা জানতেন?'

'নাহ্। শাইতানার মুখে লোকটার কথা কখনও শুনিনি। যা বললাম, কেবল নামই জানতাম তাঁর। কিন্তু কখনও দেখা হয়নি। মিস মেরেডিথের সঙ্গেও এই প্রথম দেখা, আর মিসেস লরিমারের সঙ্গে হালকা-পাতলা পরিচয় আছে।'

'তাঁর ব্যাপারে কিছু জানাতে পারেন?'

শ্রাগ করলেন রবার্টস।

'ভদ্রমহিলার স্বামী নেই। টাকা-পয়সা আছে মোটামুটি। বুদ্ধিমতী, বড় হয়েছেন সম্ভ্রান্ত পরিবারে। ব্রিজ খেলোয়াড় হিসেবে অসাধারণ। তাঁর সঙ্গে দেখাও হয়েছে ওই ব্রিজ খেলতে গিয়েই!'

'তাঁর কথাও কি আগে কখনও শাইতানা বলেননি?'

'না।'

'হুম, তা হলে তো আমাদের খুব একটা লাভ হলো না। আচ্ছা, ডা. রবার্টস, একটু কষ্ট করে মনে করার চেষ্টা করুন। ডিনার টেবিল ছেড়ে মোট কয়বার উঠেছেন? অন্যদের ওঠা-বসার ব্যাপারে যা মনে আসে, সেটাও বলুন।'

কয়েক মুহূর্ত ভাবলেন ডা. রবার্টস।

'মনে করতে বেগ পেতে হচ্ছে,' সরাসরি বললেন তিনি। 'নিজের কথা মোটামুটি বলতে পারি। তিনবার উঠেছি, তিনবারই ডামি ছিলাম। একবার গিয়ে আগুনে কাঠ দিলাম, আরেকবার দুই ভদ্রমহিলার জন্য মদ এনে দিয়েছিলাম! শেষবার নিজের জন্য ঢেলেছিলাম উইস্কি ও সোডা।'

'সময়ের কথা খেয়াল আছে?'

'একদম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বলতে পারব না। সাড়ে-নয়টার দিকে শুরু করলাম খেলা। একঘণ্টা পর উঠেছিলাম আগুনে কাঠ দিতে। তার কিছুক্ষণ পরেই ভদ্রমহিলাদের জন্য মদ ঢালতে গেলাম। পরের দানে... না, এর পরের দানে সম্ভবত। সাড়ে এগারোটার দিকে উঠেছিলাম নিজের জন্য উইস্কি ঢালতে—তবে সময়টা কিন্তু আন্দাজে বলছি। একদম নিশ্চিত করে বলতে পারব না।'

'মি. শাইতানার চেয়ারের পাশের টেবিলেই তো ছিল মদ?'

'হ্যাঁ। তাই বলতে পারেন, তিনবার তাঁর কাছ দিয়েই গিয়েছিলাম আমি।'

'প্রত্যেকবারই কি ভেবেছিলেন যে ভদ্রলোক ঘুমাচ্ছেন?'

'প্রথমবার সেটাই ভেবেছিলাম। দ্বিতীয়বার তো তাঁর দিকে তাকাইনি পর্যন্ত। তৃতীয়বার ভেবেছিলাম—ব্যাটা এভাবে ঘুমাচ্ছে কেন? তবে খুব একটা মনোযোগ দিইনি তাঁর দিকে।'

'বেশ, বেশ। এবার বলুন, অন্য তিনজন কখন টেবিল ছেড়ে উঠেছিলেন?'

ভ্রু কুঁচকে গেল ডা. রবার্টসের।

'কঠিন—বলা কঠিন। যতদূর মনে পড়ে, ডেসপার্ড একটা বাড়তি অ্যাশট্রে নিয়ে এসেছিলেন। তারপর একবার মদ ঢালার জন্য উঠেছিলেন, আমার আগেই। যতদূর মনে পড়ে,

আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন–লাগবে কি না। না করে দিয়েছিলাম।'

'আর অন্যরা?'

'মিসেস লরিমার একবার গিয়েছিলেন ফায়ারপ্লেসের কাছে। খানিকক্ষণ কয়লা নেড়েছিলেন। যতদূর মনে পড়ে, মি. শাইতানার সঙ্গে কথাও বলেছিলেন একবার, তবে আমি ঠিক নিশ্চিত নই। সেই সময় খানিকটা উত্তেজিত ছিলাম তাস নিয়ে।'

'আর মিস মেরেডিথ?'

'তাঁর একবার টেবিল ছাড়ার কথা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি। আমার ঘাড়ের কাছে দাঁড়িয়ে, হাতের তাসগুলো দেখছিলেন। সেবার আমি ওঁর পার্টনার ছিলাম। তারপর অন্যদের তাস দেখে, ঘরের ভেতর পায়চারী করতে লাগলেন। কী করছিলেন, তা ঠিক বলতে পারব না। আমার সেদিকে খেয়াল ছিল না।'

সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটল চিন্তামগ্ন স্বরে বললেন, 'আচ্ছা, কারও চেয়ার কি সরাসরি ফায়ারপ্লেসের দিকে মুখ করা ছিল?'

'নাহ্, সরাসরি ছিল না। একটা বড় ক্যাবিনেটও ছিল মাঝখানে। চাইনিজ জিনিস, বেশ দেখতে। সবার অলক্ষে বেচারা শাইতানাকে ছুরি মারা খুব একটা অসম্ভব কিছু না। হাজার হলেও, ব্রিজ খেলার সময় সাধারণত সবাই ওতেই ডুবে থাকে; চারপাশের হুঁশ থাকে না। একমাত্র ডামি যে হয়, সে-ই যা একটু অন্যদিকে মন দিতে পারে। বোঝাই যাচ্ছে, এই খুনের ঘটনাতেও–'

'খুনের সময় ডামি ছিল খুনি!' কথা শেষ করে দিলেন ব্যাটল।

'তবুও, স্নায়ুর জোর আছে বটে খুনির। কেউ একজন ঠিক খুনের সময়টায় নজর ফেরালেই... কেল্লা ফতে!'

'ঠিক,' একমত হলেন ব্যাটল। 'অনেক বড় ঝুঁকি। মোটিভের ব্যাপারে তাই বলা যায়–খুব জোরালো সেটা। ইস্, ওটা যদি জানতে পারতাম।' বিনা দ্বিধায় বললেন তিনি।

'আশা করি, অচিরেই জানতে পারবেন,' বললেন রবার্টস।

'কাগজপত্র ঘাঁটলেই পাওয়ার কথা। সূত্র-টুত্র থাকবে নিশ্চয়ই।'

'আমাদের তো তা-ই আশা,' বলে অন্যদের দিকে একনজর তাকালেন ব্যাটল। 'একটা প্রশ্ন করি। সরাসরি উত্তর দেবেন।'

'অবশ্যই।'

'তিনজনের মধ্যে আপনার কাকে সন্দেহ হয়?'

'সরাসরিই বলছি। আমার সন্দেহ ডেসপার্ডের ওপর। লোকটার স্নায়ু একেবারে ইস্পাত-কঠিন। বিপজ্জনক জীবনে অভ্যস্ত, যেখানে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হয়। তাই ঝুঁকি নিতে দ্বিতীয়বার চিন্তা করবেন না তিনি। মনে হয় না ভদ্রমহিলাদের কেউ এসবে জড়িত। ছোরা দেহের ভেতরে সেঁধিয়ে দেয়ার জন্য শারীরিক শক্তিও তো চাই।'

'তা ঠিক, তবে সেটার খুব বেশি দরকার হয় না। দেখুন,' বলেই জাদুকরের মত একটা লম্বা, পাতলা ধাতব যন্ত্র বের করে আনলেন ব্যাটল। হাতলের জায়গায় একটা গোলাকার রত্ন বসানো।

সামনে ঝুঁকে অস্ত্রটা হাতে নিলেন ডা. রবার্টস। পরখ করে দেখলেন পেশাদারিত্বের সঙ্গে, তীক্ষ্ণ ডগায় আঙুল ঠেকিয়েই শিস বাজালেন!

'অসাধারণ জিনিস! মনে হয় যেন খুন করার জন্যই বানানো হয়েছে এটাকে। মাখনের মত কেটে ফেলবে সবকিছু। খুনি নিশ্চয়ই জিনিসটা সঙ্গে করে এনেছে?'

'না। ওটা মি. শাইতানার। আরও অনেক কিছুর সঙ্গে

দরজার কাছের টেবিলটার ওপরেই ছিল।'

'তা হলে তো খুনির সুবিধাই হয়েছে। কপাল বটে লোকটার।'

'তা বলতে পারেন।'

'তবে শাইতানার মন্দ কপাল, বেচারা...'

'এমনও তো হতে পারে,' গম্ভীর কণ্ঠে বললেন ব্যাটল। 'অস্ত্রটা দেখেই খুনের কথা মাথায় এসেছিল আততায়ীর?'

'বলতে চাইছেন, খুনটা আগে থেকে পরিকল্পিত কিছু নয়? এখানে আসার পর ঠিক করেছে যে শাইতানাকে হত্যা করবে? এ কথা কেন মনে হলো?' ব্যাটলের দিকে প্রশ্ন নিয়ে তাকালেন ডাক্তার।

'এমনি, আচমকা মাথায় আসা একটা সম্ভাবনা বলতে পারেন।'

'হুম, হতেও পারে,' ধীর কণ্ঠে বললেন ডা. রবার্টস।

গলা খাঁকার দিলেন সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটল।

'আপনাকে আর দেরি করাব না, ডাক্তার সাহেব। সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ। দয়া করে আপনার ঠিকানাটা দিয়ে যাবেন।'

'অবশ্যই। ২০০ গ্লস্টার টেরেস, ডব্লিউ ২। ফোন নম্বর–বেসওয়াটার ২৩৮৯৬।'

'অনেক অনেক ধন্যবাদ। খুব দ্রুতই হয়তো আমার ফোন পাবেন।'

'যে-কোন সময় করতে পারেন। আশা করি, খবরের কাগজে এসব খোলাসা করে ছাপা হবে না। রোগীদের অস্বস্তিতে ফেলতে চাই না।'

পোয়ারোর দিকে তাকালেন সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটল।

'মসিয়ে পোয়ারো, আপনি যদি কিছু জানতে চান, তা হলে মনে হয় না ডাক্তার সাহেব জবাব দিতে আপত্তি করবেন।'

'আরেহ্ না, না। আপত্তির প্রশ্নই ওঠে না। আমি মসিয়ে পোয়ারোর দারুণ ভক্ত। ছোট্ট ধূসর কোষ, পদ্ধতি এবং শৃঙ্খলা... আমি সব জানি। আমার মনে হচ্ছে, আপনার প্রশ্নটা খুব চিত্তাকর্ষক হবে!'

খাঁটি বিদেশীদের মত হাত দু'পাশে ছড়িয়ে দিলেন পোয়ারো।

'না, না। তেমন কোন প্রশ্ন নেই আমার। পুরো ব্যাপারটা সাজিয়ে নিতে চাইছি কেবল। আচ্ছা আপনারা কতগুলো রাবার খেলেছিলেন?'

'তিনটা,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন রবার্টস। 'একটা গেম শেষ করে চতুর্থ রাবার খেলছি... এমন সময় আপনারা এলেন।'

'কার সঙ্গে কে দল বেঁধেছিল?'

'প্রথম রাবারে ডেসপার্ড আর আমি ছিলাম একদলে, প্রতিপক্ষে মেয়েরা। বিশ্বাস করবেন কি না জানি না–আমাদেরকে হারিয়ে দিয়েছিল ওরা!

'পরের রাবারে আমি আর মিস মেরেডিথ, ওদিকে ছিলেন ডেসপার্ড ও মিসেস লরিমার। তৃতীয় রাবারে আমি ও মিসেস লরিমার, প্রতিপক্ষ মিস মেরেডিথ আর ডেসপার্ড। আমরা তাস কেটেই দল নির্বাচন করেছিলাম, কিন্তু কাকতালীয়ভাবেই এমনটা হয়ে গেল। চতুর্থ রাবারে আবার আমি এবং মিস মেরেডিথ।'

'হার-জিত?'

'সবগুলো রাবারই জিতেছেন মিসেস লরিমার। মিস মেরেডিথ প্রথমটা জিতেছেন, কিন্তু হেরেছেন পরের দুটোতেই। আমি কিছু জিতছিলাম, মিস মেরেডিথ এবং ডেসপার্ড হারছিলেন।'

মুচকি হেসে প্রশ্ন করলেন পোয়ারো, 'সুপারিন্টেনডেন্ট সাহেব জানতে চেয়েছিলেন, কাকে আপনার খুনি বলে মনে

হয়? আমি জানতে চাই, কে কতটুকু দক্ষ ব্রিজ খেলোয়াড়?'

'মিসেস লরিমার–এক কথায়, অসাধারণ।' উত্তর দিতে দেরি হলো না ডা. রবার্টসের। 'চাইলে ব্রিজ খেলেই যথেষ্ট কামাতে পারবেন; হয়তো কামানও! ডেসপার্ডও ভাল খেলেন–তবে মাথা ঠাণ্ডা রেখে। আর মিস মেরেডিথ হলেন সাবধানী খেলোয়াড়। ভুল করেন না, আবার অসাধারণ দক্ষও নন।'

'আর আপনি, ডাক্তার সাহেব?'

চোখের তারায় চমক খেলে গেল রবার্টসের। 'আমি একটু বেশিই ডাকি, তবে সচরাচর তাতে আমার লাভই হয়।'

হাসলেন পোয়ারো।

উঠে দাঁড়ালেন ডা. রবার্টস। 'আর কোন প্রশ্ন?'

মাথা নেড়ে মানা করলেন পোয়ারো।

'শুভরাত্রি তা হলে। শুভরাত্রি, মিসেস অলিভার। এই গল্প থেকে একটা উপন্যাস লিখে ফেলতে পারেন কিন্তু! বিষের চাইতে ভাল উপকরণ পেয়েছেন হাতে, তাই না?'

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন ডা. রবার্টস, চলাফেরায় সেই আগের চাঞ্চল্য ফিরে এসেছে।

দরজা বন্ধ হওয়া মাত্র তিক্ত স্বরে বললেন মিসেস অলিভার, 'এই ঘটনা নিয়ে উপন্যাস লিখব! মানুষের নির্বুদ্ধিতার সীমা নেই। চাইলেই বাস্তবের চাইতে হাজার গুণ আকর্ষণীয় একটা খুন বানাতে পারি। প্লটের আবার অভাব হয় নাকি আমার? যারা আমার বই পড়ে, তারা কেবল আলামত থাকে না, এমন বিষের প্রয়োগ-গাথাই পড়তে চায়!'

পাঁচ

সম্ভাব্য দ্বিতীয় খুনি?

খাঁটি ইংরেজ ভদ্রমহিলার মতই ঘরে প্রবেশ করলেন মিসেস লরিমার। পাণ্ডুর বর্ণ ধারণ করেছে তাঁর চেহারা, তবে নিয়ন্ত্রণ হারাননি নিজের ওপর।

'আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত,' শুরু করলেন সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটল।

'না, না। এ তো আপনার দায়িত্ব!' বললেন মিসেস লরিমার। 'মানছি, এমন পরিস্থিতিতে পড়তে চাইবে না কেউই। কিন্তু পিছপা হবারও তো উপায় নেই। আমি বুঝতে পারছি, ওই ঘরে সন্ধ্যা কাটানো আমাদের চারজনের মধ্যেই রয়েছে খুনি। আমি অপরাধী নই–বললাম বটে, তবে জানি, আমার এই কথা বিশ্বাস করার কোন কারণ নেই আপনার।'

কর্নেল রেসের এগিয়ে দেয়া চেয়ারে বসলেন তিনি, সুপারিন্টেনডেন্টের ঠিক মুখোমুখি। ভদ্রমহিলার বুদ্ধিদীপ্ত ধূসর চোখে চোখ পড়ল ব্যাটলের।

চুপচাপ অপেক্ষা করতে লাগলেন মিসেস লরিমার।

'আপনি মি. শাইতানাকে কতটা ভালভাবে চেনেন?' শুরু করলেন সুপারিন্টেনডেন্ট।

'খুব একটা না। কয়েক বছর ধরে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, তবে খুব বেশি ঘনিষ্ঠতা নেই।'

'প্রথম দেখা হয়েছিল কোথায় আপনাদের?'

'মিশরের একটা হোটেলে। নাম ছিল সম্ভবত–দ্য উইন্টার প্যালেস।'

'ভদ্রলোকের ব্যাপারে আপনার মনোভাব কী?'

শ্রাগ করলেন কেবল মিসেস লরিমার।

'আমার মনে হতো... বলেই ফেলি–তিনি একজন ভণ্ড!'

'মাফ করবেন, কিন্তু প্রশ্নটা করতেই হচ্ছে। তাঁর ক্ষতি করার কোন কারণ আছে আপনার?'

মিসেস লরিমার প্রশ্নটা শুনে মজা পেয়েছেন বলে মনে হলো।

'আচ্ছা, সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটল, অমন কোন কারণ থাকলে কি আমি আপনার কাছে সেটা স্বীকার করব?'

'করতেও পারেন। বুদ্ধিমান মানুষ মাত্রই জানে–সত্যকে কখনও চেপে রাখা যায় না।'

ভাবতে লাগলেন ভদ্রমহিলা। 'না, সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটল। শাইতানার ক্ষতি করার কোন কারণ নেই আমার। তিনি বাঁচলেন না মরলেন–তাতে আমার কিছুই যায়-আসে না। তাঁকে আমার অতি-নাটুকে বলে মনে হতো। মাঝেমধ্যে বিরক্তও হতাম। তাঁর প্রতি এই-ই আমার মনোভাব।'

'তা হলে মিসেস লরিমার, এবার তা হলে আপনার আজ রাতের সঙ্গীদের ব্যাপারে কিছু বলুন।'

'তেমন কিছুই তো জানি না। মেজর ডেসপার্ড এবং মিস মেরেডিথের সঙ্গে আজই প্রথম দেখা। দু'জনকেই ভাল লেগেছে। ডা. রবার্টসের ব্যাপারে অবশ্য আগে থেকেই জানি। খুবই জনপ্রিয় চিকিৎসক।'

'তিনি আপনার চিকিৎসা করেন না?'

'না তো!'

'আচ্ছা, মিসেস লরিমার, আজ রাতে আপনি মোট কয়বার চেয়ার ছেড়ে উঠেছেন? আর অন্যরাই বা কয়বার উঠেছেন?'

ভাববার জন্য মোটেও সময় নিলেন না মিসেস লরিমার। 'এমন একটা প্রশ্ন আশা করছিলাম আমি। তাই বসে বসে ভাবছিলাম সেটা নিয়ে। একবার ডামি ছিলাম যখন, তখন টেবিল ছেড়েছি। আগুনের কাছে গিয়েছিলাম, মি. শাইতানা তখন জীবিত ছিলেন। আগুনে কাঠ ফেলতে ভাল লাগে আমার–সেটা জানিয়েছিলাম তাঁকে।'

'উত্তর দিয়েছিলেন তিনি?'

'বলেছিলেন যে, রেডিয়েটর তাঁর একদম অপছন্দ।'

'আপনাদের এই আলাপচারিতা, আর কেউ শুনেছে?'

'মনে হয় না। খেলোয়াড়দের যেন অসুবিধা না হয়, তাই নিচু স্বরেই কথা বলছিলাম আমরা,' শুষ্ক কণ্ঠে যোগ করলেন তিনি। 'বুঝতে পারছি, মি. শাইতানা যে আমার সঙ্গে কথা বলেছিলেন, তা প্রমাণ করার কোন উপায় নেই আমার হাতে।'

প্রতিবাদ করলেন না সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটল। নিজের মত করে প্রশ্ন করে চললেন। 'তখন ঘড়িতে কয়টা বাজে?'

'খেলা শুরু হওয়ার একঘণ্টার একটু বেশিই হবে তখন।'

'অন্যদের ব্যাপারে কিছু?'

'ডা. রবার্টস আমাকে পানীয় এনে দিয়েছিলেন। নিজেও নিয়েছিলেন একটা–তবে সেটা পরের কথা। মেজর ডেসপার্ড যখন পানীয় আনতে ওঠেন, তখন সোয়া এগারোটার মত বাজে।'

'এই একবারই উঠেছিলেন তিনি?'

'নাহ্–দুইবার হবে। পুরুষরা বারবার ওঠা-বসা করছিল। তবে ঘরের ভেতরে কী করছিল–তা আমি খেয়াল করিনি। মিস মেরেডিথ উঠেছিল মাত্র একবার। পার্টনারের হাতের তাস দেখতে গিয়েছিল সে।'

'তা হোক, টেবিলের ধারে-কাছেই তো ছিলেন তিনি?'

'বলতে পারছি না। দূরেও যেতে পারে।'

নড করলেন সুপারিন্টেনডেন্ট। 'সব তথ্যই ছাড়া-ছাড়া।'

'আমি দুঃখিত।'

আরেকবার জাদুকরের ভঙ্গিমায় ছোরাটা বের করে আনলেন সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটল।

'এটা দেখুন তো, মিসেস লরিমার।'

বিনা প্রতিক্রিয়ায় অস্ত্রটাকে হাতে নিলেন ভদ্রমহিলা।

'আগে দেখেছেন কখনও?'

'নাহ্।'

'বসার ঘরের টেবিলের ওপর ছিল জিনিসটা।'

'আমার নজরে পড়েনি।'

'বুঝতেই পারছেন, মিসেস লরিমার, এই অস্ত্রটা নারীর হাতে ছিল না পুরুষের–তাতে কিছু যায়-আসে না। যে কেউ ওটা ব্যবহার করে খুন করতে পারে।'

'তা পারছি।' সামনের দিকে এগিয়ে এসে, ছোট্ট জিনিসটা ফিরিয়ে দিলেন তিনি।

'খুনি নারী হলেও, খুব মরিয়া ছিল,' বললেন ব্যাটল। 'বেশ বড় ঝুঁকি নিয়েছে!' একটু বিরতি দিলেন তিনি, কিন্তু মিসেস লরিমার আর কিছু বললেন না।

'অন্য তিনজনের সঙ্গে মি. শাইতানার কোন সম্পর্ক ছিল কি না, জানেন?'

মাথা নাড়লেন মিসেস লরিমার। 'নাহ্।'

'আপনার মতামত জানতে চাই–কে হতে পারে সম্ভাব্য খুনি?'

শক্ত হয়ে গেলেন মিসেস লরিমার। 'ওরকম কোন আন্দাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। প্রশ্নটাকে আমি অভব্যতা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছি না!'

সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটলকে দেখে মনে হলো, যেন কোন বাচ্চা ছেলে দুষ্টুমি করতে গিয়ে দাদীর হাতে ধরা পড়েছে!

'আপনার ঠিকানাটা?' নিজের নোটবুকটা টেনে নিলেন

তিনি।

'১১১ চেইনি লেন, চেলসি।'

'ফোন নম্বর?'

'চেলসি ৪৫৬৩২,' বলেই উঠে দাঁড়ালেন মিসেস লরিমার।

'মসিয়ে পোয়ারো,' তাড়াতাড়ি বললেন ব্যাটল। 'আপনি কোন প্রশ্ন করবেন?'

থমকে দাঁড়ালেন মিসেস লরিমার, ঘাড় বাঁকিয়ে তাকালেন পোয়ারোর দিকে।

'মিসেস লরিমার, আপনার সঙ্গীদের ব্রিজ খেলার দক্ষতা কেমন, সেটা জানতে চাওয়া কি অভব্য প্রশ্ন হবে?'

শীতল কণ্ঠে জবাব দিলেন মিসেস লরিমার। 'এই প্রশ্নের জবাব দিতে আমার কোন আপত্তি নেই। যদিও এর উপযোগিতা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'উপযোগিতার বিচারক নাহয় আমিই হই। আপনি শুধু প্রশ্নটার জবাব দিন, মাদাম।'

বাচ্চা কোন ছেলের চাহিদা পূরণ করার সময় বড়রা যে সুর ব্যবহার করে, অনেকটা তেমনি সুরে জবাব দিলেন মিসেস লরিমার।

'মেজর ডেসপার্ড ভাল খেলোয়াড়। ডা. রবার্টস বাড়িয়ে ডাকেন, কিন্তু খেলেন অসাধারণ দক্ষতায়। মিস মেরেডিথও ভাল খেলে, তবে একটু বেশিই সাবধানী। আর কোন প্রশ্ন?'

এবার জাদুকর সাজার পালা পোয়ারোর–চারটা স্কোর লেখার কাগজ বের করে আনলেন তিনি।

'এই স্কোরগুলোর একটা তো আপনার লেখা, তাই না, মাদাম?'

সবগুলো দেখলেন ভদ্রমহিলা। 'হ্যাঁ, একটায় আমার হাতের লেখা পরিষ্কার। তৃতীয় রাবারের সময় আমি লিখেছি।'

'আর এটা?'

'সম্ভবত মেজর ডেসপার্ডের। কাটাকাটি করেন খুব, ডাক শুনেই বোঝা যায়।'

'এটা?'

'এই লেখা মেরেডিথের, প্রথম রাবারের স্কোর।'

'তা হলে যেটা শেষ হয়নি, সেটা ডা. রবার্টসের?'

'হ্যাঁ।'

'ধন্যবাদ, মাদাম। আর কোন প্রশ্ন নেই।'

মিসেস অলিভারের দিকে ফিরলেন বয়স্কা মহিলা। 'শুভরাত্রি, মিসেস অলিভার... কর্নেল রেস।'

তারপর সবার সঙ্গে হাত মিলিয়ে, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

ছয়

সম্ভাব্য তৃতীয় খুনি?

'তেমন কোন তথ্যই তো পেলাম না,' মন্তব্য করলেন ব্যাটল। 'উল্টো বকা খেতে হলো। ভদ্রমহিলা ধ্যান-ধারণায় পুরনো দিনের মানুষ। অন্যদের প্রতি সহানুভূতি থাকলেও, প্রচণ্ড অহঙ্কারী। আমার মনে হয় না তিনি খুনি, তবে নিশ্চিত করে কে বলতে পারে! দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আছে তাঁর মধ্যে। কিন্তু, মসিয়ে পোয়ারো, ব্রিজের স্কোর নিয়ে এত মাথা ঘামাবার কারণ?'

টেবিলের ওপরে কাগজগুলো ছড়িয়ে দিলেন পোয়ারো।

'এগুলো কিন্তু অনেক কথাই বলছে, তাই না? এই কেসে

আমরা কী চাই, বলুন? চাই খুনির ব্যাপারে যে-কোন তথ্য। আর কাগজগুলো আমাদেরকে তাই দেবে; সেটাও কেবল একজনের ব্যাপারে নয়, চারজনের ব্যাপারেই!

'প্রথম রাবারটাই দেখুন–শান্ত একটা হাত। তাড়াতাড়িই শেষ হয়ে গিয়েছে। ছোট-ছোট যোগ-বিয়োগ, খুব সাবধানতা এবং দক্ষতার সঙ্গে করা হয়েছে। এটা মিস মেরেডিথের লেখা। তিনি আর মিসেস লরিমার ছিলেন এক দলে। কার্ড পেয়েছিলেন, জিতেছেন খুব সহজে।

'পরের দান দেখুন, কাগজে চোখ বুলিয়েই বোঝার কোন উপায় নেই। কাটাছেঁড়া আছে। তবে মেজরের মানসিকতার ব্যাপারে কিছুটা হলেও ধারণা পাওয়া যাচ্ছে। পরিস্থিতির ওপর সবসময় নজর রাখতে ভালবাসেন, গোটা গোটা অক্ষরগুলোও কিছু একটা বলতে চাইছে!'

'এটা মিসেস লরিমারের; তিনি এবং ডা. রবার্টস মিলে খেলেছেন অন্য দু'জনের বিরুদ্ধে। এই দানে লড়াই হয়েছে বেশ–দুই পাশের কলামেই অনেকগুলো করে স্কোর লেখা। ডাক্তার সাহেব বরাবরের মত বেশি ডেকেছেন। তাই তাঁদের পরাজয় হয়। আরেকটা ব্যাপার, দু'জনেই প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড়; তাই কোন বারেই খুব বেশি হারতে হয়নি। হাতের লেখা দেখুন–অভিজাত, দৃঢ়।

'শেষ দানের স্কোর অসমাপ্ত। প্রত্যেকের নিজ হাতে লেখা একটা করে কাগজ এনেছি। দেখতেই পাচ্ছেন, সংখ্যাগুলো বেশ... উচ্চাকাঙ্ক্ষী। তবে আগের দানগুলোর মত অতটা বেশি নয়। সম্ভবত ডাক্তার সাহেব মিস মেরেডিথের সঙ্গে খেলছিলেন বলেই; মেয়েটি ঝুঁকি নেয় না। ডাক্তারের ডাক নিঃসন্দেহে মেয়েটিকে আরও নার্ভাস করে তুলেছিল।

'আপনারা হয়তো ভাবছেন, বোকামি করেছি। এসব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার কোন দরকারই ছিল না। অথচ ব্যাপারটা

গুরুত্বপূর্ণ, এই চার খেলোয়াড়ের চরিত্র বোঝার প্রয়াস ছিল ওগুলো। ব্রিজের প্রসঙ্গ উঠতেই দেখলেন না, সবাই কেমন উত্তর দিতে শুরু করল?'

'আপনাকে বোকা ভাবার দুঃসাহস আমার কোনদিনই হবে না,' বললেন ব্যাটল। 'স্বচক্ষে আপনার কাজ দেখেছি আমি। একটা কথা বিশ্বাস করি মনে-প্রাণে... সবারই নিজস্ব কর্মপদ্ধতি থাকে। আমার অধস্তনদেরকেও তাই অবাধ স্বাধীনতা দিই। যে যার মত করে সেরা পদ্ধতিটা খুঁজে বের করে নিক। যাই হোক, সেই প্রসঙ্গে পরে কথা হবে নাহয়। এখন মেয়েটিকে ডেকে পাঠাই।'

অ্যান মেরেডিথকে রীতিমত ভঙ্গুর দেখাচ্ছে। দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়ে রইল সে; শ্বাস নিতেও যেন কষ্ট হচ্ছে।

পিতৃত্ববোধ জেগে উঠল সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটলের মধ্যে। উঠে দাঁড়িয়ে একটা চেয়ার এগিয়ে দিলেন তিনি। তবে এমনভাবে, যেন সরাসরি তাঁর সামনে বসতে না হয় ওর।

'বসুন, মেরেডিথ, বসুন। ভয় পাবার কোন কারণ নেই। জানি যে, এসব আপনার খুব ভয়ঙ্কর লাগছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, পরিস্থিতি ঠিক অতটা খারাপও নয়।'

'এরচেয়ে ভয়ঙ্কর কিছুর কথা তো ভাবতেই পারছি না!' নিচু কণ্ঠে বলল মেরেডিথ। 'আমাদের একজন... ভাবতেই...'

'ভাববার দায়িত্বটা নাহয় আমি নিজের ঘাড়েই তুলে নিলাম,' দয়ালু কণ্ঠে বললেন ব্যাটল। 'কাজের কথায় আসি, মিস মেরেডিথ। আপনার ঠিকানাটা প্রয়োজন আমাদের।'

'ওয়েনডন কটেজ, ওয়েলিংফোর্ড।'

'শহরের কোন ঠিকানা?'

'নেই। আপাতত আমার ক্লাবে আছি।'

'কোন্ ক্লাব সেটা?'

'"লেডি'স নেইভাল অ্যাণ্ড মিলিটারি"।'

'বেশ বেশ। আচ্ছা, মিস মেরেডিথ, আপনার সঙ্গে মি. শাইতানার সম্পর্ক-কেমন ছিল?'

'খুব একটা ঘনিষ্ঠ নয়; ভীতিকর একজন মানুষ মনে হতো তাঁকে আমার।'

'কেন?'

'কয়টা কারণ বলব? হাসির কথাই ধরুন, কী বীভৎস! সবসময় গায়ের ওপর ঝুঁকে কথা বলতেন। মনে হতো যেন কামড়ে ধরবেন!'

'অনেকদিনের পরিচয়?'

'এই ধরুন নয় মাসের মত হবে। সুইটযারল্যাণ্ডে দেখা হয়েছিল, শীতকালীন খেলার সময়।'

'আমি কখনওই ভাবিনি যে শাইতানা ওসবের প্রতি আগ্রহী!' অবাক শোনাল ব্যাটলের কণ্ঠ।

'স্কেটিং করতেন; বেশ দক্ষও ছিলেন।'

'তা সম্ভব। তা প্রায়ই কি আপনাদের দেখা-সাক্ষাৎ হতো?'

'প্রায়ই না হলেও, একেবারে কমও হতো না। পার্টি-টার্টি থাকলে দাওয়াত দিতেন। ওসবে অংশ নিতে খারাপ লাগত না আমার।'

'লোকটাকে পছন্দ করতেন না?'

'একেবারেই না।'

নম্র কণ্ঠে জানতে চাইলেন ব্যাটল, 'তাঁকে ভয় পাবার কোন বিশেষ কারণ ছিল কি?'

বিস্ফারিত চোখজোড়া ওপরে তুলে তাকাল মেরেডিথ। 'বিশেষ কারণ? একদম না।'

'ঠিক আছে, তা হলে আজ রাতের ব্যাপারে কথা বলা যাক। ব্রিজ খেলার সময় একবারের জন্যও চেয়ার

ছেড়েছিলেন?'

'মনে পড়ছে না... ওহ্, একবার। সবার হাতের তাস দেখছিলাম।'

'টেবিলের কাছেই ছিলেন তো?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি নিশ্চিত, মিস মেরেডিথ?'

আচমকা লাল হয়ে গেল মেয়েটির গাল। 'নাহ্, ভুল হলো। খানিকটা হাঁটাহাঁটি করেছিলাম।'

'হুম। মিস মেরেডিথ, প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দেয়ার চেষ্টা করুন, তাতে আমার সুবিধা হবে। জানি যে, আপনি নার্ভাস হয়ে আছেন; হওয়াটাই স্বাভাবিক। এমন পরিস্থিতিতে সবাই সেটাই বলে, যে রকমটা হলে সে শান্তি পেত। কিন্তু তাতে কারোরই কোন লাভ হয় না। পায়চারী করছিলেন; কিন্তু মি. শাইতানার কাছে গিয়েছিলেন কী?'

কিছুক্ষণ ভেবে জবাব দিল মেরেডিথ, 'মনে পড়ছে না... একদম মনে পড়ছে না!'

'আমাদের ধারণা, আপনি গিয়েছিলেন। যা-ই হোক, অন্য তিনজনের ব্যাপারে কিছু জানাতে পারেন?'

মাথা নাড়ল মেয়েটি।

'আমি ওঁদের কাউকেই আগে দেখিনি।'

'কী মনে হয়? মানে প্রত্যেকের ব্যাপারে আপনার মত জানতে চাইছি। ওঁদের মধ্যে কোন খুনি থাকতে পারে?'

'মনে হয় না। নাহ্, কথাটা আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না। মেজর ডেসপার্ড তো হতেই পারেন না, ডাক্তার সাহেবের প্রতিও সন্দেহ পড়ে না। কেননা একজন ডাক্তার মানুষকে মারার আরও অনেক সহজ উপায় জানেন, তাই না? কোন ওষুধ-টষুধ খাইয়ে দিলেই হলো!'

'তা হলে বাকি রইলেন কেবল মিসেস লরিমার।'

'তাঁকেও আমার সন্দেহ হয় না। খুব ভাল মহিলা তিনি।

তাঁর সঙ্গে কথা বলতেও ভাল লাগে। শুধু শুধু মানুষের ভুলও ধরে বেড়ান না তিনি।'

'কিন্তু ওঁর নামটাই সবার শেষে উচ্চারণ করলেন দেখি!'

'কেননা, কেন যেন ছুরি মেরে খুন করাটা মহিলাদের সঙ্গেই যায় না বলে মনে হয়।'

ব্যাটল আবারও তাঁর জাদু দেখালেন; কুঁচকে গেল অ্যান মেরেডিথ।

'কী... কী বীভৎস! ওটাকে কি ধরতেই হবে?'

'ধরলেই ভাল হয়।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও অস্ত্রটা ধরল মেরেডিথ, ঘৃণায় কুঁচকে আছে চেহারাটা।

'এই ছোট জিনিসটা দিয়ে... এই জিনিসটা দিয়ে...'

'আরামসে হাড়-মাংস ভেদ করে যাবে,' আগ্রহের সঙ্গে বললেন ব্যাটল। 'একটা বাচ্চা ছেলেরও খুন করতে কষ্ট হবে না।'

'আপনি বোঝাতে চাইছেন–' বিস্ফারিত চোখে মেয়েটা তাকাল সুপারিন্টেনডেন্টের দিকে। '–আমিও কাজটা করতে পারি! কিন্তু... আমি তো... কেন করব এমন কাজ?'

'সেই প্রশ্নের উত্তরটাই তো খুঁজে যাচ্ছি আমরা,' বললেন ব্যাটল। 'মোটিভটা কী? কেউ কেন খুন করতে চাইবে শাইতানাকে? লোকটা নাটুকে হতে পারেন, কিন্তু বিপজ্জনক তো নন!'

মনে হলো যেন বুক ভরে শ্বাস নিল মেয়েটা, নড়ে উঠল ওর স্তন।

'ব্ল্যাকমেইলার বা সেরকম কিছুও তো হবার কথা না,' থামলেন না ব্যাটল। 'আপনাকে দেখে মনে হয় না যে আপনি কোন অপরাধকর্মের সঙ্গে জড়িত।'

ঘরে প্রবেশ করার পর, এই প্রথমবারের মত হাসল মেয়েটি।

'আসলেই তাই। আমার গোপন করার মত কোন রহস্যই নেই।'

'তা হলে চিন্তারও কোন কারণ নেই, মিস মেরেডিথ। হয়তো ভবিষ্যতে আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে হতে পারে। তবে একেবারেই সাধারণ হবে ওগুলো।'

উঠে দাঁড়ালেন তিনি। 'এবার নাহয় যান। আমার কনস্টেবলকে বলে দিচ্ছি, আপনাকে ট্যাক্সি ডেকে দিক। দুশ্চিন্তা করবেন না। কয়েকটা অ্যাসপিরিন খেয়ে নিতে পারেন।'

পথ দেখিয়ে মেয়েটিকে বাইরে দিয়ে এলেন সুপারিন্টেনডেন্ট।

ফিরে এলে আমুদে, নিচু কণ্ঠে জানতে চাইলেন কর্নেল রেস, 'ব্যাটল, মিথ্যেটা দেখি আপনার ভালই আসে। মনে হচ্ছিল–মেয়েটার বুঝি বাবা আপনি!'

'বেচারিকে শুধু শুধু কষ্ট দিয়ে লাভ কী, কর্নেল রেস? আমি নিষ্ঠুর মানুষ নই। হয় মেরেডিথ প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে, সেক্ষেত্রে ওর ওপর আর অত্যাচার করে লাভ নেই। নয়তো মেয়েটি প্রচণ্ড দক্ষ কোন অভিনেত্রী। তা হলে রাতটা এখানে ওকে আটকে রেখেও লাভ হতো না, কিছুই জানতে পারতাম না আমরা।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মিসেস অলিভার। অনেকক্ষণ চুলে হাত বুলিয়ে যখন সোজা হয়ে তাকালেন, তখন তাঁকে মাতাল বলে মনে হলো!

'আপনাদেরকে একটা কথা বলি,' মুখ খুললেন তিনি। 'এখন মনে হচ্ছে, খুনটা এই মেয়েটিই করেছে! কপাল ভাল, এসব কোন বইয়ের কাহিনী নয়। কমবয়সী, যুবতী, সুন্দরীদের খুনি হিসাবে চায় না কেউ। সে যা-ই হোক, আমার ধারণা যে, মেরেডিথই খুনি। আপনার কি মনে হয়, মসিয়ে পোয়ারো?'

'আমার? আমি এই মাত্র একটা বিষয় আবিষ্কার করলাম।'

'ব্রিজের স্কোর দেখে?'

'হ্যাঁ। মিস মেরেডিথ কাগজ উল্টে আবার অন্যপাশে লিখেছেন!'

'তাতে কী বোঝায়?'

'এতে বোঝা যায়, হয় মেয়েটি গরীব ঘরের, আর নয়তো প্রচণ্ড মিতব্যয়ী।'

'পরনের পোশাক কিন্তু বেশ দামী!' বললেন মিসেস অলিভার।

'এবার মেজর ডেসপার্ডকে ডাকা যাক,' বললেন সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটল।

সাত

সম্ভাব্য চতুর্থ খুনি?

চঞ্চল পায়ে ঘরে প্রবেশ করলেন ডেসপার্ড। তাঁর চলার ধরন দেখে কাউকে বা কিছু একটাকে যেন মনে পড়ে গেল পোয়ারোর।

'এতক্ষণ অপেক্ষা করিয়ে রাখার জন্য দুঃখিত, মেজর ডেসপার্ড,' বললেন ব্যাটল। 'মেয়েদেরকে আগে ছেড়ে দিতে চাচ্ছিলাম।'

'ক্ষমা প্রার্থনার কোন প্রয়োজন নেই। আমি বুঝতে পেরেছি।'

চুপচাপ চেয়ারে বসে, চোখে প্রশ্ন নিয়ে সুপারিন্টেনডেন্টের দিকে তাকালেন তিনি।

'মি. শাইতানার সঙ্গে কেমন জানা-শোনা ছিল আপনার?' শুরু করলেন ব্যাটল।

'দু'বার দেখা হয়েছে কেবল।'

'শুধু দুইবার?'

'জী।'

'কখন-কখন... মনে আছে?'

'এক মাস আগে প্রথমবার; তখন আমরা একই রেস্তোরাঁয় খাবার খাচ্ছিলাম। এক সপ্তাহ পরের এক নৈশভোজে দাওয়াত দিয়েছিলেন আমাকে।'

'আজকের মতই আরেকটা ভোজ?'

'জী।'

'এই বাড়িতেই হয়েছিল পার্টিটা? এই ঘরেই? নাকি বসার ঘরে?'

'সবগুলো ঘর মিলিয়ে।'

'এটা দেখেছেন আগে?' ছোরাটা বের করে আনলেন ব্যাটল।

হালকা বেঁকে গেল মেজর ডেসপার্ডের ঠোঁট।

'নাহ্,' বললেন তিনি। 'ওটাকে ভবিষ্যতে কোন কাজে লাগাব–এমন ভেবে আগে থেকেই আলাদা করে রাখিনি।'

'আগ বাড়িয়ে কিছু বলার বা ধরে নেয়ার কোন দরকার নেই, মেজর ডেসপার্ড।'

'দুঃখিত। তবে আপনার পরবর্তী প্রশ্ন যে এটাই হবে–তা পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম।'

ক্ষণিকের নীরবতার পর, আবারও প্রশ্ন শুরু করলেন ব্যাটল।

'মি. শাইতানাকে অপছন্দ করার কোন কারণ আছে আপনার?'

'অনেকগুলোই তো আছে।'

'মানে?' বিস্মিত দেখাল ব্যাটলকে।

'অপছন্দ করার অনেক কারণ আছে, তবে খুন করার নয়,' জবাব দিলেন ডেসপার্ড। 'ওকে খুন করার চিন্তাও আমার মাথায় খেলেনি কখনও। তবে তাকে ইচ্ছেমত লাথি মারতে পারলে যে খুব আনন্দ পেতাম, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আফসোসের কথা, সেই সুযোগ আর মিলবে না।'

'কেন? লাথি মেরে আনন্দ পেতেন কেন?'

'কেননা লোকটা এমন এক কুকুর, লাথি ছাড়া যাকে পোষ মানানোর আর কোন মুগুর নেই। ওকে দেখলেই আমার পায়ের বুড়ো আঙুলে চুলকাতে শুরু করত।'

'লোকটার কোন্ জিনিসটা বেশি বিরক্ত করত আপনাকে?'

'সবসময় সুসজ্জিত থাকত–চুল বড়-বড় রাখত... আর পারফিউমের সমুদ্রে যেন ডুবে থাকত লোকটা।'

'তা হলে ওঁর আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন কেন?'

'অপছন্দের মানুষজনের নিমন্ত্রণ পায়ে ঠেলতে গেলে তো বিপদই হতো; ঠগ বাছতে গিয়ে গাঁ উজাড় করার অবস্থা হতো আরকী... কোন আমন্ত্রণই আর রক্ষা করা হতো না, সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটল।'

'আপনি সমাজকে পছন্দ করেন, কিন্তু সামাজিকতাকে অপছন্দ, তাই তো?'

'সমাজকেও আমার খুব বেশি যে পছন্দ, তা নয়। বনের অন্ধকার থেকে ফিরে এসে উজ্জ্বল হলঘরে সময় কাটানো, সুবেশী নারী-পুরুষদের সঙ্গ–এসব ভালই লাগত। তবে খুবই অল্প দিনের জন্য। এসবের মধ্যে যে মেকী ভাবটা আছে সেটা ধরতে পারা মাত্রই আর মন টিকত না। তাই আবার বনে ফিরে যেতাম।'

'কী বিপজ্জনক আপনার জীবন, মেজর ডেসপার্ড! বুনো

পরিবেশে বাস করা–'

শ্রাগ করলেন ডেসপার্ড; মুচকি হেসে বললেন, 'মি. শাইতানার জীবন তো বিপজ্জনক ছিল না। অথচ তিনি মারা গিয়েছেন, আর আমি বেঁচে আছি।'

'কে বলতে পারে,' দ্ব্যর্থবোধক কণ্ঠে বললেন ব্যাটল। 'তাঁর জীবন হয়তো আপনার ধারণার চাইতেও বিপজ্জনক ছিল।'

'কী বলতে চাইছেন?'

'মরহুম মি. শাইতানার সব বিষয়ে নাক গলাবার একটা বাজে অভ্যাস ছিল,' উত্তর দিলেন ব্যাটল।

সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা সামনের দিকে ঝুঁকে এলেন মেজর ডেসপার্ড।

'বলতে চাইছেন, মানুষের জীবনে নাক গলাতেন তিনি? এমন কিছু একটা আবিষ্কার করেছিলেন যে–কিন্তু কী সেটা?'

'আমার কথার অর্থ ছিল, হয়তো তিনি এমন একজন মানুষ যিনি–মানে–নারীসঙ্গ খুব পছন্দ করতেন।'

চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে হাসলেন মেজর ডেসপার্ড। আমুদে, আবার একই সঙ্গে নিস্পৃহ হাসি।

'আমার মনে হয় না কোন মেয়ে শাইতানার মত চিজকে গুরুত্বের সঙ্গে নেবে।'

'মেজর ডেসপার্ড, আপনার কী মনে হয়–ভদ্রলোককে খুন করেছে কে?'

'আমি জানি না। ছোট্ট মিস মেরেডিথ খুনি হতে পারে না। মিসেস লরিমারকেও তেমন মনে হয়নি। ওঁকে দেখলেই আমার এক ঈশ্বরভক্ত চাচীর কথা মনে পড়ে। বাকি রইলেন কেবল ডাক্তার সাহেব।'

'আপনাদের ওঠা-বসার ব্যাপারে কিছু মনে আছে?'

'আমি দু'বার উঠেছিলাম। একবার অ্যাশট্রে নেয়ার জন্য, সেবার কয়লা খুঁচিয়েছি খানিকক্ষণ। আরেকবার উঠেছিলাম

গ্লাস ভরার জন্য–'

'সময় মনে আছে?'

'খুব একটা না। প্রথমবার সাড়ে দশটার পর হবে। পরের বার, ধরুন এই এগারোটার দিকে। আন্দাজে বলছি কিন্তু। মিসেস লরিমার একবার আগুনের কাছে গিয়েছিলেন, শাইতানাকে কী যেন বলেছিলেন তিনি। লোকটার উত্তর শুনতে পাইনি, শোনার প্রতি মনও ছিল না। ঘরের ভেতরে কিছুক্ষণ পায়চারী করেছিলেন মিস মেরেডিথ। তবে ফায়ারপ্লেসের কাছে গিয়েছিলেন বলে মনে পড়ছে না। রবার্টস তো প্রায় সারাক্ষণই লাফাচ্ছিলেন–উঠেছেন তিন কি চারবার হবে।'

'মসিয়ে পোয়ারোর হয়ে প্রশ্নটা আমিই করে দিচ্ছি। ব্রিজ খেলোয়াড় হিসেবে সবার মূল্যায়ন করুন।'

'মিস মেরেডিথ বেশ ভাল। রবার্টসের বাড়িয়ে ডাকাটা খুবই দৃষ্টিকটু। আরও বেশি হারা উচিত ওঁর। মিসেস লরিমার অসাধারণ।'

পোয়ারোর দিকে ফিরলেন ব্যাটল।

'আপনি কোন প্রশ্ন করবেন, মসিয়ে পোয়ারো?'

মাথা নেড়ে মানা করলেন প্রখ্যাত গোয়েন্দা।

নিজের ঠিকানা জানালেন ডেসপার্ড–আলবেনী। তারপর সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঘর ছাড়লেন।

দরজা বন্ধ হওয়া মাত্র নড়ে উঠলেন পোয়ারো।

'কী হলো?' জানতে চাইলেন সুপারিন্টেনডেন্ট।

'কিছু না,' বললেন তিনি। 'কেবল মনে হলো–ভদ্রলোকের চলাফেরা বাঘের মত... অবিকল বাঘের মত।'

'হুম!' বললেন ব্যাটল। 'তা হলে বলুন এবার–' তিন সঙ্গীর দিকে একে একে তাকালেন তিনি। 'এই চারজনের মধ্যে, খুনি কে?'

আট

খুনি কে?

একে একে সবার দিকেই তাকালেন ব্যাটল। তবে জবাব পেলেন কেবল একজনের কাছ থেকে–মিসেস অলিভার। ভীষণভাবে উত্তেজিত মহিলা হড়বড় করে কথা বলতে শুরু করলেন।

'মেরেডিথ বা ডাক্তার,' বললেন তিনি।

চোখে প্রশ্ন নিয়ে অন্য দু'জনের দিকে তাকালেন ব্যাটল।

পুরুষ দু'জনকে দেখে মনে হলো, উত্তর দেয়ার কোন ইচ্ছেই নেই তাঁদের।

মাথা নাড়লেন রেস।

পোয়ারো ব্যস্ত হয়ে পড়লেন ব্রিজের স্কোর লেখা কাগজগুলো নিয়ে।

'চারজনের একজনই করেছে,' ব্যাটল বললেন। 'অবশ্যই এই চারজনের একজন খুনি। কিন্তু কোন্ জন? নাহ্, কঠিন কেস বলে মনে হচ্ছে; বেশ কঠিন।'

কয়েক মিনিট চুপ থাকার পর বললেন, 'এই চার সন্দেহভাজনের কথামত, ডাক্তার ভাবেন–ডেসপার্ড খুনি, ডেসপার্ড ভাবেন ডাক্তারই...

'মেয়েটার মতে, মিসেস লরিমার ছাড়া আর কেউ না। এদিকে মিসেস লরিমার কাউকে সন্দেহ করার কথা বলতেই রাজি নন! কিছুই তো পরিষ্কার হচ্ছে না।'

'হয়তো পরিস্থিতি অতটা খারাপও নয়,' বললেন পোয়ারো।

চট্ করে তাঁর দিকে তাকালেন ব্যাটল, 'আপনার এমন ধারণার কারণ?'

বাতাসে হাত নাড়লেন পোয়ারো। 'ধারণা নয়, স্রেফ আন্দাজ বলতে পারেন। তা-ও অসমর্থিত। বাদ দিন। গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়।'

আবার নিজের কথার খেই ধরলেন ব্যাটল। 'এদিকে আপনারা দুই ভদ্রলোক নিজেদের সন্দেহের কথা বলছেন না...'

'প্রমাণ নেই যে,' কেবল এতটুকুই বললেন রেস।

'হায় রে, পুরুষ!' পরিষ্কার বিরক্তি ঝরে পড়ল মিসেস অলিভারের কণ্ঠে।

'সম্ভাবনাগুলো একবার খতিয়ে দেখা যাক তা হলে,' বললেন ব্যাটল। এক মিনিট চুপ থেকে বক্তব্য গুছিয়ে নিলেন। 'প্রথমে ডাক্তারের কথা ভাবি। বেশ আমুদে লোক। ছুরিটা সেঁধিয়ে দেয়ার মত সুবিধাজনক জায়গায় গিয়েছিলেন–তবে এরচেয়ে বেশি আর কোন প্রমাণ নেই।

'ডেসপার্ডের কথাটা ভিন্ন; স্নায়ুর জোর আছে বটে লোকটার। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করতে সিদ্ধহস্ত। বিপদ তাঁর নিত্যসঙ্গী।

'মিসেস লরিমার? তিনিও শক্ত স্নায়ুর অধিকারী। তাঁর জীবনে কোন গোপন ঘটনা থাকলেও থাকতে পারে। বিপদ সামলেছেন বহুবার। তবে তাঁকে দেখে নীতিবাগীশ বলে মনে হয়–মেয়েদের স্কুলের হেডমিস্ট্রেস হিসাবেই বেশি মানায় তাঁকে। তিনি কারও দেহে ছুরিকাঘাত করছেন–ভাবতেই যেন কেমন কেমন লাগছে। আসলে আমার মনে হয় না যে ভদ্রমহিলা খুনি।

'বাকি রইল তা হলে মিস মেরেডিথ। মেয়েটার ব্যাপারে

আমরা কিছুই জানি না। দেখতে চলনসই, লাজুক। কিন্তু কেউই তার ব্যাপারে কিছু জানে না!'

'শাইতানার বিশ্বাস ছিল–মেয়েটি এর আগেও খুন করেছে।'

'দেবদূতের মুখোশ পরে থাকা শয়তান।' কাব্য জেগে উঠল মিসেস অলিভারের মধ্যে।

'এসব বলে কোন লাভ হচ্ছে কি, ব্যাটল?' জানতে চাইলেন কর্নেল রেস।

'বেহুদা আন্দাজ হচ্ছে, স্যর? এমন কেসে আন্দাজ করা ছাড়া উপায়ই বা কী?'

'তারচেয়ে এই লোকগুলোর ব্যাপারে অনুসন্ধান করাটা ভাল না?'

হাসলেন ব্যাটল। 'তা তো করবই। আপনাদের সাহায্যও লাগতে পারে।'

'অবশ্যই পাবেন। কী সাহায্য?'

'মেজর ডেসপার্ড বহুদিন বিদেশে ছিলেন। দক্ষিণ আমেরিকা, পূর্ব আফ্রিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা–এসব দেশে। তাই তাঁর ব্যাপারে অনুসন্ধানের জন্য আপনার সাহায্য লাগবেই লাগবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানালেন রেস। 'হয়ে যাবে কাজ।'

'ওহ্,' আচমকা চিৎকার করে উঠলেন মিসেস অলিভার। 'একটা বুদ্ধি পেয়েছি। আমরা চারজন আছি–চারজন গোয়েন্দা বলতে পারেন। ওরাও চারজন সন্দেহভাজন। একজন করে আমরা ওদের একেকজনের দায়িত্ব নিই না কেন?

'কর্নেল রেস নিক মেজর ডেসপার্ডের ভার। ডা. রবার্টসের দায়িত্ব সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটল। অ্যানের ভার আমি নিলাম, আর মিসেস লরিমার গিয়ে পড়লেন মসিয়ে পোয়ারোর কাঁধে। যাঁর যাঁকে সন্দেহ হয় আরকী!'

দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়লেন সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটল।

'তা তো করা যাবে না, মিসেস অলিভার। আনুষ্ঠানিক কাজগুলো এভাবে হয় না। আমাকে সব উপায়েই পরখ করে দেখতে হবে। আর তা ছাড়া–রেস বলেননি যে তিনি ডেসপার্ডকে সন্দেহ করেন। পোয়ারোও মিসেস লরিমারকে সন্দেহ করার ব্যাপারে কিছু বলেননি।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মিসেস অলিভার। 'বুদ্ধিটা খারাপ ছিল না।' পরক্ষণেই খুশি দেখাল তাঁকে। 'আশা করি, আমি নিজে থেকে অনুসন্ধান করলে আপনার কোন আপত্তি নেই?'

'না,' ধীরে ধীরে বললেন সুপারিন্টেনডেন্ট। 'আমার তাতে আপত্তি নেই। আসলে আপত্তি করার ক্ষমতাও নেই। আজকের এই নৈশভোজে তো আপনিও ছিলেন। তাই কৌতূহলী হয়ে খোঁজ-খবর নিতে চাইলে কে মানা করবে? তবে একটা কথা বলি–সাবধান থাকবেন।'

'কেউ কিচ্ছুটি টের পাবে না,' বললেন মিসেস অলিভার। 'একটা কথা কাউকে...' আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে গেল তাঁর কণ্ঠ।

'আমার মনে হয় না যে সুপারিন্টেনডেন্ট তা বোঝাতে চেয়েছেন,' এরকুল পোয়ারো বললেন। 'তিনি বোঝাতে চাচ্ছিলেন–আপনি এমন একজনের পেছনে লাগছেন, যে অন্তত দুটো খুন করেছে। তাই দরকার পড়লে তৃতীয়বার করতে তার হাত কাঁপবে না।'

চিন্তিত চোখে তাঁর দিকে তাকালেন মিসেস অলিভার। তারপর হাসলেন একটু–আকর্ষণীয় হাসি, মনে হলো দুষ্টুমি করতে গিয়ে যেন ধরা পড়েছে কোন শিশু।

'"তোমাকে সাবধান করে দেয়া হলো",' যেন বইয়ের কোন বাক্য উচ্চারণ করলেন। 'ধন্যবাদ, মসিয়ে পোয়ারো। আমি সাবধানেই থাকব, তবে ব্যাপারটাকে ছেড়ে দিচ্ছি না।'

নাটকীয় ভঙ্গিতে বাউ করলেন পোয়ারো। 'অনুমতি দিলে বলতে চাই, মাদাম–আপনার দৃষ্টিভঙ্গি দারুণ!'

'যে তথ্যই আমরা পাই না কেন,' সটান বসে বললেন মিসেস অলিভার। তাঁর আচরণে পেশাদারী একটা ভাব চলে এসেছে। 'সবাই নিজেদের মধ্যে শেয়ার করব–ঠিক আছে? তবে নিজস্ব মত এবং অনুসন্ধান যাঁর যাঁর কাছে রাখার স্বাধীনতা থাকবে।'

সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটল দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'এটা কোন রহস্য-উপন্যাস নয়, মিসেস অলিভার।'

রেস যোগ করলেন, 'তবে সব তথ্য অবশ্যই পুলিসকে জানাতে হবে। আশা করি আপনি সব তথ্য–রক্তের দাগ থাকা গ্লাভস, গ্লাসে হাতের ছাপ, পোড়া কাগজের তথ্য–ইত্যাদি গোপনে নিজের কাছে রেখে দেবেন না? সবকিছু ব্যাটলের হাতে তুলে দেবেন?'

'হাসলে হাসুন,' বললেন মিসেস অলিভার। 'তবে মেয়েলী অনুভূতি...' সিদ্ধান্ত নেয়ার ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন তিনি।

উঠে দাঁড়ালেন রেস। 'ডেসপার্ডের খোঁজ নিয়ে জানাব আমি। তবে কিছুটা সময় লাগতে পারে। আর কিছু?'

'আর কিছু তো মনে পড়ছে না। আপনার কোন পরামর্শ?'

'হুম। একটা পরামর্শ দিতে পারি–সন্দেহভাজনদের অতীতে কোন গোলাগুলি বা বিষ প্রদানের খবর আছে কি না দেখতে পারেন। তবে সেটা নিশ্চয়ই আপনি নিজে থেকেই দেখবেন।'

'সেটার খোঁজ তো নেবই। ধন্যবাদ, স্যর।'

'খুব ভাল, ব্যাটল। আপনার কাজ আমি আর কী শেখাব! শুভরাত্রি, মিসেস অলিভার... মসিয়ে পোয়ারো।'

শেষবারের মত একবার নড করে, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন কর্নেল রেস।

'কে এই লোক?' জানতে চাইলেন মিসেস অলিভার।

'কর্নেল রেসের সেনাবাহিনীর রেকর্ড অসাধারণ,' বললেন ব্যাটল। 'অনেক ভ্রমণ করেছেন। বিশ্বের খুব কমই জায়গা আছে, যার ব্যাপারে তাঁর জানা নেই।'

'গোয়েন্দা বিভাগ মনে হয়,' বললেন মিসেস অলিভার। 'বুঝতে পারছি–আমাকে বলতে পারবেন না। নইলে আজ রাতে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হতো না। চারজন খুনি–চারজন গোয়েন্দা। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড, সিক্রেট সার্ভিস, ঔপন্যাসিক, প্রাইভেট গোয়েন্দা। বুদ্ধিটা দারুণ!'

মাথা নাড়লেন পোয়ারো।

'আপনার ভুল হচ্ছে, মাদাম। বুদ্ধিটা একদম বাজে। বাঘকে উত্তেজিত করা হয়েছিল, বাঘ নিজের শিকার করেছে।'

'বাঘ? বাঘ এল কোত্থেকে?'

'বাঘ বলতে খুনিকে বুঝিয়েছি,' বললেন পোয়ারো।

সরাসরি বললেন ব্যাটল। 'মসিয়ে পোয়ারো, কোন্ পথে যেতে বলছেন? সেই সঙ্গে আরেকটা প্রশ্নও আছে–এই চার সন্দেহভাজনের মনস্তত্ত্বের ব্যাপারে কিছু বলুন, প্লিজ! আপনি এসব ভাল জানেন।'

ব্রিজ কাগজ এখনও মসৃণ করছেন পোয়ারো। বললেন, 'ঠিক বলেছেন আপনি, মনস্তত্ত্ব খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কোন্ ধরনের খুন হয়েছে তা আমরা জানি। কীভাবে কাজটা করা হয়েছে, সেটাও। যদি এমন কোন সন্দেহভাজন পাই, যার পক্ষে এই ধরনের খুন বা এভাবে খুন করা সম্ভব নয়–তা হলে তাকে বাদ দিয়ে এগুনো যাবে।

'সবার ব্যাপারেই আমরা কিছু না কিছু জানি, নিজস্ব একটা মতামতও গড়ে উঠেছে; কীভাবে এগুতে হবে সেটাও ঠিক করে নিয়েছি। প্রত্যেকের লেখার ধরন আর খেলার পদ্ধতি থেকে অনেক কিছুই বুঝতে পারছি। কিন্তু হায়! একেবারে নিরেট কিছুই মিলল না এখনও।

'খুনটার জন্য দরকার ছিল দুঃসাহস এবং স্নায়ুর জোর–ঝুঁকি নিতে হয়েছে খুনিকে। ডা. রবার্টসের কথা ধরুন–ডাক দেন বাড়িয়ে; ঝুঁকি নিতেও দক্ষ, সেই সঙ্গে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী। খুনের সঙ্গে মনস্তত্ত্ব কিন্তু বেশ যায়।

'আরেকটা ব্যাপার–মিস মেরেডিথ কিন্তু বাদ পড়ে যান। এমন শান্ত, ভীতু এবং লাজুক মেয়ের পক্ষে কাজটা করা সম্ভব নয়। তিনি আবার সেই সঙ্গে সাবধান, হুঁশিয়ার, বিজ্ঞ... আত্মবিশ্বাস নেই একদম। এমন মানুষ এত বড় ঝুঁকি নিতে পারবে না। তবে তাই বলে একেবারে বাদও দেয়া যায় না। ভয়ের চোটে একজন শান্ত মানুষও হিংস্র হয়ে যেতে পারেন। কোণঠাসা ইঁদুরও কিন্তু ভয়ানক হয়ে দাঁড়ায়। অতীতে যদি মিস মেরেডিথ সত্যি সত্যি খুন করে থাকেন, এবং বিশ্বাস করেন যে মি. শাইতানা তাঁর জন্য হুমকি... তা হলে ভয়ে অন্ধ হয়ে নিজেকে রক্ষা করার জন্য কাজটা করতেও পারেন। ফলাফল কিন্তু একই–কেবল পদ্ধতি ভিন্ন।

'মেজর ডেসপার্ডের ব্যাপারে আসি–ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ, আশপাশের সবকিছু কাজে লাগান। দরকার মনে করলে যে-কোন কিছু করতে পারেন। লাভক্ষতি বিচার করে, তারপর কাজে নামেন। চুপচাপ বসে থাকা তাঁর ধাতে নেই! লাভের আশা থাকলে, ঝুঁকি নিতেও পিছপা হবেন না।

'বাকি রইলেন কেবল মিসেস লরিমার। বৃদ্ধা; তবে বোধ-জ্ঞান হারাননি এক বিন্দুও। ঠাণ্ডা মাথার মহিলা; বেশ হিংসেবী। সম্ভবত এই চারজনের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে বেশি বুদ্ধি ধরেন। যদি মিসেস লরিমার কোন অপরাধ করেন, তা হলে সেটা ভেবেচিন্তেই করবেন। সব দিক ভেবেই কাজে নামবেন, কোথাও কোন খুঁত রাখবেন না। এজন্যই মনে হচ্ছে, তাঁর খুনি হবার সম্ভাবনা সবচাইতে কম। যে ধরনের মানুষ, তাতে তিনি কোন খুঁত রাখবেন না কাজে।'

একটু বিরতি দিয়ে যোগ করলেন, 'বুঝতেই

পারছেন–খুব একটা বেশি তথ্য নেই আমাদের হাতে। নাহ্, এই রহস্য ভেদ করার মাত্র একটাই উপায় আছে। আমাদেরকে অতীত ঘাঁটতে হবে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ব্যাটল। 'তা যা বলেছেন।'

'মি. শাইতানার মতে–এই চারজনই অতীতে খুন করেছে। লোকটার কাছে কি কোন প্রমাণ ছিল? নাকি আন্দাজে বলেছেন? নিশ্চিত হওয়ার কোন উপায় নেই আমাদের। তবে মনে হয় না লোকটার কাছে তেমন কোন প্রমাণ ছিল। অন্তত চারজনের সবার বিরুদ্ধে ছিল না...'

'আপনার সঙ্গে আমি পুরোপুরি একমত,' মাথা নাড়লেন ব্যাটল। 'থাকলে তো ভালই হতো! তবে কাকতালের ওপর আমার কোন ভরসা নেই।'

'আমার কী মনে হয়, বলব? কেউ হয়তো খুনের ঘটনাটা জনসম্মুখে আলোচনা করেছিল। মি. শাইতানা ঠিক সেই মুহূর্তে এই চারজনের কারও চোখে-মুখে ভয় দেখতে পেয়েছিলেন। আন্দাজ করতে কোন কষ্টই হয়নি তাঁর। এরপর আমোদ পেতেই উদ্দেশ্যহীনভাবে আলোচনার মধ্যে তুলতেন প্রসঙ্গটা। তারপর খেয়াল করতেন সম্ভাব্য খুনির মুখাবয়ব, তার প্রসঙ্গ পরিবর্তনের প্রচেষ্টা। কাজটা কিন্তু খুব সহজ। সম্ভাব্য খুনি কে হতে পারে, সেটা ধারণা করাই কঠিন। তারপর নিশ্চিত হওয়ার ব্যাপারটা–বেশ সহজ। দেখতে চাইলে, ছোটখাটো ব্যাপারগুলোও খুব সহজেই নজরে পড়ে যায়।'

'আমাদের সদ্য-মৃত বন্ধুর সঙ্গে কিন্তু যায় ব্যাপারটা,' মাথা ঝাঁকালেন ব্যাটল।

'আমরা আন্দাজ করতে পারি যে, প্রায় সবগুলো কেসেই এমন ঘটেছে। কোন একটা কেসের ক্ষেত্রে প্রমাণ-ট্রমান পেলেও পেতে পারেন। তবে সেটা এমন বড় কিছু নয় যে পুলিসের কাছে যাওয়া যায়।'

'সম্ভবত এই কেসে তেমন কিছুই ছিল না,' বললেন ব্যাটল।

'ভাসা-ভাসা কিছু কথা শুনেই মি. শাইতানা সন্দেহ করে বসেছিলেন হয়তো। সে যা-ই হোক, এই চারজনের সবার অতীত খুঁড়ে দেখতে হবে। উল্লেখযোগ্য কোন মৃত্যু পেলে সেটা টুকে রাখতে হবে। আশা করি, কর্নেল রেসের মত আপনারাও মি. শাইতানার রাতে বলা কথাটা শুনেছেন নিশ্চয়ই?'

'কালো দেবদূত,' ফিসফিস করে বললেন মিসেস অলিভার।

'বিষের কথা, দুর্ঘটনার প্রসঙ্গে বলা সবকিছু, গোলাগুলির কারণে খুন হয়ে যাওয়া, ডাক্তারের সম্ভাবনা... নিজের মৃত্যুর ওয়ারেন্টে তখনই দস্তখত করেছিলেন বেচারা।'

'এরপর কিন্তু সবাই আচমকা নীরব হয়ে গিয়েছিলেন।' মনে করিয়ে দিলেন মিসেস অলিভার।

'ঠিক বলেছেন,' বললেন পোয়ারো। 'অন্তত একজনকে হতবাক করিয়ে দিয়েছিল কথাগুলো। সে নিশ্চয়ই ভেবেছিল–শাইতানা প্রয়োজনের চাইতে বেশিই জেনে বসে আছেন। কোন সন্দেহ নেই–চারপাশের দুনিয়া ছোট হয়ে আসতে শুরু করেছিল ওর। নৈশভোজের আয়োজন করা হয়েছিল আমোদ হিসেবে। পার্টি শেষে পুলিসের হাতে তুলে দেয়া হবে! ঠিক বলেছেন আপনি; নিজের মৃত্যু সনদে নিজেই সই করেছিলেন তিনি।'

এক মুহূর্তের নীরবতা।

'অনেকটা সময় লাগবে রহস্যটার সমাধানে,' অবশেষে দীর্ঘশ্বাস ফেলে নীরবতা ভাঙলেন ব্যাটল। 'মুহূর্তের মধ্যেই তো আর সবকিছু জানা হয়ে যাবে না। সাবধানে এগোতে হবে–ওই চারজনের যেন বিন্দুমাত্র সন্দেহও না হয়। এই খুনের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে হবে আমাদের সব প্রশ্ন। ওরা তা

হলে ধরতেই পারবে না যে খুনের মোটিভ আমরা জেনে ফেলেছি। সমস্যা হলো–এই খুনের সঙ্গে অতীতে হওয়া আরও চারটা খুনের ব্যাপারে অনুসন্ধান চালাতে হবে আমাদের!'

বিড়বিড় করে বললেন পোয়ারো, 'মি. শাইতানার কথা সঠিক না-ও হতে পারে। হয়তো তিনি কোন ভুল করে বসেছিলেন।'

'চারজনের ব্যাপারেই?'

'নাহ্, তেমনটা অবশ্য হওয়ার কথা না।'

'অর্ধেক তা হলে?'

'তা-ও না। আমার ধারণা কেবল একটা ক্ষেত্রেই ভুল করেছিলেন তিনি।'

'তা হলে কী দাঁড়াল? একজন নিরপরাধ এবং তিনজন খুনি? তারপরেও ব্যাপারটা এতটা সহজ নয়। সত্যটা আবিষ্কার করেও বা লাভ কী? সেই ১৯১২ সালে যদি কেউ তার দাদীমাকে সিঁড়ির উপর থেকে ফেলেও দেয়, এই ১৯৩৭ সালে সেটা আমাদের কী কাজে আসবে?'

'আসবে, কাজে আসবে। কথাটা আপনিও জানেন।' পোয়ারো তাঁকে উৎসাহ দিলেন।

ধীরে ধীরে উপরে-নিচে মাথা দোলালেন ব্যাটল।

'আপনার কথা বুঝতে পারছি,' বললেন তিনি। 'খুনের পদ্ধতি।'

'মানে বলতে চাইছেন,' প্রশ্ন করলেন মিসেস অলিভার, 'হয়তো অতীতেও ছোরা ব্যবহার করেছে খুনি?'

'ঠিক তেমন নয়, মিসেস অলিভার,' বললেন ব্যাটল। 'একদম হুবহু খুনের ঘটনা ঘটা প্রায় অসম্ভব। হয়তো কিছু কিছু ব্যাপার আলাদা হবে। তবে মৌলিকভাবে দুই অপরাধের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য থাকবে না। ব্যাপারটা অদ্ভুত, অপরাধীরা সচরাচর এভাবেই ধরা পড়ে।'

'মানুষ অভ্যাসের দাস,' মন্তব্য করলেন এরকুল পোয়ারো।

'তবে মহিলারা,' বললেন মিসেস অলিভার। 'বৈচিত্র্য আনতে পারে যে-কোন কাজে। আমি নিজেই তো পর-পর দু'বার একই ধরনের খুন করব না।'

'একই রকম দুটো উপন্যাস লেখেননি কখনও?' জানতে চাইলেন ব্যাটল।

'"দ্য লোটাস মার্ডার"।' বিড়বিড় করে বললেন পোয়ারো। '"দ্য ক্লু অভ দ্য ক্যাণ্ডেল ওয়াক্স"।'

মিসেস অলিভার ঘুরে তাকালেন, সমীহ দেখা গেল তাঁর চোখে।

'ঠিক ধরেছেন। দারুণ, মসিয়ে পোয়ারো। আসলেই ও-দুটোর প্লট একই, কিন্তু আজতক কেউ ধরতে পারেনি! একটার প্রধান কাহিনী হলো পার্টি থেকে কাগজ চুরি করা নিয়ে, আরেকটা রবার ব্যবসায়ীর বোর্নিয়োর বাংলোতে খুন নিয়ে।'

'কিন্তু দুই উপন্যাসের মোড় ঘুরিয়ে দেয়া জায়গা হুবহু এক,' বললেন পোয়ারো। 'আপনার অসাধারণ লেখার এটা একটা প্রমাণ। রাবার ব্যবসায়ী নিজের খুনের ঘটনা নিজে সাজায়, আর মন্ত্রী মহোদয় নিজেই নিজের বাড়ি থেকে কাগজ চুরি করার সব ব্যবস্থা করে। একেবারে শেষ মুহূর্তে তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপে ধোঁকাটা পরিণত হয় বাস্তবতায়।'

'আপনার শেষ উপন্যাসটা বেশ ভাল লেগেছে,' সুপারিণ্টেনডেণ্ট ব্যাটল স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমার বাইরে গিয়ে বললেন। 'যেখানে সবগুলো চীফ কনস্টেবলকে একসঙ্গে গুলি করে মারে। তবে গোটা কয়েক আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে একটু ভুল করেছেন আপনি। জানি যে, আপনি ছোটখাটো ব্যাপারগুলোতেও নিখুঁত হতে চান। তাই ভাবছিলাম–'

ভদ্রলোককে থামিয়ে দিলেন মিসেস অলিভার। 'আমার

আসলে সবকিছু নিখুঁত হওয়া নিয়ে কোন মাথাব্যথা নেই। আজকাল কে নিখুঁত, বলেন? ধরুন, কোন সাংবাদিক লিখল: বাইশ বছর বয়সী এক সুন্দরী সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে তাঁর আদরের ল্যাবরাডর, ববকে চুমু খেতে খেতে গ্যাসের চুল্লী জ্বেলে মারা গিয়েছে। কেউ কি তখন বলে যে মেয়েটা ছাব্বিশ, ঘরটা ভেতরমুখো, আর কুকুরটা বনি নামের একটা সিলহ্যাম টেরিয়ার? সাংবাদিক যদি উল্টোপাল্টা লেখে, তা হলে তো কেউ মাথা ঘামায় না; আমি পুলিসের পদবী গোলমাল করলে ক্ষতি কী? অটোমেটিকের জায়গায় নাহয় রিভলভারই লিখলাম, আর ফোনোগ্রাফের জায়গায় ডিক্টোগ্রাফ–কী যায়-আসে? গল্পে লাশ থাকলেই হলো। উপন্যাস যখনই ঝুলে যেতে শুরু করে, তখনই তাতে নিয়ে আসতে হয় লাশ আর রক্ত... ব্যস!

'চরিত্রগুলো গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা গোয়েন্দাকে জানাতে চায়, কিন্তু জানাবার আগেই খুন হয়। এভাবেও উপন্যাসে মোচড় আনা যায়। আমার প্রায় সবগুলো বইতেই কিন্তু এই ঘটনা থাকে–একভাবে নয়তো অন্যভাবে! আলামত মেলে না এমন বিষ এবং বলদ-মার্কা পুলিস অফিসার সবাই খুব পছন্দ করে। নায়িকাকে সেলারে চেয়ার বেঁধে রেখে গ্যাস বা পানিতে চুবিয়ে (মানুষ মারার এই পদ্ধতি খুব কঠিন কিন্তু) মারার চেষ্টা, একেবারে সঠিক মুহূর্তে নায়কের ভেতরে চলে আসা; ভিলেন যতজনই হোক না কেন, একা হাতে সবাইকে শায়েস্তা করা–এসবই তো চলে।

'এ পর্যন্ত কম করে হলেও বত্রিশটা বই লিখেছি, সবগুলো আসলে একই রকমভাবে লেখা–কিন্তু মসিয়ে পোয়ারো ছাড়া আর কেউ ধরতে পারেননি। আমার আফসোস মাত্র একটাই–গোয়েন্দাটাকে ফিনল্যাণ্ডের লোক বানানো। আমি আসলে ফিনদের ব্যাপারে বলতে গেলে একেবারেই অজ্ঞ। প্রায়ই ফিনল্যাণ্ড থেকে তাই অভিযোগের

চিঠি আসে। ওই দেশে যে গোয়েন্দা উপন্যাস ভাল চলে তা বুঝিনি। লম্বা রাত ওখানে, আলো নেই। তবে বুলগেরিয়া আর রোমানিয়ায় বিক্রি তেমন নেই। ওকে গোয়েন্দা না বানিয়ে ছিঁচকে চোর বানালে বেশি ভাল হতো!'

আচমকা থেমে গেলেন তিনি।

'আমি... আমি দুঃখিত। নিজের কাজের কথা বলা শুরু করে দিয়েছি।' পরক্ষণেই উজ্জ্বল হয়ে গেল তাঁর চেহারা। 'এই চারজনের কেউ যদি খুনি না হতো, তা হলে কি দারুণ হতো! সবাইকে খুঁচিয়ে আত্মহত্যা করতেন যদি শাইতানা!'

একমত হবার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন পোয়ারো। 'দারুণ সমাধান। কোন ঝুট-ঝামেলা নেই। কিন্তু আফসোস, মি. শাইতানা সেরকম মানুষ নন। জীবনকে উপভোগ করতে ভালবাসতেন।'

'আমার মনে হয় না তাঁকে ভালমানুষ বলা যায়,' প্রায় অস্ফুট স্বরে জবাব দিলেন মিসেস অলিভার।

'নাহ্, ভালমানুষ তিনি হয়তো নন,' বললেন পোয়ারো। 'কিন্তু জীবিত একজন মানুষ ছিলেন—এখন মারা গিয়েছেন। তাঁকে একবার বলেছিলাম, খুন জিনিসটা আমার একেবারেই ধাতে সয় না।'

এক মুহূর্ত পর যোগ করলেন, 'তবুও প্রয়োজনের খাতিরে বাঘের খাঁচায় পা রাখতেও আমার কোন আপত্তি নেই...'

নয়

ডা. রবার্টস

'শুভ সকাল, সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটল।'

চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেন ডা. রবার্টস। দামী সাবান এবং কার্বলিকের মিশ্রিত একটা গন্ধ আসছে হাতটা থেকে।

'সব ঠিকঠাক এগুচ্ছে তো?' জানতে চাইলেন তিনি।

সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটল উত্তর দেয়ার আগে আরামদায়ক কামরাটায় নজর বুলালেন একবার।

'আসলে, ডা. রবার্টস, তদন্ত মোটেও এগুচ্ছে না। ঠায় দাঁড়িয়ে আছে।'

'খবরের কাগজেও তেমন কিছু পেলাম না; অবশ্য তাতে স্বস্তিই পেয়েছি।'

'বিখ্যাত মি. শাইতানার মৃত্যু, নিজ গৃহে, নৈশভোজের পর–আপাতত এতটুকুই ছাপা হচ্ছে কাগজে। ময়নাতদন্তও শেষ। রিপোর্টটা আপনাকে দেখানোর জন্য সঙ্গে করে এনেছি, ভাবলাম যদি আগ্রহী হন–'

'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। দিন তো। হুম–হুম, বেশ বেশ!' দেখা শেষে তদন্তের রিপোর্ট ফিরিয়ে দিলেন তিনি।

'মি. শাইতানার উকিলের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে। তাঁর উইলের ব্যাপারেও সব জানা হয়ে গেছে। ওখানে আগ্রহ-জাগানিয়া কিছুই পাইনি। তাঁর আত্মীয়রা সিরিয়ায় থাকেন।

তাঁর ব্যক্তিগত কাগজপত্র ঘাঁটাও শেষ।'

মনে হলো যেন কঠিন চেহারাটা এবং চোখ দুটো আরেকটু যেন কঠোর... আরেকটু যেন শক্ত হয়ে উঠল!

'আর কিছু?' প্রশ্ন করলেন ডা. রবার্টস।

'নাহ্,' সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটল বললেন। দেখতে পেলেন, আগের মতই রয়েছেন ডা. রবার্টস; বাড়তি স্বস্তির কোন আভাস নেই। কিন্তু ডাক্তার সাহেবের আরাম করে চেয়ারে হেলান দেয়ার ভঙ্গিমায় স্বস্তির ছোঁয়া স্পষ্ট।

'সেজন্যই আপনি আমার কাছে এসেছেন?'

'হ্যাঁ, সেজন্যই আমি আপনার কাছে এসেছি।'

ডাক্তারের ভ্রু কপালে উঠল, চোখ ছোট-ছোট করে তাকালেন ব্যাটলের চোখে।

'আপনি কি আমার ব্যক্তিগত কাগজপত্র ঘাঁটতে চান?'

'তেমনটাই ইচ্ছা ছিল।'

'সার্চ ওয়ারেন্ট আছে?'

'জী না।'

'চাইলে অবশ্য সেটা জোগাড় করা কঠিন হবে না। থাক, ঝামেলা করব না। নিজেকে সন্দেহভাজন খুনি ভাবাটা খুব একটা সুবিধার ভাবনা না। আর দায়িত্ব পালনের জন্য তো আপনাকেও কোন দোষ দেয়া যায় না।'

'ধন্যবাদ, স্যর,' আন্তরিকভাবেই বললেন সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটল। 'আপনার এই দৃষ্টিভঙ্গির জন্য ধন্যবাদ। বাকিরা আপনার মত হলেই এখন বাঁচি।'

'যেটার সমাধান নেই, সেটাকে সহ্য করা ছাড়া আর করার কী আছে, বলুন?' আমুদে কণ্ঠে বললেন ডাক্তার সাহেব। 'আমার রোগী দেখা শেষ। তবে রাউণ্ডে যেতে হবে, এই রইল চাবি; সহকারীকেও বলে যাচ্ছি, আপনার কোন অসুবিধা হবে না।'

'বেশ, বেশ,' ব্যাটল বললেন। 'তবে আপনি যাওয়ার

আগে আরও কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।'

'খুনের রাতের প্রসঙ্গে? আমি যা জানি তা তো সব বললামই।'

'নাহ্, সেই রাতের ব্যাপারে না। আপনার ব্যাপারে।'

'অবশ্যই, বলুন কী জানতে চান?'

'আপনার ক্যারিয়ারের ব্যাপারে বলুন, বিস্তারিত লাগবে না, ডা. রবার্টস। জন্ম, বিয়ে–এসবও বলুন।'

'বলার মত বেশি কিছু নেই,' শুষ্ক কণ্ঠে বললেন ডাক্তার। 'একেবারে সহজ-সরল একটা ক্যারিয়ার। শ্রপশায়ারের লোক আমি, লাডলোতে জন্ম আমার, বাবা ওখানেই প্র্যাকটিস করতেন। পনেরো বছর বয়সে তাঁকে হারাই। লেখাপড়া করেছি শ্রিউসব্যারীতে, বাবার মত আমি নিজেও চিকিৎসক হই। সেইন্ট ক্রিস্টোফারের লোক আমি–তবে আপনি নিশ্চয়ই এসব জেনেই এসেছেন।'

'আমরা আমাদের মত খোঁজ নিয়েছি, স্যর। আপনি কি একমাত্র সন্তান? নাকি আরও ভাই-বোন আছে?'

'আমিই একমাত্র সন্তান। আমার বাবা-মা নেই, আমি নিজেও অবিবাহিত। কিন্তু এসবের সঙ্গে খুনের তদন্তের কী সম্পর্ক?

'যা-ই হোক, ডা. এমেরির সঙ্গে পার্টনারশিপে প্র্যাকটিস শুরু করি। বছর পনেরো আগে তিনিও অবসরে যান, এখন আয়ারল্যাণ্ডে থাকেন। আপনি চাইলে ঠিকানাও দিয়ে দিতে পারি। আমার বাড়িতে থাকে একজন রাঁধুনি, একজন গৃহপরিচারিকা এবং একজন পার্লার-মেইড। আমার সেক্রেটারি প্রতিদিন আসে, ইনকাম ভালই হয়। প্রতি বছর অল্প ক'জন রোগী মারি। এই তো, চলবে?'

সুপারিন্টেনডেন্ট হাসলেন। 'অল্প কথায় সব বলে দিলেন, ডা. রবার্টস। আপনার কৌতুকবোধ অক্ষত আছে দেখে ভাল লাগল। আরেকটা প্রশ্ন আছে।'

'আমি নীতি মেনে চলি, সুপারিন্টেনডেন্ট।'

'সেই প্রশ্ন করিনি। জানতে চাচ্ছিলাম, আমাকে আপনার চারজন বন্ধুর নাম দিতে পারেন? যারা আপনাকে অনেক আগে থেকেই চেনেন। অনেকটা রেফারেন্সের মত।'

'হুম, বুঝতে পারছি। ভাবতে দিন। এই মুহূর্তে লণ্ডনে আছে, এমন নাম দরকার?'

'তাতে আমার কাজ সহজ হবে, তবে না হলে যে চলবে না–এমনও নয়।'

খানিকক্ষণ ভেবে দেখলেন ডাক্তার সাহেব। তারপর চারটা নাম এবং ঠিকানা লিখে ব্যাটলের দিকে এগিয়ে দিলেন একটা কাগজের টুকরো।

'এতে চলবে? এই মুহূর্তে এরচেয়ে ভাল আর কারও কথা মাথায় আসছে না।'

মন দিয়ে লেখাগুলো পড়লেন ব্যাটল, তারপর সন্তুষ্ট হয়ে মাথা নাড়লেন। ভেতরের পকেটে রেখে দিলেন কাগজটা।

'বাদ দেয়ার পদ্ধতি কাজে লাগাচ্ছি,' বললেন তিনি। 'যত দ্রুত একজনকে বাদ দিতে পারি, তত ভাল। পরেরজনের দিকে মন দিতে পারব। এতে সবার জন্যই ভাল হবে। আমাকে নিশ্চিত করতে হবে যে, মি. শাইতানার ওপর আপনার কোন রাগ ছিল না। দু'জনের মধ্যে কোন গোপন যোগাযোগ বা ব্যবসায়িক সম্পর্কও ছিল না। আপনার কথা আমি বিশ্বাস করেছি–কিন্তু তাতে কাজ হবে না। আমার নিশ্চয়তা দরকার।'

'আমি বুঝতে পারছি। সবাইকে মিথ্যেবাদী ধরে নিতে হবে আপনাকে, তারপর প্রমাণ করতে হবে যে তারা সত্য বলছেন। যা-ই হোক, এই নিন আমার চাবি। এটা ডেস্কের ড্রয়ারগুলোর চাবি, আর এটা কাবার্ডের। ওতে বিষ রাখা আছে, তাই কাজ শেষে বন্ধ করে দেবেন। সেক্রেটারিকে বলে রাখছি।'

ডেস্কের একটা বোতাম চাপলেন তিনি।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একজন দক্ষ চেহারার যুবতী এসে প্রবেশ করল ঘরে।

'ডেকেছেন, ডাক্তার সাহেব?'

'ইনি মিস বার্জেস–আর ইনি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটল।'

ব্যাটলের দিকে ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে তাকাল মিস বার্জেস। যেন বলতে চাইছে: এ আবার কোন্ চিড়িয়া?

'মিস বার্জেস, যদি সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটল তোমাকে কোন প্রশ্ন করে তো তার সরাসরি উত্তর দিয়ো। কোন সাহায্য লাগলে, করতে দ্বিধা কোরো না।'

'অবশ্যই, আপনি যা বলেন, ডাক্তার সাহেব।'

'তা হলে,' উঠতে উঠতে বললেন রবার্টস। 'আমি যাই। মিস বার্জেস, আমার ব্যাগে মরফিয়া ঢুকিয়েছ তো? লকহার্টের জন্য লাগতে পারে।'

কথা বলতে বলতেই বিদায় নিলেন তিনি, মিস বার্জেস বের হলো তাঁর পিছু-পিছু।

'দরকার হলে ওই বোতামটা টিপতে ভুলবেন না,' যাবার আগে অবশ্য বলতে ভুল হলো না যুবতীর।

সুপারিন্টেনডেন্ট তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে কাজে নেমে পড়লেন।

সাবধানে, পদ্ধতি মেনে খোঁজ শুরু করলেন তিনি, তবে গুরুত্বপূর্ণ কিছু পাওয়ার আশা করছেন না। রবার্টসের একেবারে অল্প কথায় মেনে নেয়াতেই সেটা বুঝে ফেলেছেন। ডাক্তার লোকটা আর যা-ই হন, বোকা নন। নিশ্চয়ই জানতেন, এরকম কিছু একটা করবেন ব্যাটল। তাই আগে থেকে ব্যবস্থা নেয়াই স্বাভাবিক। তবে হ্যাঁ, তিনি আসলে যে তথ্য খুঁজতে এসেছেন, সেটা পাবার আশা আছে বৈকি।

কেননা রবার্টসের ধারণাই নেই তিনি তাঁর অতীত জীবন

সম্পর্কে ঠিক কী জানতে চাইছেন।

সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটল ড্রয়ার খোলা-বন্ধ করার কাজে লেগে পড়লেন। চেকবুক দেখলেন, অপরিশোধিত বিলও বাদ দিলেন না। ছোট-ছোট কিছু বিল নজরে পড়ল তাঁর, রবার্টসের পাসবুক থেকে।

এরপর নজর গেল বিষভর্তি কাবার্ডে, সবকিছু দেখে টুকে নিলেন নোটপ্যাডে। এরপর দেরাজযুক্ত টেবিলের দিকে গেল তাঁর নজর। ওখানে রাখা চিঠিটা একেবারেই ব্যক্তিগত। তবে এত খুঁজেও কোন লাভ হলো না। হতাশ হয়ে মাথা নাড়লেন; তারপর ডাক্তারের চেয়ারে হেলান দিয়ে বোতাম চাপলেন।

বেশ দ্রুতই এসে উপস্থিত হলো মিস বার্জেস।

ভদ্রভাবে তাকে বসতে বললেন সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটল। মাথা থেকে পা পর্যন্ত নজর বুলিয়ে ভেবে নিলেন, কীভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। মেয়েটির দিক থেকে শত্রুতা ছাড়া আর কিছুর আভাস পাওয়া যাচ্ছে না। নরম আচরণ করবেন না শক্ত হাতে সামলাবেন, সেটাই ঠিক করে নিচ্ছেন।

'আপনি নিশ্চয়ই আমার আগমনের কারণ জানেন, মিস বার্জেস?' অবশেষে বললেন তিনি।

'ডা. রবার্টস আমাকে জানিয়েছেন,' স্বল্প কথায় উত্তর দিল সেক্রেটারি।

'পুরো ব্যাপারটাই বেশ স্পর্শকাতর।'

'তাই?'

'হ্যাঁ। সন্দেহভাজন মোট চারজন, তাঁদের ভেতর একজন অবশ্যই খুনি। আপনার কাছ থেকে যেটা জানতে চাই তা হলো–আপনি কখনও এই মি. শাইতানাকে দেখেছেন?'

'নাহ্।'

'কখনও ডা. রবার্টসের মুখে নামটা শুনেছেন?'

'তাও না... নাহ্, ভুল হলো। এক সপ্তাহ আগে ডা. রবার্টস বলেছিলেন–ভদ্রলোকের বাসায় ১৮ তারিখে যেতে

হবে, সেটা যেন লিখে রাখি।'

'তাঁর আগে নামটা কখনও শোনেননি?'

'নাহ্।'

'খবরের কাগজেও দেখেননি? মাঝেমধ্যেই কিন্তু নামটা ছাপা হতো; ফ্যাশন অংশে।'

'খবরের কাগজের ফ্যাশন অংশ পড়ার চাইতে গুরুত্বপূর্ণ আরও অনেক কাজ আছে আমার।'

'তা তো বটেই,' আস্তে আস্তে বললেন সুপারিন্টেনডেন্ট। 'ঝামেলা হলো–চারজনের কেউ স্বীকার করছেন না যে তাঁরা মি. শাইতানাকে ভালভাবে চেনেন। অথচ একজন তাঁকে খুন করেছে; সে নিশ্চয়ই চিনত। কে যে সেই খুনি, সেটা আমাকে খুঁজে বের করতে হবে।'

নীরবতা নেমে এল কামরায়, অস্বস্তিকর নীরবতা।

সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটলের কাজের ব্যাপারে কোন আগ্রহ দেখাল না মিস বার্জেস। মনিবের আদেশ পালন করাই তার একমাত্র মাথাব্যথা। ডাক্তার রবার্টসের আদেশ মেনে চুপচাপ বসে আছে তাই, সরাসরি করা প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে।

'জানেন, মিস বার্জেস,' কাজটা কঠিন হলেও, লেগে রইলেন সুপারিন্টেনডেন্ট। 'আমাদের কাজে যে সমস্যা, তা আপনাকে আর কী বলব! বললেও হয়তো বিশ্বাস করবেন না। কিন্তু আমাদেরই তো ঝামেলা সামলাতে হয়! এই কেসটা বেশ জটিল। আপনার, মানে মেয়েদের সম্পর্কে বাজে কিছু বলতে চাই না। কিন্তু খেপে উঠলে, তাদের মুখটা একটু বেশিই চলে। বাজে এবং অর্থহীন সব অভিযোগ আনে তারা। এটা-ওটা-সেটার ইঙ্গিত দেয়। অনেকে পুরানো অনেক স্ক্যাণ্ডালও টেনে আনে।'

'আপনি বলতে চাইছেন,' আচমকা পরিবর্তন দেখা গেল মিস বার্জেসের মধ্যে। 'অন্য সন্দেহভাজনরা ডাক্তার রবার্টসের সম্পর্কে বাজে কথা ছড়াচ্ছেন?'

'ঠিক ছড়াচ্ছেন বলব না,' সাবধানতার সঙ্গে বললেন ব্যাটল। 'কিন্তু অনেকটা সেরকমই, আমার কাছে তো ধরা পড়তই। এক রোগীর সন্দেহজনক মৃত্যুর কথা বলাবলি করছিল সবাই। সম্ভবত সবই বাজে গালগল্প। এগুলো নিয়ে ডাক্তারকে বিরক্ত করতে চাচ্ছিলাম না।'

'মিসেস গ্রেভসের ব্যাপারে বলেছেন তো?' রাগের সঙ্গে জবাব দিলেন মিস বার্জেস। 'মানুষজন যে কেন কোন কিছু না জেনেই সে সম্পর্কে রটনা ছড়ায়! বিশেষ করে বুড়িরা। ধরেই নেয়–সবাই ওদেরকে বিষ দিয়ে মারতে চাইছে। আত্মীয়স্বজন, চাকর-বাকর, এমনকী নিজের ডাক্তারকেও বাদ দেয় না। ডা. রবার্টসের কাছে আসার আগে আরও তিনজন ডাক্তার দেখিয়েছিলেন মিসেস গ্রেভস। তারপর যখন তাঁকেও সন্দেহ করতে শুরু করলেন, তখন সানন্দেই ডা. লী-এর কাছে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন ডা. রবার্টস। বলেছিলেন–এসব ক্ষেত্রে নাকি করার মত আর কিছুই বাকি থাকে না। ডা. লী-এর পর ডা. স্টিল, তারপর আবার ডা. ফার্মারের কাছে গিয়েছিলেন মিসেস গ্রেভস। তারপর মারা যান।'

'বিন্দু-বিন্দু জলকণা থেকে যে কীভাবে সিন্ধু হয়–তা কল্পনাও করতে পারবেন না,' একমত হলেন ব্যাটল। 'কোন রোগীর মৃত্যুতে ডাক্তার লাভবান হলেই, গুজব রটতে শুরু করে। আপনিই বলুন, রোগী যদি তাঁর ডাক্তারকে ভালবেসে কিছু দিতে চান, তাতে কার কী?'

'আত্মীয়রাই ঝামেলা পাকায় বেশি,' বললেন মিস বার্জেস। 'মৃত্যুর চাইতে বাজে জিনিস আর কিছু নেই, মানুষের ভেতর থেকে পশুটাকে বের করে আনে। লাশ ঠাণ্ডা হওয়ার আগেই, সম্পত্তি ভাগাভাগি করতে শুরু করে দেয় তারা। কপাল ভাল, ডা. রবার্টসের সঙ্গে অমন কিছু হয়নি। ডাক্তার সাহেব প্রায়ই বলেন: রোগীরা তাঁকে কিছু দিয়ে না

গেলেই খুশি হন তিনি। যতদূর জানি–এ পর্যন্ত সব মিলিয়ে পঞ্চাশ পাউণ্ড, দুটো হাঁটার ছড়ি আর একটা সোনার ঘড়ি পেয়েছেন তিনি রোগীদের কাছ থেকে।'

'এমন পেশার মানুষের জীবন বড় কঠিন হয়।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন ব্যাটল। 'নিশ্চয়ই তাঁকে অহরহ ব্ল্যাকমেইলিং-এর শিকার হতে হয়? একদম ছোটখাটো ঘটনাও ডাক্তারদের ক্ষেত্রে প্রকাণ্ড কোন স্ক্যাণ্ডালের রূপ নিতে পারে। এজন্যই সদা-সতর্ক এবং সাবধানী হতে হয় তাঁদেরকে।'

'আপনার কথাগুলো অনেকটাই ঠিক,' বললেন মিস বার্জেস। 'বিশেষ করে হিস্টিরিয়াগ্রস্ত মহিলাদের সামলানো তাঁদের জন্য খুব কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়।'

'হিস্টিরিয়াগ্রস্ত মহিলা–ঠিক বলেছেন। আমারও মনে হয়, ভদ্রমহিলা কথাগুলো বলার সময় হিস্টিরিয়াগ্রস্ত হয়ে গিয়েছিলেন।'

'তা হলে কি ধরে নেব মিসেস ক্রাডকের কথা বলছেন?'

কিছু একটা ভাবছেন, এমন ভান করলেন ব্যাটল।

'দাঁড়ান, ভেবে বলি। এক বছর আগের কথা তো? নাকি আরও বেশি?'

'চার বা পাঁচ হবে। মহিলা একদম নিয়ন্ত্রণের অযোগ্য ছিলেন। তিনি যখন দেশ ছাড়লেন, তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলাম... ডা. রবার্টসও। স্বামীকে এত মিথ্যে বলেছেন যে, কী আর বলব! অবশ্য এমন মহিলারা তা-ই করেন। বেচারা স্বামী, এক পর্যায়ে তো অসুস্থই হয়ে পড়লেন। অ্যানথ্রাক্স হয়ে মারা গিয়েছিলেন তিনি, জানেন? শেভ করার ব্রাশ থেকে এসেছিল জীবাণুটা।'

'এই অংশটুকু মনে ছিল না,' মিথ্যে কথা বললেন ব্যাটল।

'এরপরেই বিদেশে চলে গিয়েছিলেন মিসেস ক্রাডক, কিছুদিন পর নিজেও মারা যান। তবে একটা কথা বলে

রাখি–আমার সবসময় তাঁকে পুরুষখেকো বলেই মনে হয়েছে।'

'হুম,' বললেন ব্যাটল। 'খুব বিপজ্জনক প্রকৃতির হয় এরা। কোথায় যেন মারা গিয়েছিলেন ভদ্রমহিলা...'

'মিশরে, যতদূর মনে পড়ে। ওখানকার স্থানীয় কোন রোগের কারণে, রক্ত দূষিত হয়ে গিয়েছিল তাঁর।'

'ডাক্তারদের জন্য আরেকটা ব্যাপার ঝামেলার হয়ে পড়ে।' প্রসঙ্গ ঘোরালেন ব্যাটল। 'আত্মীয়দের কেউ যদি তাঁর রোগীকে বিষ দেয়, তা হলে সেটা সবাইকে জানানো। নিশ্চিত হওয়ার আগে কাউকে কিছু বলতেও পারেন না। আবার যদি সময়মত না জানান, তা হলেও সমস্যা। পরবর্তীতে তাঁকে নিয়েই গুজব রটে যায়! এমন কিছু কি ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে হয়েছিল?'

'তেমন কিছু মনে পড়ছে না,' ভেবেচিন্তে বললেন মিস বার্জেস। 'অন্তত আমি শুনিনি।'

'আচ্ছা, প্র্যাকটিসরত একজন ডাক্তারের কতজন রোগী প্রতি বছর মারা যান? পরিসংখ্যানগত দিক থেকে কিন্তু তথ্যটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই যেমন ধরেন আপনি এতগুলো বছর ধরে ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে আছেন–'

'সাত বছর।'

'সাত! এতগুলো বছরে কতগুলো রোগী মারা গিয়েছেন? বলতে পারেন?'

'কঠিন হয়ে যায়।' হিসাব করা বাদ দিলেন মিস বার্জেস, নরম হয়ে এসেছে মেয়েটি। গল্পে মেতে উঠে বলল, 'সাত বা আট হবে। নিশ্চিত করে বলতে পারছি না। সব মিলিয়ে সাত বছরে ত্রিশের বেশি হবে না।'

'ডা. রবার্টস নিশ্চয়ই সাধারণ ডাক্তারদের চাইতে বেশি দক্ষ?' আন্তরিকভাবেই বললেন ব্যাটল। 'তাঁর রোগীরাও নিশ্চয়ই উচ্চবিত্ত পরিবারের?'

'বেশ নামকরা ডাক্তার তিনি। রোগ নির্ণয়েও দক্ষ।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালেন ব্যাটল।

'ক্ষমা চাইছি, কথায় কথায় অনেক কথা হয়ে গেল। মি. শাইতানার সঙ্গে ডাক্তার সাহেবের কোন সম্পর্ক আছে কি না–সেটা জানতে এসেছিলাম। আপনি নিশ্চিত তো, যে ডাক্তার সাহেবের ওই নামে কোন রোগী ছিল না?'

'একদম নিশ্চিত।'

'হয়তো ছদ্মনাম নিয়েছিলেন,' একটা ছবি দেখালেন ব্যাটল। 'চিনতে পারছেন?'

'দেখতে তো লোকটাকে খুব নাটুকে লাগছে। নাহ্, তাঁকে আগে কখনও দেখিনি।'

'তা হলে আর কী?' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ব্যাটল। 'ডাক্তার সাহেবকে ধন্যবাদ জানাবেন; আপনিও অনেক সাহায্য করলেন আমাকে। আমার হয়ে তাঁকে সেটা জানিয়ে দেবেন। আপনাকেও অনেক ধন্যবাদ, মিস বার্জেস।'

হাত মিলিয়ে বিদায় নিলেন তিনি। রাস্তায় নেমে পকেট থেকে একটা ছোট্ট নোটবুক বের করলেন। আগে লেখা অক্ষরগুলোর নিচে বাড়তি কিছু লাইন লিখলেন।

মিসেস গ্রেভস? মনে হয় না।

মিসেস ক্রাডক?

কোন উত্তরাধিকারী নেই।

কোন স্ত্রী নেই (আফসোসের কথা)।

রোগীদের মৃত্যুর ব্যাপারে খোঁজ নেয়া–কঠিন।

বই বন্ধ করে, লণ্ডন অ্যাণ্ড ওয়েসেক্স ব্যাঙ্কের ল্যাঙ্কাস্টার গেট শাখায় প্রবেশ করলেন তিনি। কার্ড দেখানো মাত্র তাঁকে ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করা হলো।

'শুভ সকাল, স্যর। আপনার একজন গ্রাহক আছেন ডা. জেফরি রবার্টস।'

'আছেন, সুপারিন্টেনডেন্ট।'

'ভদ্রলোকের অ্যাকাউন্ট সম্পর্কে জানতে চাই। গত কয়েক বছরের লেনদেন হলেই হবে।'

'দেখি, আপনার জন্য কতটুকু কী করতে পারি।'

পরবর্তী আধঘণ্টা কাটল চরম ব্যস্ততায়। অবশেষে দীর্ঘশ্বাস ফেলে পেন্সিলে লেখা একটা কাগজ সরিয়ে রাখলেন ব্যাটল।

'পেলেন কিছু?' ব্যাঙ্ক-ম্যানেজার কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইলেন।

'না, পাইনি। তবে সাহায্যের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।'

ঠিক সেই মুহূর্তে হাত পরিষ্কার করছিলেন ডা. রবার্টস। সেক্রেটারি, মিস বার্জেসের কাছে জানতে চাইলেন, 'আমাদের গোয়েন্দা প্রবরের কী খবর, এহ্? সবকিছু তছনছ করে ফেলেছেন নাকি?'

'আমার কাছ থেকে খুব বেশি কিছু পাননি,' মিস বার্জেস ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বলল।

'আরেহ্, মেয়ে, এত কঠিন হওয়ার কোন দরকার নেই। সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটল যা-যা জানতে চান, সেগুলোর উত্তর দিতে বলেছিলাম তোমাকে। তা কী-কী জানতে চাইলেন তিনি?'

'শাইতানা নামের ওই লোকটাকে চেনেন কি না, সেটা বারবার জানতে চাইলেন–বললেন যে লোকটা নাকি ছদ্মনামেও এখানে এসে থাকতে পারে! ছবিও দেখালেন, খুব নাটুকে বলে মনে হলো।'

'কাকে? শাইতানাকে? ঠিক বলেছ। আর কী জানতে চাইলেন?'

'তেমন কিছু না। ওহ্, হ্যাঁ–কেউ একজন তাঁকে মিসেস গ্রেভসের গল্পটা শুনিয়েছে।'

'গ্রেভস? কে যেন... ওহ্, মনে পড়েছে। মজার তো!'

বলেই হাসতে শুরু করলেন তিনি। 'বেশ মজার।'

লঘু মনেই দুপুরের খাবার খেতে গেলেন ডা. রবার্টস।

দশ

ডা. রবার্টস (চলমান)

মসিয়ে এরকুল পোয়ারোর সঙ্গে লাঞ্চ খাচ্ছেন সুপারিন্টেনডেন্ট।

ব্যাটলকে হতাশ দেখাচ্ছে; পোয়ারোকে সহানুভূতিশীল।

'আপনার সকালের মিশন তা হলে সফল হয়নি?' বললেন পোয়ারো।

মাথা নাড়লেন ব্যাটল। 'কঠিন কাজ, মসিয়ে।'

'এমনিতে লোকটাকে কেমন মনে হলো?'

'কাকে? ডাক্তারকে? আমার মনে হয়, শাইতানা ঠিক বলেছিলেন। লোকটা খুনি হলেও হতে পারে। ওয়েস্টঅ্যাওয়ের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল আমার, নরফোকের সেই উকিলের কথাও। এরকমই হাসিখুশি, আত্মবিশ্বাসী আচরণ; এরকমই জনপ্রিয়। দু'জনেই ছিল খুব চালু–ঠিক রবার্টসের মত। তবে আমাদের এই ডাক্তারের হাতে শাইতানা খুন হয়েছেন বলে মনে হয় না। ঝুঁকি যে খুব বেশি, তা ডাক্তার ঠিক জানতেন। নাহ্, আমার মনে হয় না যে তিনি শাইতানাকে খুন করেছেন।'

'তবে আপনার ধারণা–ভদ্রলোক কাউকে না কাউকে ঠিকই হত্যা করেছেন?'

'সম্ভবত বেশ কয়েকজনকে। তবে সেটা প্রমাণ করা কঠিন হবে। ডাক্তারের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট দেখেছি–আচমকা কোন বড় অঙ্কের টাকা ওতে ঢোকেনি। গত সাত বছরে তিনি কোন রোগীর কাছ থেকেও উত্তরাধিকার সূত্রে কিছু পাননি। খুনের ফলে তাই সরাসরি কোন লাভ হয়নি তাঁর। বিয়ে করেননি–আফসোসের কথা–কেননা ডাক্তার মানুষ চাইলে খুব সহজেই বউয়ের একটা গতি করতে পারেন। সচ্ছল লোক, তবে সেটা তাঁর প্র্যাকটিসের কারণেও হতে পারে।'

'মনে হচ্ছে–একেবারে নিখুঁত জীবন যাপন করেন তিনি; হয়তো আসলেই করেন।'

'হতে পারে, তবে আমি খারাপটা ধরে নিয়েই এগুই,' বলে চললেন তিনি। 'এক মহিলাকে নিয়ে রটনা আছে। মহিলা তাঁর রোগী ছিলেন। নাম–ক্রাডক। এই ব্যাপারটার অনুসন্ধান করা যেতে পারে। এক্ষুণি কাউকে লাগিয়ে দিচ্ছি। মহিলা নাকি মিশরে মারা গিয়েছেন, স্থানীয় কোন রোগে। তাই মনে হয় না তেমন কিছু মিলবে–তবে লোকটার স্বভাবচরিত্র আর নৈতিকতার একটা চিত্র পেতে পারি।'

'স্বামী ছিল না ওই মহিলার?'

'ছিল। অ্যানথ্রাক্সে মারা গিয়েছেন।'

'অ্যানথ্রাক্স?'

'হ্যাঁ। সে সময় বাজারে কিছু কমদামী শেভিং ব্রাশ উঠেছিল–ওগুলোর কয়েকটায় অ্যানথ্রাক্সের জীবাণু পাওয়া যায়। বেশ বাজে একটা ব্যাপার!'

'ডাক্তারের জন্য সুবিধাই হয়েছে,' মন্তব্য করলেন পোয়ারো। 'যদি–'

'আমিও তেমনটাই ভাবছিলাম। যদি স্বামী প্রবরের ঝামেলা বাধানোর সম্ভাবনা থাকে, তো...। তবে–সবই তো আন্দাজ। নিরেট কিছু নেই।'

'মনে সাহস রাখুন, বন্ধু। আপনার ধৈর্য সম্পর্কে আমি

জানি। শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে, এত নিরেট প্রমাণ একাট্টা করেছেন যে তা দিয়ে দেয়াল খাড়া করা যাবে!'

'আপনার কী মনে হয়, মসিয়ে পোয়ারো? কাজে নামবেন নাকি?'

'আমিও ডা. রবার্টসের সঙ্গে যোগাযোগ করব।'

'একদিনে দুইজন? হাঁপিয়ে যাবে তো!'

'ওহ্, অসুবিধা নেই। আমি সাবধানেই থাকব, ভদ্রলোকের অতীত জীবন নিয়ে ঘাঁটব না।'

'আপনি কোন্ পথে এগুনোর কথা ভাবছেন, সেটা জানতে পারলে ভাল হতো,' বললেন ব্যাটল। 'তবে বলতে না চাইলে, থাক।'

'আরেহ্ না, না। আমার কোন আপত্তি নেই। ব্রিজ নিয়ে কথা বলব একটু, এই তো।'

'আবার ব্রিজ! আপনি ওই খেলার পেছনে পড়েছেন কেন, মসিয়ে পোয়ারো?'

'কাজে আসে যে।'

'হুম, যাঁর যা পদ্ধতি। তবে আমার ওসব চটকদার ব্যাপার পছন্দ হয় না... ধাতেই সয় না।'

'আপনার ধাত কী তা হলে, সুপারিন্টেনডেন্ট?'

জ্বলজ্বলে চোখে পোয়ারোর দিকে তাকালেন সুপারিন্টেনডেন্ট।

'সৎ, আগ্রহী, সরাসরি কাজ করা একজন অফিসার হিসেবে দেখতে চাই নিজেকে। যাঁর কষ্ট করতে কোন আপত্তি নেই। কোন চটক নেই, কোন ঝামেলা নেই—কেবল পরিশ্রম।'

গ্লাস উঁচু করলেন পোয়ারো।

'যাঁর-যাঁর পদ্ধতির উদ্দেশে—আমাদের সম্মিলিত পরিশ্রম সফল হোক।'

'আশা করি, কর্নেল রেসের কাছ থেকে মেজর

ডেসপার্ডের ব্যাপারে খবর পাওয়া যাবে। তাঁর তো কার্যকর উৎসের কোন অভাব নেই।'

'আর মিসেস অলিভার?'

'মহিলাকে আমি পছন্দই করি। প্রচুর বাজে কথা বলেন, কিন্তু একগুঁয়ে নন। তা ছাড়া মহিলারা অন্য মহিলাদের ব্যাপারে এমন সব কথা বুঝে ফেলেন, যা পুরুষদের পক্ষে বোঝাটা অসম্ভব। তিনি কাজে আসলেও আসতে পারেন।'

খাওয়া শেষে বিদায় নিলেন দু'জন। ব্যাটল চলে গেলেন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে। পোয়ারো রওনা দিলেন ২০০ গ্লস্টার টেরেসের উদ্দেশে।

অতিথিকে দেখে হাস্যকরভাবে ওপরে উঠে গেল ডা. রবার্টসের ভ্রু।

'একইদিনে দু'জন গোয়েন্দা!' ঠাট্টা করলেন তিনি। 'সন্ধ্যার মধ্যে হাতে হাতকড়া পড়বে নাকি?'

হাসলেন পোয়ারো। 'আপনাদের চারজনের প্রতিই আমার সমান মনোযোগ রয়েছে, ডা. রবার্টস।'

'যাক, কিছুটা স্বস্তি পেলাম। সিগার নেবেন?'

'আপনি অনুমতি দিলে, নিজেরটাই ধরাতে চাই।' ছোট একটা রাশান সিগারেট ধরালেন পোয়ারো।

'আপনার কী সেবা করতে পারি?' জানতে চাইলেন রবার্টস।

কয়েক মিনিট নীরবে সিগারেট টানলেন পোয়ারো। তারপর বললেন, 'আপনি কি মানুষের চরিত্র অবলোকন করেন, ডাক্তার সাহেব?'

'কিছুটা তো করিই, ডাক্তারকে করতে হয়।'

'আমিও তেমনটাই ভেবেছিলাম। ডাক্তার মাত্রই তাঁর রোগীকে মন দিয়ে দেখেন। তাঁদের প্রকাশ ভঙ্গি, শ্বাস নেবার গতি, অস্থিরতা–অবচেতন মনেই এসব দেখেন একজন চিকিৎসক। এজন্যই ভাবছিলাম, ডাক্তার রবার্টসের কাছে

গেলে নিঃসন্দেহে সাহায্য পাব।'

'আমি সাহায্য করার জন্য উদ্‌গ্রীব। সমস্যা কী?'

পকেট থেকে ব্রিজ খেলার তিনটা স্কোর সাবধানে বের করে আনলেন পোয়ারো।

'এই তিনটা রাবারের স্কোর,' বললেন তিনি। 'প্রথমটায় মিস মেরেডিথের হাতের লেখা আছে। আপনি যদি পারেন, তা হলে দয়া করে বলুন–এই দানে কে কেমন ডেকেছিল আর খেলা এগিয়েছিল কীভাবে?'

অবাক দৃষ্টিতে পোয়ারোর দিকে তাকিয়ে রইলেন রবার্টস। 'ঠাট্টা করছেন, মসিয়ে পোয়ারো? এতদিন পর কী এসব মনে আছে?'

'নেই? বলতে পারলে খুব উপকার হতো। প্রথম দানের কথায় আসি–এটার ডাক ছিল হয় হরতন আর নয়তো ইশকাপনে। পরেরটায় কোন এক পক্ষ পঞ্চাশ পয়েন্ট খুইয়েছিল।'

'দাঁড়ান দেখি। হুম, প্রথম দানে ডাক ছিল ইশকাপনের।'

'পরেরটায়?'

'আমরা বা প্রতিপক্ষ পঞ্চাশ পয়েন্ট হারিয়েছিলাম। কিন্তু কোন্ পক্ষ, তা মনে করতে পারছি না। মসিয়ে পোয়ারো, পারব যে–সেই আশা করাটাও কিন্তু ঠিক হচ্ছে না।'

'ডাক বা অন্য কোন দানের কথা মনে পড়ছে না?'

'আমি একটা গ্র্যাণ্ড স্ল্যাম পেয়েছিলাম–সেটা মনে আছে। ডাবল দিয়েছিল প্রতিপক্ষ। একটা বাজে ডাকও দিয়েছিলাম। নো ট্রাম্পে তিন ডাক ছিল সম্ভবত। তবে ওটা পরের কথা।'

'কার সঙ্গে খেলছিলেন তখন, মনে আছে?'

'মিসেস লরিমার। আমার বাড়িয়ে ডাকাটা তাঁর পছন্দ হয়নি সম্ভবত।'

'আর কোন ডাক বা দান?'

হেসে ফেললেন ডা. রবার্টস।

'মসিয়ে পোয়ারো, আর কোন ডাকের কথা মনে থাকবে–এই আশা কি সত্যি সত্যি করেছিলেন? খুনের কথাটাই ধরুন না কেন–অমন ঘটনার পর কি ডাকের কথা মনে থাকে? আর তা ছাড়া, ওই দিনের পরও তো বেশ কয়েক জায়গায় ব্রিজ খেলেছি।'

হতাশ দেখাল পোয়ারোকে।

'আমি দুঃখিত,' যোগ করলেন ডাক্তার।

'অসুবিধে নেই,' ধীরে বললেন পোয়ারো। 'আশায় ছিলাম যে আরও কিছু দান হয়তো আপনার মনে থাকবে। তা হলে ওগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্য কিছু ব্যাপার হয়তো স্মরণে থাকত।'

'কেমন ব্যাপার?'

'এই যেমন ধরুন–আপনার পার্টনার একটা সহজ খেলা ভণ্ডুল করে ফেলল। অথবা আপনার কোন প্রতিপক্ষ দারুণ খেলে ধোঁকা দিল।'

আচমকা গম্ভীর হয়ে গেলেন ডা. রবার্টস। সামনের দিকে ঝুঁকে এলেন তিনি।

'আহ্, বুঝতে পারছি আপনার কথা। প্রথম প্রথম ভাবছিলাম, একেবারেই বাজে কথা বলছেন বুঝি। এখন বুঝতে পারছি এসব প্রশ্নের উদ্দেশ্য। খুনি–সফলভাবে কাজ সারার পর–হয়তো অন্যভাবে খেলতে শুরু করেছিল। আপনি সেটাই ভাবছেন তো?'

নড করে সায় জানালেন পোয়ারো। 'ঠিক ধরেছেন আপনি। পরস্পরের খেলার ধরন সম্পর্কে জানে–এমন লোকের জন্য সেটাই হবে প্রথম সূত্র। খেলার ধরনে পরিবর্তন, যেমন আচমকা বোকার মত খেলতে শুরু করা বা সুযোগ হাতছাড়া করা–ঠিকই প্রশ্ন তুলবে অন্যান্য খেলোয়াড়দের মনে। কিন্তু আফসোসের কথা–আপনারা কেউ কাউকে চিনতেন না। তাই ওরকম কোন পরিবর্তন এলেও,

ধরতে পারার প্রশ্নই ওঠে না। তবে ভাবুন, মসিয়ে ডাক্তার, দয়া করে ভাবুন। এমন কোন অস্বাভাবিকতা কি কারও খেলায় দেখতে পেয়েছেন?'

মিনিট দুয়েক ভাববার পর, মাথা নাড়লেন ডা. রবার্টস।

'নাহ্, মনে পড়ছে না,' সরাসরি বললেন তিনি। 'ক্ষমা করবেন, আপনাকে সাহায্য করতে পারলাম না। শুধু এতটুকু বলতে পারি: মিসেস লরিমার একজন অসাধারণ খেলোয়াড়–তাঁর কোন ভুল আমার নজরে পড়েনি। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দারুণভাবে খেলেছেন। ডেসপার্ডও ভাল খেলেন, তবে একেবারে গতানুগতিক তাঁর ধরন। নিয়মের বাইরে যেতে চান না। মিস মেরেডিথ–'

'মিস মেরেডিথ?' উৎসাহ জোগালেন যেন পোয়ারো।

'শেষের দিকে কয়েকবার ভুল করেছিলেন। কিন্তু সেটা তো ক্লান্তির কারণেও হতে পারে। তা ছাড়া, তিনি খুব একটা ভাল খেলোয়াড়ও নন। হাতও কাঁপছিল–' থেমে গেলেন ডাক্তার রবার্টস।

'কখন কাঁপছিল?'

'কখন যে... মনে করতে পারছি না। আমার ধারণা, নার্ভাসনেসের কারণেই কাঁপছিল। মসিয়ে পোয়ারো আপনি সম্ভবত একটু বেশিই কল্পনাপ্রবণ হয়ে পড়ছেন।'

'ক্ষমা চাইছি। আরেকটা ব্যাপারে সাহায্য চাই আপনার।'

'কী?'

ধীরে ধীরে বললেন পোয়ারো। 'ব্যাপারটা কঠিন। আসলে আমি আপনাকে এমন কোন প্রশ্ন করতে চাই না, যেটা আপনার উত্তরে প্রভাব ফেলতে পারে। যদি জানতে চাই, অমুক ব্যাপার দেখেছিলেন কি না–তা হলে আপনার মাথায় একটা চিন্তা ঢুকিয়ে দেয়া হবে। তাই উত্তরটাও গ্রহণযোগ্য হবে না। তাই অন্যভাবে প্রশ্নটা করি। ডা. রবার্টস, যে ঘরে আপনারা খেলছিলেন, ওই ঘরে কী-কী ছিল;

তা দয়া করে বলবেন কি?'

হতবাক দেখাল ডা. রবার্টসকে। 'ঘরে কী-কী ছিল?'

'হ্যাঁ।'

'কোত্থেকে শুরু করব, সেটাই তো বুঝতে পারছি না।'

'যেখান থেকে আপনার ইচ্ছা।'

'অনেকগুলো আসবাব ছিল–'

'না, না, না। একেবারে নির্দিষ্ট করে বলুন।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ডা. রবার্টস। তারপর যেন নিলাম ডাকছেন, এমন ভঙ্গিমায় শুরু করলেন, 'একটা বড় সেটি ছিল, আইভরির ব্রোকেড ছিল চারপাশে। একটা ডিভো, সবুজ। চার কি পাঁচটা বড় চেয়ার। আট বা নয়টা পার্শিয়ান গালিচা–বারোটার মত ছোট-ছোট এম্পায়ার চেয়ার। উইলিয়াম এবং মেরি ব্যুরো। দারুণ সুন্দর একটা চাইনিজ কেবিনেট। গ্র্যাণ্ড পিয়ানো। আরও কিছু আসবাব ছিল, তবে আমার মনে নেই। ছয়টা প্রথম শ্রেণীর জাপানিজ ছবি, লুকিং গ্লাসে দুটো চাইনিজ ছবি। পাঁচ কি ছয়টা চমৎকার স্নাফবক্স। একটা টেবিলের উপর ছিল কয়েকটা জাপানিজ আইভরি-মূর্তি। বেশ কিছু পুরানো রুপার তৈজসপত্র। সম্ভবত প্রথম চার্লসের আমলের। একটা কি দুটো বাট্যারসিয়া এনামেল–'

'অসাধারণ, অসাধারণ!' উৎসাহ দিলেন পোয়ারো।

'একজোড়া ইংলিশ স্লিপওয়্যার পাখি–সম্ভবত। রালফ উডের একটা মূর্তি। আর ছিল কিছু প্রাচ্যের জিনিস–সেরকম দাঁচের কারুকাজ করা। কিছু অলঙ্কার, তবে ওগুলোর ব্যাপারে বেশি কিছু জানি না। কয়েকটা চেলসি পাখি। ওহ্, আর কয়েকটা ছোট-ছোট কেস–দেখে ভাল মানের বলেই মনে হয়েছিল। আরও অনেক কিছু ছিল, তবে আমার আর মনে পড়ছে না।'

'চলবে, যা বলেছেন তাতেই চলবে,' সমীহের ভঙ্গিতে বললেন পোয়ারো। 'দারুণ তীক্ষ্ণ আপনার নজর।'

কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইলেন ডাক্তার, 'আপনি যে জিনিসটার কথা জানতে চেয়েছিলেন, সেটা বলেছি?'

'সেটাই তো মজার ব্যাপার, বলতে পারলে আমি খুবই অবাক হতাম। তবে আপনার প্রশ্নের উত্তর হলো–নাহ্, পারেননি।'

'কেন?'

পোয়ারোর চোখের তারায় উজ্জ্বলতা খেলে গেল। 'সম্ভবত ওটা তখন ওখানে ছিলই না!'

হতভম্ব হয়ে চেয়ে রইলেন ডা. রবার্টস। 'আপনার কথা শুনে মনে পড়ে গেল–'

'শার্লক হোমসের কথা? রাতের বেলা কুকুরটার সেই অদ্ভুত আচরণ! কেন ডাকল না ওটা? কী রহস্যময়! সত্যি বলতে কি, অন্যের বুদ্ধি কাজে দিলে, সেটাকে নিজের করে নিতে আমার আপত্তি নেই।'

'আসলে, মসিয়ে পোয়ারো, আপনি যে কী বলতে চাইছেন–তা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'সেটাই তো ভাল। এভাবেই আমি কাজ করি।'

মুচকি হেসে উঠে দাঁড়ালেন পোয়ারো। বললেন, 'আরেকটা কথা বলে বিদায় নিই; এটা বুঝতে পারবেন। আপনার কাছ থেকে যা শুনলাম, তা পরবর্তী জনের সাক্ষাৎকার নেয়ার সময় দারুণ কাজে আসবে আমার।'

উঠে দাঁড়ালেন ডাক্তারও।

'কীভাবে, তা অবশ্য বুঝতে পারলাম না। তবে আপনার কথা মেনে নিতে আমার কোন আপত্তিও নেই।'

করমর্দন করলেন দু'জন।

রাস্তায় নেমে ট্যাক্সি ডাকলেন পোয়ারো।

'১১১ চেইনি লেন, চেলসি,' চালককে নির্দেশ দিলেন তিনি।

এগারো

মিসেস লরিমার

১১১ চেইনি লেনের বাড়িটাকে ছোটই বলা চলে। শান্ত একটা রাস্তার পাশে ওটার অবস্থান; ছিমছাম, শান্ত। দরজাগুলো কালো রঙ করা, তবে সিঁড়িতে সাদার প্রলেপ। বিকালের আলোয় ব্রোঞ্জের হ্যাণ্ডেল যেন ঝিকমিক করছে।

দরজা খুলে দিল একজন বয়স্কা রমণী; সাদা ক্যাপ এবং অ্যাপ্রোন পরে আছে।

পোয়ারোর প্রশ্নের জবাবে জানাল—ঘরের মালকিন এই মুহূর্তে ভেতরেই আছেন।

সরু সিঁড়ি ধরে তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল পরিচারিকা।

'নাম কী বলব, স্যর?'

'মসিয়ে এরকুল পোয়ারো।'

ইংরেজি এল আকৃতির একটা বসার ঘরে নিয়ে আসা হলো তাঁকে। চারপাশে তাকালেন পোয়ারো, দেখে নিচ্ছেন সবকিছু।

আসবাবপত্র বেশ উন্নত মানের, ভাল করে পালিশ করা, তবে একটু পুরনো ধাঁচের। চেয়ার এবং সেটিগুলোও চকচকে। কয়েকটা ছবির ফ্রেমও দেখতে পেলেন; রুপোর।

আকারে চলনসই; আলোর অভাব নেই। লম্বা একটা পাত্রে সুন্দর করে রাখা হয়েছে অপরূপ ক্রিসেনথিমাম।

মিসেস লরিমার এগিয়ে এসে তাঁকে সম্ভাষণ জানালেন।

ভদ্রমহিলাকে দেখে মনে হলো না যে তিনি পোয়ারোর আগমনে কিছুমাত্রও অবাক হয়েছেন। একটা চেয়ার দেখিয়ে দিলেন তিনি, নিজেও একটায় বসলেন। আবহাওয়া নিয়ে কথা হলো কিছুক্ষণ।

তারপর খানিকক্ষণ নীরব হয়ে বসে রইলেন দু'জনেই।

'আশা করি, মাদাম,' বললেন পোয়ারো। 'আমার এই অকস্মাৎ আগমনকে ক্ষমার চোখে দেখবেন।'

সরাসরি তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে মিসেস লরিমার জানতে চাইলেন, 'নিজের পেশাগত কারণেই এসেছেন তা হলে?'

'জী।'

'বুঝতেই পারছেন, মসিয়ে–আমি সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটলকে পূর্ণ সহযোগিতা করব। আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি যা-যা জানতে চান... সেসব জানাতে আমার কোন আপত্তিই নেই। তবে অনানুষ্ঠানিকভাবে কর্মরত কারও প্রশ্নের জবাব দিতে নিশ্চয়ই আমি বাধ্য নই।'

'তা তো অবশ্যই, মাদাম। আপনি যদি এক্ষুণি আমাকে দরজা দেখিয়ে দেন, আমি তৎক্ষণাৎ মাথা নত করে বের হয়ে যাব।'

হালকা হাসলেন মিসেস লরিমার।

'আপাতত সেটার দরকার হবে না, মসিয়ে। আপনাকে আমি দশ মিনিট সময় দিতে পারি, তারপর একটা ব্রিজ খেলার পার্টিতে যেতে হবে আমাকে।'

'দশ মিনিটই আমার জন্য যথেষ্ট। মাদাম, শাইতানার বাড়ির যে কামরায় ব্রিজ খেলছিলেন, সেটার একটা বর্ণনা দিতে পারেন?'

চোখ কপালে উঠল মিসেস লরিমারের।

'কী আশ্চর্য একটা প্রশ্ন! আমি কিন্তু এর কোন যৌক্তিকতা

দেখতে পাচ্ছি না।'

'মাদাম, আপনি তো ব্রিজ খেলায় দক্ষ। মনে করুন, খেলার সময় যদি কেউ আপনাকে প্রশ্ন করে, কেন খেললেন টেক্কাটা? অথবা যদি জানতে চায়, রাজা না খেলে রাণী খেলায় যে আপনার সুবিধা হবে–সেটা কী করে বুঝলেন, তা হলে উত্তর দিতে পারবেন? ব্যাপারটা বিরক্তিকর হবে না?'

হাসলেন 'মিসেস লরিমার। 'বোঝাতে চাইছেন, এই খেলায় আপনি দক্ষ এবং আমি নবিশ, এই তো? বেশ।' এক মিনিট ভেবে আবার শুরু করলেন। 'ঘরটা বেশ বড় ছিল। জিনিসপত্রের কমতি ছিল না।'

'কয়েকটা জিনিসের বর্ণনা দিতে পারবেন?'

'কাচের পাত্রে কিছু ফুল ছিল–আধুনিক... বেশ সুন্দর... কয়েকটা চাইনিজ আর জাপানিজ ছবিও ছিল। আর ছিল ছোট-ছোট কিছু লাল টিউলিপ–এখনও কিন্তু ওগুলো ঠিকঠাকমত ফোটার সময় হয়নি।'

'আর কিছু?'

'মনে তো পড়ছে না।'

'আসবাব–আচ্ছা, ওগুলোর আচ্ছাদনের রঙ মনে আছে?'

'সিল্ক টাইপের কিছু একটা ছিল, এতটুকুই কেবল বলতে পারি।'

'ছোট-ছোট জিনিসগুলোর কথা মনে নেই?'

'নাহ্। অনেক কিছু ছিল। মনে হচ্ছিল, যেন কোন সংগ্রাহকের ঘরে এসে পড়েছি!'

ক্ষণিক নীরবতার পর মিসেস লরিমার হেসে বললেন, 'খুব একটা সাহায্য করতে পারলাম না বোধহয়।'

'আরেকটা প্রশ্ন,' ব্রিজের স্কোরগুলো বের করলেন পোয়ারো। 'এগুলো দেখুন। কোন্ দানে কী খেলা হয়েছিল, ডাক কেমন ছিল–এসব মনে আছে?'

'একটু ভাবতে দিন।' আগ্রহী দেখাল মিসেস

লরিমারকে। কাগজের দিকে ঝুঁকলেন তিনি। 'প্রথম রাবারের কাগজ এটা। আমি আর মিস মেরেডিথ বনাম পুরুষরা। প্রথম দানের ডাক ছিল, চার ইশকাপন। আমরা তুলতে পেরেছিলাম। পরের ডাক ছিল, দুটো রুইতন; ডা. রবার্টস এক ট্রিকে পিছিয়ে যান এই দানে।

'তৃতীয় দানে ডাকাডাকি হয়েছিল অনেক। মিস মেরেডিথ পাস করলেন। মেজর ডেসপার্ড ডাকলেন হরতনে এক। আমি পাস করে দিলাম। ডা. রবার্টস একলাফে চিড়ায় তিন ডাকলেন। মিস মেরেডিথ ডাকলেন ইশকাপনে তিন। এবার মেজর ডেসপার্ড যোগ দিলেন—রুইতনে চার। আমি ডাবল দিলাম। ডা. রবার্টস হরতনে চার ডেকে খেলা নিলেন। কিন্তু তুলতে পারলেন না।'

'অসাধারণ!' বললেন পোয়ারো। 'অসাধারণ স্মৃতিশক্তি আপনার।'

তাঁকে পাত্তা না দিয়ে বলে চললেন মিসেস লরিমার। 'পরেরবার মেজর ডেসপার্ড পাস দিলেন। আমি একটা নো ট্রাম্প ডাকলাম। ডা. রবার্টস ডাকলেন হরতনে তিন। আমার পার্টনার কিছুই বলল না। ডেসপার্ড তাঁর পার্টনারকে চারে তুলে দিলেন। আমি ডাবল দিলাম, এবারও তাঁরা পারলেন না। এরপর আমার বাঁটার পালা; ইশকাপনে চারের ডাক দিয়ে তুলতে ব্যর্থ হলাম।'

পরের কাগজটা তুলে নিলেন তিনি।

'ওটা পড়তে কষ্ট হতে পারে,' বললেন পোয়ারো। 'মেজর ডেসপার্ড কাটাকাটি করে স্কোর রাখেন।'

'আমার যতদূর মনে পড়ে, উভয় পক্ষই পঞ্চাশ পেছনে থেকে শুরু করেছিল। তারপর ডা. রবার্টস রুইতনে পাঁচের ডাক দিলেন। আমরা ডাবল দিয়ে তাঁকে দুই ট্রিকে পিছিয়ে দিলাম। তারপর আমরা চিড়ায় তিনের একটা ডাক তুললাম। এরপর সবাই ইশকাপনের পেছনে লাগল। চিড়ায় পাঁচ ডেকে

পরের দান জিতেছিলাম। তারপর আমরা পিছিয়ে পড়লাম একশ' পয়েন্টে। যা-ই হোক, চিড়ায় চারের খেলা তুলে জিতেছিলাম এই রাবার।'

পরের স্কোরটা তুললেন মিসেস লরিমার।

'এই রাবারে রীতিমত যুদ্ধ লেগে গিয়েছিল; আমার মনে আছে। শুরু হয়েছিল বেশ শান্তভাবে। মেজর ডেসপার্ড এবং মিস মেরেডিথ হরতনে এক ডেকেছিলেন। ইশকাপনে চার আর হরতনে চার ডেকে হারলাম একশ' পয়েন্ট। পরের দানে প্রতিপক্ষকে থামাতে পারলাম না। এরপর নো ট্রাম্পে জিতলাম একটা। তারপর শুরু হলো আসল খেলা। একবার আমরা হারি তো একবার ওঁরা। ডা. রবার্টস বাড়িয়ে ডাকলেন, তবে দু'একবার ছাড়া হারেননি। কাজে দিয়েছিল তাঁর বুদ্ধি, কেননা ডাক শুনেই কয়েকবার মিস মেরেডিথ ভয়ে ডাক ছেড়ে দিয়েছিলেন। এরপর ইশকাপনের দুই ডাকলেন, আমি পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলাম–রুইতনে তিন ডেকে। তারপর তিনি ডাক বাড়ালেন–নো ট্রাম্পে চার। আমিও কি আর কম যাই? ইশকাপনে পাঁচ ডাকলাম। এরপরই ডাক্তার সাহেব লাফ দিয়ে ডাকলেন, রুইতনে সাত। আমাদেরকে ডাবল দিল প্রতিপক্ষ, অমন ডাক দেয়ার পর কি আর ছাড়া যায়! কিন্তু কী আশ্চর্য, জিতে গেলাম আমরা! ভাবিনি ডাক তুলতে পারব। হরতনের খেলা দিয়ে শুরু হলেই আর পারতাম না। বেশ উত্তেজনাকর ছিল খেলাটা।'

'আহ্, গ্র্যাণ্ড স্ল্যাম! আমি অবশ্য এসব থেকে দূরেই থাকি। অল্প-স্বল্প ডাকের খেলা তুলতে পারলেই খুশি।'

'বলেন কী! এমন করাটা কিন্তু অনুচিত,' উদ্দীপনার সঙ্গে বললেন মিসেস লরিমার। 'খেলাটাকে তার নিজস্ব নিয়মেই খেলা উচিত।'

'ঝুঁকি নিতে বলছেন?'

'ঠিকমত ডাকলে আবার ঝুঁকি কোথায়? হিসেব কষে

ডাকতে হয়, বুঝলেন? তবে আফসোসের কথা, খুব কম খেলোয়াড়ই সেটা পারে। শুরুর ডাকটা ঠিকমতই ডাকে, তারপর হিসাব খুইয়ে বসে! জেতার মত তাস, আর হারা অসম্ভব–এমন তাসের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। যা-ই হোক, ব্রিজ খেলার উপরে লম্বা-চওড়া ভাষণ দিয়ে আপনাকে আর বিরক্ত করব না, মসিয়ে পোয়ারো।'

'দিলে অবশ্য মন্দ হতো না, আমার খেলা তো উন্নত হতো!'

আবার স্কোরের দিকে মন দিলেন মিসেস লরিমার। 'উত্তেজনাকর এই দানের পর আবার ঝিমিয়ে গিয়েছিল খেলা। চতুর্থ কাগজটা আছে নাকি? হ্যাঁ, ওটাই। এই দানে কেউই তেমন একটা জুত করতে পারছিল না।'

'অনেকক্ষণ ধরে একটানা খেললে তেমনই হয়।'

'হুম।'

কাগজগুলো গুছিয়ে নিয়ে বাউ করলেন পোয়ারো। 'মাদাম, তাসের ব্যাপারে আপনার স্মৃতিশক্তি দেখে আমি যারপরনাই অবাক হয়েছি! এককথায়–অসাধারণ। আমার তো মনে হয়, কে কোন্ দানে কোন্ তাস খেলেছিল–সেটাও আপনি চাইলে মনে করতে পারবেন।'

'সম্ভবত পারব!'

'স্মৃতিশক্তি এক অনন্য জিনিস। অতীতকে আর অতীত রাখে না। মাদাম, আমার ধারণা, ফেলে আসা জীবনের প্রতিটি স্মৃতিও আপনার মনে আছে। তাই না?'

দ্রুত পোয়ারোর দিকে তাকালেন তিনি। কালো চোখে বিস্মিত দৃষ্টি।

তবে সেটা মাত্র এক মুহূর্তের জন্য, তারপরই আবার নিজেকে সামলে নিলেন তিনি। তবে পোয়ারোর কোন সন্দেহ নেই–তাঁর ছোঁড়া ঢিল জায়গামতই লেগেছে।

উঠে দাঁড়ালেন মিসেস লরিমার। 'এখন যে যেতে হয়।

মাফ করবেন; আর সময় দিতে পারছি না।'

'ঠিক আছে। কোন ব্যাপার না। আপনার সময় নষ্ট করলাম, সেজন্য ক্ষমা চাইছি।'

'আপনাকে সাহায্য করতে পারলাম না, এজন্য আমিও দুঃখিত।'

'কী যে বলেন, অনেক সাহায্য করেছেন!' বললেন পোয়ারো।

'আমার তো তা মনে হয় না,' দৃঢ় কণ্ঠে বললেন ভদ্রমহিলা।

'আসলেই করেছেন। যা জানার দরকার ছিল, তা জেনেছি।'

আর কোন প্রশ্ন করলেন না মিসেস লরিমার।

হাত বাড়িয়ে দিলেন পোয়ারো। 'আপনার সৌভাগ্য কামনা করছি।'

হাত মেলাতে গিয়ে বললেন ভদ্রমহিলা, 'আপনি একজন অসাধারণ মানুষ, মসিয়ে পোয়ারো।'

'ঈশ্বর আমাকে যেভাবে বানিয়েছেন, আমি তেমনই।'

'আমরা সবাই-ই তেমন।'

'না, মাদাম। কেউ কেউ চেষ্টা করতেন আরও উন্নত হতে। এই যেমন মি. শাইতানা।'

'মানে?'

'আকর্ষণীয় বস্তু এবং অ্যান্টিকের প্রতি আগ্রহ ছিল ভদ্রলোকের। সেটাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত ছিল তাঁর। কিন্তু আফসোস, তিনি অন্য বস্তু সংগ্রহের নেশায় পাগল হয়ে গেলেন। বলা যায়... চমকপ্রদ কিছু বস্তু!'

'আপনার কি মনে হয় না, ভদ্রলোকের স্বভাবই অমন ছিল?'

গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন পোয়ারো।

'শয়তানের চরিত্রে দক্ষতার সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন

তিনি। কিন্তু খোদ শয়তান তো আর ছিলেন না। না, না–আমি তো বলব একেবারে হদ্দ বোকা ছিলেন। সেজন্যই মরতে হলো বেচারাকে।'

'হদ্দ বোকা ছিলেন, সেজন্য?'

'পাপকে কখনও ক্ষমা করা হয় না, মাদাম। সেটার শাস্তি সর্বদাই পেতে হয়।'

কিছুক্ষণ নীরবতার পর পোয়ারো বললেন, 'আমি বিদায় নিচ্ছি। আপনার আন্তরিকতার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ, মাদাম। আপনি নিজে আমাকে ডেকে না পাঠালে, আর বিরক্ত করতে আসব না।'

ভ্রু কুঁচকে গেল ভদ্রমহিলার। 'এ কী বললেন, মসিয়ে? আমি আপনাকে ডেকে পাঠাব কেন?'

'পাঠাতেও পারেন। আমার ধারণা আরকী। তবে হ্যাঁ, ডাকলে আমি অবশ্যই আসব। কথাটা মনে রাখবেন।'

আরেকবার বাউ করে ঘর ছাড়লেন তিনি।

রাস্তায় নেমে বিড়বিড় করে নিজেকেই শোনাতে লাগলেন, 'আমার কোন ভুল হয়নি... সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত... ঠিক এভাবেই ঘটেছিল পুরো ব্যাপারটা!'

বারো

অ্যান মেরেডিথ

নিজের ছোট্ট, দুই সিটের গাড়িটি থেকে বেশ কসরত করেই নামলেন মিসেস অলিভার। আধুনিক গাড়ি নির্মাতাদের

ধারণা, শোলার মত পা-ধারী মানুষেরাই আজকাল কেবল স্টিয়ারিং হুইলের পেছনে বসে। তারচেয়ে বড় কথা, কিছুটা নিচু হয়ে বসাই এখনকার ফ্যাশন। তাই মাঝবয়সী কোন স্বাস্থ্যবতী মহিলার ওতে ঢুকতে-বেরোতে বেশ কষ্টই হয়। মাঝেমধ্যে তো মনে হয়–অতিমানবিক একটা কাজই করে ফেলেছেন!

এই মুহূর্তে পাশের সিটে পড়ে আছে একগাদা মানচিত্র, একটা ব্যাগ, তিনটা বই এবং এক ব্যাগ আপেল। তাই বেরনোটা আরও বেশি কষ্টসাধ্য হয়েছে।

আপেলের প্রতি দুর্বলতা আছে মিসেস অলিভারের। কখনও কখনও এক বসায় পাঁচ পাউণ্ড অবধি খেয়ে ফেলেন!

বলতে গেলে অনেকটা লাথি মেরেই দরজাকে হার মানালেন মিসেস অলিভার। পরক্ষণেই তাঁকে দেখা গেল ওয়েনডন কটেজের দরজার সামনে, চারপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে আধ-খাওয়া আপেল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথার হ্যাট ধরে নাড়লেন তিনি। অদ্ভুতভাবে বেঁকে গিয়ে মাথায় আটকে রইল ওটা। এরপর অবচেতন মনে বের করে আনলেন লণ্ডন থেকে আনা হাই-হিলের জুতো। ওয়েনডন কটেজের দরজা খুলে দাঁড়ালেন ওটার সদর দরজার সামনে।

অন্য কেউ হলে হয়তো শুধু ঘণ্টি বাজিয়েই ক্ষান্ত দিত। তবে মিসেস অলিভার তো আর সাধারণ কেউ নন, তাই একইসঙ্গে দরজায় নকও করতে লাগলেন তিনি।

তবে কোন প্রতিক্রিয়া হলো না দেখে, আবারও করলেন কাজটা।

প্রায় দেড় মিনিট ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন ওখানটায়, তারপর হেঁটে চলে এলেন দালানটার একপাশে।

ছোট একটা বাগান দেখতে পেলেন তিনি, কয়েকটা মন খারাপ করা ডেইজি এবং জীবন ধারণের আপ্রাণ চেষ্টায় ব্যস্ত

গোটা কয়েক ক্রিসেনথিমাম ফুটে রয়েছে।

তার ওপাশেই খোলা মাঠ, মাঠের পর নদী। অক্টোবরের দিন হলেও, সূর্য এখনও বেশ তেতে আছে।

মাঠের ভেতর দিয়ে হেঁটে আসছে দুটি মেয়ে, বাড়ির দিকেই আসছে ওরা। বাগানের দরজাটার কাছে আসা মাত্রই থমকে দাঁড়াল সামনে থাকা মেয়েটা।

এগিয়ে গেলেন মিসেস অলিভার।

'কেমন আছ, মিস মেরেডিথ? আমার কথা মনে আছে তো?'

'অ... অবশ্যই,' দ্রুত হাত বাড়িয়ে দিল অ্যান মেরেডিথ। অবাক বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে আছে চোখজোড়া। এক মুহূর্ত পরেই সামলে নিল নিজেকে।

'আমার সঙ্গে থাকে... আমার বান্ধবী–মিস ডস। রোডা, ইনি হচ্ছেন মিসেস অলিভার।'

অন্য মেয়েটা লম্বা, প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর। উত্তেজনা-মাখা কণ্ঠে বলল, 'আপনি নিশ্চয়ই আরিয়াদনে অলিভার?'

'একদম ঠিক ধরেছ,' বললেন মিসেস অলিভার। তারপর অ্যানের দিকে ফিরে যোগ করলেন, 'চলো, কোথাও গিয়ে বসা যাক। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে আমার।'

'অবশ্যই। চা খাওয়ার সময়ও হয়ে এসেছে–'

'চা-টা পরেও খাওয়া যাবে,' বললেন মিসেস অলিভার।

প্রায় ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যাওয়া কিছু বেতের চেয়ারের দিকে তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল অ্যান।

মিসেস অলিভার সবচেয়ে মজবুত চেয়ারটা বেছে নিয়েই বসলেন। এ ধরনের আসবাবের সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে আগে থেকেই; তাই খামোকা আর ঝুঁকি নিতে চাইলেন না।

'এবার, বাছারা,' বললেন তিনি। 'সরাসরি কাজের কথায় আসা যাক। সেদিন রাতের খুনের কথাই বলছি। দ্রুতই কিছু

একটা করতে হবে আমাদের।'

'কিছু একটা করতে হবে?' প্রশ্ন করল অ্যান।

'অবশ্যই। তোমার কথা জানি না, তবে খুনিকে আমি ঠিক ধরে ফেলেছি। ওই ডাক্তার... কী যেন নাম? রবার্টস! হুম, রবার্টসই করেছে খুনটা। নামটাও দেখো, ওয়েলশদের মত! আমি আবার ওয়েলশদের একদমই পছন্দ করি না। আমার এক ওয়েলশ নার্স ছিল, বুঝলে? একদিন হ্যারোগেটে নিয়ে গিয়েছিল আমাকে, তারপর মনের ভুলে ওখানেই ফেলে এসেছিল! তাই বলছি... থাক মহিলার কথা। রবার্টসই খুন করেছে–এতে আমার কোন সন্দেহ নেই। তোমাদের কাছে এসেছি সাহায্য চাইতে। সবার মাথা এক করে ব্যাপারটা আমাদের প্রমাণ করতে হবে।'

আচমকা হেসে ফেলল রোডা ডস, পরক্ষণেহ লাল হয়ে গেল।

'ক্ষমা চাইছি, কিন্তু আপনাকে দেখে অবাক হয়েছি। যেমনটা ভেবেছিলাম, আপনি একদমই তেমন নন।'

'আশাহত হয়েছ নিশ্চয়ই,' শান্ত ভঙ্গিতে মন্তব্য করলেন মিসেস অলিভার। 'আমি তাতে অভ্যস্ত। বাদ দাও সে কথা, রবার্টসের অপরাধ কীভাবে প্রমাণ করা যায়–তা-ই বলো।'

''কীভাবে?' পুতুলের মত মুখ করে বলল অ্যান।

'আহ্, কানে মোম দিয়ে রেখেছ নাকি, অ্যান?' চিৎকার করে উঠল প্রায় রোডা। 'মিসেস অলিভার দারুণ একটা কথা বলেছেন; এসব উনি ভালই বোঝেন। সভেন জারসন যা করে, তিনিও ঠিক তা-ই করবেন।'

নিজের সৃষ্টি, বিখ্যাত ফিনিস গোয়েন্দার নাম শুনে কিছুটা লজ্জাই পেলেন মিসেস অলিভার। 'কাজটা যে করতেই হবে, বাছা। কারণটাও বলে দিই। লোকে তোমাকে সন্দেহ করুক–তা নিশ্চয়ই তুমি চাও না।'

'মানুষ আমাকে সন্দেহ করবে কেন?' লাল হয়ে উঠতে

শুরু করেছে অ্যান।

'মানুষের তো কাজই এটা!' বললেন মিসেস অলিভার। 'যে খুন করেছে, তার মতই মানুষ অন্য তিনজনকেও সন্দেহ করবে।'

ধীরে ধীরে বলল অ্যান মেরেডিথ, 'কিন্তু আমার কাছে কেন এলেন, তা বুঝতে পারছি না, মিসেস অলিভার।'

'কেননা আমার মতে, অন্য দু'জনের কোন গুরুত্ব নেই। মিসেস লরিমার সেই মহিলাদের মধ্যে একজন, যাঁরা সারাদিন ব্রিজ খেলে বেড়ান। ওরকম মহিলাদের কোন সাহায্যের দরকার হয় না–নিজেরটা তাঁরা ভালমতই সামলাতে পারেন। তারচেয়ে বড় কথা, মহিলা বৃদ্ধা। মানুষজন তাকে সন্দেহ করলেই বা কী? যুবতী মেয়েদের ব্যাপারটা পুরোপুরিই আলাদা। সামনে তাঁদের পুরোটা জীবনই তো পড়ে আছে।'

'আর মেজর ডেসপার্ড?' জানতে চাইল অ্যান।

'ধুর!' বললেন মিসেস অলিভার। 'পুরুষ মানুষ–ওদের নিয়ে আমি মাথাই ঘামাই না। নিজেরটা নিজে দেখতে না পারলে আবার পুরুষ কীসের? আর তা ছাড়া, মেজর ডেসপার্ডের তো উত্তেজনাকর জীবনই চাই। ঘরে বসে সেই উত্তেজনা পাচ্ছেন, ইরাওয়াডি বা লিম্পোপোতে যেতে হচ্ছে না। জায়গার নাম ঠিকঠাক বললাম তো? না বললে নেই, তোমরা বুঝলেই হলো। নাহ্, ওই দু'জনকে নিয়ে আমি মোটেও মাথা ঘামাতে রাজি নই।'

'আপনার অনেক দয়া,' শান্ত গলায় বলল অ্যান।

'কী বাজে একটা ঘটনা,' বলল রোডা। 'অ্যান তো পুরো ভেঙে পড়েছে, মিসেস অলিভার। মানসিকভাবে বড়ই স্পর্শকাতর মেয়েটা। আমার ধারণা–আপনি ঠিকই বলেছেন। এখানে বসে বসে অযথা দুশ্চিন্তা করার চাইতে, কিছু একটা করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।'

'তা তো বটেই,' বললেন মিসেস অলিভার। 'সত্যি কথা

বলতে কী, এর আগে সামনা-সামনি কোন খুনের ঘটনা দেখিনি আমি। আরও একটা সত্যি কথা বলি–বাস্তব জীবনে এসব খুনোখুনি আমার ভালও লাগে না। তাই বলে হার মানতে রাজি নই আমি; রাজি নই পুরুষ তিনজনকে সব মজা নিতে দিতেও। আমি সবসময়ই বলি, আজ যদি স্কটল্যাণ্ডে ইয়ার্ডে কোন মহিলা প্রধান থাকত...'

'তাই?' সামনের দিকে ঝুঁকে এল রোডা। 'আপনি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের প্রধান হলে কী করতেন?'

'এক্ষুণি ডা. রবার্টসকে গ্রেফতার করতাম–'

'আর?'

'কথা হচ্ছে, আমি তো স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের প্রধান নই,' নিজেকে সামলে নিলেন মিসেস অলিভার। 'আমি একজন বেসামরিক মানুষ–'

'আপনি আর দশজন সাধারণ মানুষের মত বেসামরিক মানুষ নন,' প্রশংসার সুরে বলল রোডা।

'আমরা তিনজনই,' বলেই চললেন মিসেস অলিভার। 'বেসামরিক মানুষ–তিন নারী। এসো দেখি, আমাদের তিন মাথা এক করে কোন উপায় বের করতে পারি কি না।'

চিন্তিতভাবে মাথা নাড়ল অ্যান মেরেডিথ। তারপর বলল, 'আপনার কেন ডা. রবার্টসকে সন্দেহ হলো?'

'দেখেই বোঝা যায়–লোকটা অমন।' এক মুহূর্তও নষ্ট না করে জবাব দিলেন মিসেস অলিভার।

'আপনার কি মনে হয় না যে–' ইতস্তত করল অ্যান। 'একজন ডাক্তারের পক্ষে–মানে বিষ-টিষ ব্যবহার করাটাই তাঁর জন্য সহজ হতো না?'

'একদম না। বিষ... অথবা যে-কোন ধরনের ওষুধ ব্যবহার করলে প্রথম সন্দেহটা তার ওপরেই গিয়ে পড়ত। নাহ্, ডাক্তার বলেই ওরকম কোন উপায় পরিহার করে চলার কথা তার।'

'বুঝলাম,' কণ্ঠ শুনে বোঝা গেল যে সন্দেহ এখনও যায়নি অ্যানের। 'কিন্তু তিনি মি. শাইতানাকে কেন খুন করতে চাইবেন, বলুন তো? কিছু মাথায় আসছে?'

'মাথায় তো হাজারটা সম্ভাবনার কথা আসছে। আসলে সেটাই সবচেয়ে বড় সমস্যা। এক সময়ে কেবল একটা প্লট নিয়ে ভাবতে পারি না আমি, চার-পাঁচটা নিয়ে ভাবতে হয়। ওগুলোর মধ্য থেকে যে-কোন একটাকে বেছে নেয়াটাই ঝামেলার। এই খুনের পেছনে ছয়টা অসাধারণ কারণ দেখাতে পারি আমি। কিন্তু কোন্‌টা যে সঠিক–সেটা আমার জানার কোন উপায় নেই।

'হয়তো শাইতানা মহাজন ছিলেন; চেহারায় কিন্তু তেল-চিকনাই ছিল তাঁর! রবার্টস তাঁর কাছ থেকে ধার করতে করতে একেবারে আকণ্ঠ ডুবে গিয়েছিল। সেটা শোধ করতে পারবে না বলেই খুনটা করেছে।

'আবার এমনও হতে পারে যে হয়তো শাইতানা তার বোন বা মেয়ের ইজ্জত নষ্ট করেছেন। হয়তো রবার্টস একসঙ্গে দুই বউ পালছে, সেটা জেনে গিয়েছিলেন শাইতানা। আর কে জানে, হয়তো ডাক্তার ব্যাটাই ফুসলিয়ে-ফাসলিয়ে বিয়ে করেছে শাইতানার কোন আত্মীয়াকে। এখন সব সম্পত্তি সে-ই পাবে। হয়তো–কয়টা কারণ হলো?'

'চারটা,' জানাল রোডা।

'আরেকটা ভাল কারণ শোন তা হলে–শাইতানা হয়তো রবার্টসের অতীত জীবনের কোন ঘটনা জানতেন। মনে আছে কি না জানি না, ভদ্রলোক কিন্তু খাবার টেবিলে বসে একটা অদ্ভুত কথা বলেছিলেন।'

প্রজাপতি নিয়ে খেলছিল অ্যান, থেমে গেল। 'মনে পড়ছে না।'

'কী বলেছিলেন?' আগ্রহ খেলে গেল রোডার কণ্ঠে।

'কী যেন... বিষ প্রয়োগ আর দুর্ঘটনা নিয়ে বলেছিলেন।

মনে নেই আসলেই?'

বেতের চেয়ারের হাতল আঁকড়ে ধরল অ্যানের বাঁ হাত।

'ওরকম কোন কথা তো মনে পড়ছে না,' শান্ত জবাব মেয়েটির।

আচমকা বলল রোডা, 'একটা কোট নিয়ে এসো, এখন কিন্তু গ্রীষ্মকাল চলছে না।'

মাথা নাড়ল অ্যান। 'আমার যথেষ্ট গরম লাগছে।' কিন্তু বলতে বলতেই কেঁপে উঠল বেচারি।

'আমার ধারণা,' বললেন মিসেস অলিভার। 'ডাক্তারের অতীত খুঁড়লে দেখা যাবে–ব্যাটার কোন রোগী ভুলক্রমে বিষ খেয়ে মারা যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটা ছিল রবার্টসেরই কৃতকর্ম। ওই উপায়ে সে মানুষ খুন করতেই পারে, সম্ভবত অনেককে করেছেও।'

আচমকা লাল হয়ে গেল অ্যানের গাল। 'ডাক্তাররা তা হলে তাঁদের রোগীদেরকে এভাবে পাইকারী হারে খুন করে? প্র্যাকটিসে ঘাটতি পড়বে না?'

'কারণ ছাড়া মারে না নিশ্চয়ই,' মিসেস অলিভার বললেন।

'আমার তো মনে হয়, এই ধারণাটা একেবারেই অমূলক,' কাটা-কাটা স্বরে বলল অ্যান। 'বেশি নাটকীয় হয়ে যাচ্ছে।'

'ওহ্, অ্যান!' রোডা ক্ষমা-প্রার্থনার ভঙ্গিতে বলে উঠল। মিসেস অলিভারের দিকে চলে গেল তার দৃষ্টি। যেন চোখের ভাষায় বলতে চাইছে–দয়া করে মাফ করে দিন!

'আমার তো মনে হচ্ছে, আপনি ঠিক আন্দাজটাই করেছেন, মিসেস অলিভার,' রোডা আন্তরিকভাবেই বলল। 'একজন ডাক্তার তো চাইলেই আলামত রাখে না, এমন জিনিস পেতে পারে–তাই না?'

'ওহ্!' আঁতকে উঠল অ্যান।

সঙ্গে সঙ্গে ওর দিকে তাকাল অন্য দু'জন।

'একটা কথা মনে পড়েছে,' বলল সে। 'মি. শাইতানা গবেষণাগার আর একজন ডাক্তারের কোন একটা সম্পর্কের কথা বলছিলেন। হয়তো এই কথাটাই বোঝাতে চেয়েছেন!'

'এ কথা মি. শাইতানা বলেননি,' মাথা নাড়লেন মিসেস অলিভার। 'মেজর ডেসপার্ড বলেছিলেন।'

বাগানে হওয়া পদশব্দ তাঁর মনোযোগ কেড়ে নিল, সেদিকে তাকালেন তিনি।

'আরেহ্! বহু বছর বাঁচবেন ভদ্রলোক!' বললেন তিনি।

মেজর ডেসপার্ড ঠিক তখনই দালানের এ-পাশে এসে উপস্থিত হয়েছেন!

তেরো

দ্বিতীয় অতিথি

মিসেস অলিভারকে দেখে অবাকই হলেন মেজর ডেসপার্ড। তাঁর রোদে পোড়া চেহারাটা কেমন যেন লাল হয়ে গেল। অ্যানের দিকে এগিয়ে এলেন তিনি।

'ক্ষমা চাইছি, মিস মেরেডিথ,' বললেন তিনি। 'ঘণ্টি বাজালাম অনেকক্ষণ। কিন্তু উত্তর না পেয়ে এদিকে আসতে বাধ্য হলাম। আপনার খোঁজ-খবর নিতে এসেছি।'

'আরেহ্ না, ক্ষমা তো আমারই চাওয়ার কথা,' বলল অ্যান। 'আমাদের স্থায়ী কোন পরিচারিকা নেই—সকালে একজন মহিলা এসে খুচরো কিছু কাজকর্ম করে দেয়।'

রোডার সঙ্গে মেজরকে পরিচয় করিয়ে দিল মিস মেরেডিথ।

'আসুন, চা পান করা যাক,' বলল মেয়েটি। 'ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করেছে, বাড়ির ভেতরে বসলেই ভাল হবে।'

যেই কথা, সেই কাজ। রান্নাঘরে উধাও হয়ে গেল রোডা।

মিসেস অলিভার বললেন, 'কী আশ্চর্য–আপনার সঙ্গে এখানে দেখা হবে তা ভাবতেই পারিনি।'

ধীরেসুস্থে জবাব দিলেন ডেসপার্ড, 'আমিও না,' চিন্তিত চোখজোড়া স্থির হলো মিসেস অলিভারের চোখের ওপর।

'মিস মেরেডিথকে বলছিলাম,' আরিয়াদনে যে এসব উপভোগ করছেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। '–যে আমাদের একটা পরিকল্পনা সাজানো উচিত। মি. শাইতানার খুনিকে পাকড়াও করার জন্য আরকী। ডাক্তার লোকটাই যে খুন করেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আপনি নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে একমত?'

'বলতে পারছি না। খুব বেশি তথ্য নেই হাতে।'

হায় রে, পুরুষ!–ধরনের একটা মুখভঙ্গি করলেন মিসেস অলিভার।

কিছুটা স্থবির হয়ে এসেছে আবহ। রোডা যখন চা নিয়ে ফিরে এল তখন মিসেস অলিভার বললেন, তাঁকে শহরে ফিরতে হবে। আতিথেয়তার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে, চা পান না করেই বিদায় নিলেন তিনি।

'আমার একটা কার্ড তোমার জন্য রেখে যাচ্ছি,' বললেন তিনি। 'আমার ঠিকানাও আছে। শহরে এলেই আমার সঙ্গে দেখা করবে। দেখি, আলাপ-আলোচনা করে ব্যাপারটার একটা গতি করা যায় নাকি।'

'আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি,' বলল রোডা।

দুই লেডি সদর দরজার কাছে পৌঁছেছে কি

পৌঁছায়নি–এমন সময় পেছন থেকে দৌড়ে এল অ্যান।

'একটা কথা ভাবছিলাম,' মেয়েটার পাণ্ডুর মুখে খেলা করছে রাজ্যের দৃঢ়তা।

'কী, বাছা?'

'এত ঝামেলা পোহাবার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, মিসেস অলিভার। তবে আমি আসলে এসবে জড়িয়ে পড়তে চাই না। ব্যাপারটা ভুলে যেতে পারলেই খুশি হই।'

'সমস্যা হলো, বাছা–তোমাকে কি ভুলতে দেয়া হবে?'

'আমি জানি যে, পুলিস তা করবে না। সম্ভবত এখানে এসে আমাকে আরও অনেক প্রশ্ন করবে। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমি এসবে জড়াতে চাই না। বলতে পারেন, আমি ভীরু। তবে এটাই আমার মনের কথা।'

'ওহ্, অ্যান!' রীতিমত আর্তনাদ করে উঠল রোডা ডস।

'তোমার মনের কথাটা বুঝতে পারছি, তবে কাজটা কিন্তু ঠিক বুদ্ধিমতীর মত হচ্ছে না,' বললেন মিসেস অলিভার। 'পুলিসকে সাহায্য না করলে, ওরা কোনদিনই এই রহস্য ভেদ করতে পারবে না!'

শ্রাগ করল অ্যান মেরেডিথ। 'তাতে কি আসলে কিছু যায়-আসে?'

'অবশ্যই যায়-আসে,' আবারও চিৎকার করল রোডা। 'তাই না, মিসেস অলিভার?'

'আমার তো সেটাই মনে হয়,' শুষ্ক কণ্ঠে জবাব দিলেন আরিয়াদনে।

'আমি একমত নই,' একগুঁয়ে কণ্ঠে জবাব দিল অ্যান। 'আমাকে যারা চেনে–তারা কেউ এই খুনের জন্য আমাকে সন্দেহ করবে না। তাই নাক গলানোর কোন কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি না। যার কাজ, তারই সাজে–তাই পুলিসকে তাদের মত করে এগোতে দেয়া যাক।'

'আহ্, অ্যান, তুমি না–একেবারে একটা পুতুল!' মন্তব্য করল রোডা।

'মনের কথাটাই বললাম,' হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল অ্যান। 'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, মিসেস অলিভার। আপনি কষ্ট করেছেন–এটা আপনার মহত্ত্ব।'

'তোমার যদি সেরকমই মনে হয়,' উৎফুল্ল কণ্ঠেই বললেন মিসেস অলিভার। 'তা হলে আর আমার কিছু বলার নেই। তবে আমি চুপচাপ বসে থাকব না। বিদায়, বাছা। যদি মন পরিবর্তন করো, তা হলে লণ্ডনে এসে দেখা করে যেয়ো!' গাড়িতে উঠে ইঞ্জিন চালু করলেন ভদ্রমহিলা।

কিন্তু তিনি দূরে যাওয়ার আগেই, আচমকা দৌড়ে গাড়ির পাশে গিয়ে দাঁড়াল রোডা। 'লণ্ডনে দেখা করার কথাটা কি শুধু অ্যানকে উদ্দেশ্য করেই বললেন?' জানতে চাইল সে। 'নাকি আমি তাতে–'

'তোমাদের দু'জনের কথাই বলেছি।'

'ওহ্, ধন্যবাদ। হয়তো কোনদিন–আসব সত্যিই।'

কথাটা বলে অ্যানের কাছে ফিরে এল সে, সদর দরজার পাশে।

'এসব কী–' বলতে শুরু করল অন্য মেয়েটি।

'অদ্ভুত এক মহিলা, তাই না?' প্রবল উৎসাহে বলতে লাগল রোডা। 'আমার বেশ পছন্দ হয়েছে। দেখেছ নাকি ওঁর মোজাগুলো? দুই জোড়ার দুটো পরে এসেছিলেন; কী অদ্ভুত, তাই না? দারুণ বুদ্ধিমতী এই মিসেস অলিভার। হতেই হবে–এতগুলো গোয়েন্দা উপন্যাস যে লিখেছেন! পুলিস এবং অন্য সবাই যেখানে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে, সেখানে যদি তিনি সফল হন, তা হলে কী মজাটাই না হবে!'

'এখানে কেন যে এলেন মিসেস অলিভার!' বলে ফেলল অ্যান।

বিস্ফারিত চোখে জবাব দিল রোডা, 'সেকথা তো তিনি

বললেনই–'

অধৈর্য হয়ে হাত নাড়ল অ্যান। 'ভেতরে চলো, ভদ্রলোককে বসিয়ে রেখে এসেছি।'

'মেজর ডেসপার্ডকে? দারুণ সুদর্শন কিন্তু ভদ্রলোক। তাই না?'

'তা বলা যায়।'

একসঙ্গে হাঁটতে লাগল দু'জন।

মেজর ডেসপার্ড দাঁড়িয়ে ছিলেন ম্যান্টলপিসের পাশে, চায়ের কাপ হাতে। অ্যান ক্ষমা-প্রার্থনা শুরু করতেই থামিয়ে দিলেন ওকে, 'মিস মেরেডিথ, এরকম আচমকা কেন এসে উপস্থিত হলাম, সেটা আপনাকে বলতে চাই।'

'ওহ্–কিন্তু–'

'বলেছিলাম: এদিক দিয়েই যাচ্ছিলাম–কথাটা আসলে মিথ্যে। ইচ্ছে করেই এসেছি আপনার কাছে।'

'আমার ঠিকানা জানলেন কী করে?' অ্যান হালকা স্বরে জানতে চাইল।

'সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটলের কাছ থেকে নিয়েছি।'

নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে যেন কুঁকড়ে গেল মেয়েটি।

আবার বলতে শুরু করলেন মেজর, 'ব্যাটলও এদিকেই আসছেন, তাঁকে আমি প্যাডিংটনে দেখেছি। গাড়ি বের করে তাই চলে এলাম। ট্রেনের আগেই পৌঁছেছি।'

'কিন্তু কেন?'

একটু ইতস্তত করে উত্তর দিলেন ডেসপার্ড। 'আসলে ভেবেছিলাম–আপনি একাকীই থাকেন... মানে বলতে চাইছি–দুনিয়াতে আপনার কেউ নেই।'

'আমি আছি,' উত্তর দিল রোডা।

ম্যান্টলপিসে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটির দিকে এক নজর প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকালেন ডেসপার্ড। মনোযোগ দিয়ে তাঁর সব কথা শুনছে সে।

'নিঃসন্দেহে, আপনার মত অনুগত বন্ধু আর নেই মিস মেরেডিথের,' ভদ্রতা বজায় রেখে বললেন তিনি। 'তবে ভাবলাম যে এমন পরিস্থিতিতে বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন কোন মানুষের পরামর্শ মিস মেরেডিথের কাজে দেবে। পরিস্থিতিটা সরাসরিই বলি: মিস মেরেডিথকে একটা খুনের ঘটনায় জড়িত বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। একই সন্দেহের ছায়ায় আছি আমি নিজে এবং ঘরে সেই মুহূর্তে উপস্থিত অন্য দু'জন মানুষও। এমন পরিস্থিতি খুব একটা সুখকর নয়। মিস মেরেডিথের মত একজন অনভিজ্ঞ যুবতীর জন্য তো আরও নয়। আমার মতে–আপনার এই মুহূর্তে একজন দক্ষ উকিল নিয়োগ করা উচিত। নাকি এরইমধ্যে সেটা করে ফেলেছেন?'

মাথা নাড়ল অ্যান মেরেডিথ।

'নাহ্, ওই কথা আমার মাথাতেও আসেনি।'

'এটার ভয়ই পাচ্ছিলাম আমি। কোন পরিচিত উকিল আছে? লণ্ডনের হলে ভাল হয়!'

আবারও মাথা নাড়ল অ্যান। 'কখনও দরকার হয়নি।'

'মি. ব্যারি আছেন কিন্তু,' বলল রোডা। 'অবশ্য লোকটা একেবারে বুড়ো, বোধশক্তিও হারাতে শুরু করেছেন।'

'তা হলে আগ বাড়িয়েই পরামর্শ দিই। আমার উকিল, মি. মেহার্ন খুব দক্ষ। জেকবস, পিল অ্যাণ্ড জেকবস হচ্ছে ফার্মটার আসল নাম। দারুণ দক্ষ তাঁরা।'

পাণ্ডুর দেখাল বেচারি অ্যানকে, বসে পড়ল সে। 'কাজটা কি করতেই হবে?'

'আমার পরামর্শ তেমনই। আইনি অনেক জটিলতায় যেতে হবে আপনাকে।'

'খরচ হবে নাকি অনেক?'

'ও নিয়ে ভাবতে হবে না,' বলল রোডা। 'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, মেজর ডেসপার্ড। ভাল পরামর্শই দিয়েছেন, অ্যানকে রক্ষা করতে হবে।'

'ওঁরা বেশি টাকা নেয় না,' বললেন ডেসপার্ড। পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে যোগ করলেন, 'আমার মনে হয়, এই কাজটা করা আপনার দরকার, মিস মেরেডিথ।'

'ঠিক আছে,' আস্তে আস্তে বলল অ্যান। 'আপনি যদি তাই বলেন–'

'খুব ভাল।'

উষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল রোডা, 'আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, মেজর ডেসপার্ড।'

অ্যানও বলল, 'ধন্যবাদ।' তারপর যোগ করল, 'সত্যি সত্যি সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটল আসছেন নাকি এখানে?'

'হ্যাঁ। তবে ভয় পাবেন না। আজ হোক বা কাল, তিনি আসতেনই।'

'তা আমি জানি। আসলে আমি তাঁর অপেক্ষাতেই ছিলাম।'

রোডা কিছুটা বিরক্ত হয়েই বলল, 'বেচারি মেয়েটাকে খুব কষ্ট দিচ্ছে এই ঘটনাটা। কী লজ্জার কথা–সেই সঙ্গে অবিচারও।'

ডেসপার্ড জবাব দিলেন, 'আমিও আপনার সঙ্গে একমত–ব্যাপারটা খুব বাজে আর লজ্জার। এমন একজন যুবতীকে এসবের সঙ্গে জড়ানো অবিচারও। শাইতানাকে যদি কারও খুন করতেই হয়, তা হলে অন্য কোন সময় এবং অন্য কোন স্থান বেছে নেয়া উচিত ছিল তার!'

সরাসরি জানতে চাইল রোডা, 'আপনার কী মনে হয়, খুনটা কে করেছে? ডা. রবার্টস? নাকি মিসেস লরিমার?'

নড়ে উঠল ডেসপার্ডের গোঁফ, বোঝা গেল–ভদ্রলোক হাসছেন!

'খুনি তো আমিও হতে পারি!'

'আরেহ্, না,' হেসেই উড়িয়ে দিল রোডা। 'অ্যান আর আমি জানি–আপনি কাজটা করেননি।'

স্নেহের দৃষ্টিতে দুই যুবতীর দিকে তাকালেন মেজর। আহ্, কী দারুণ একটা জোড়া!

মেরেডিথ–শান্ত, লাজুক, ভীত। তা হোক, মেহার্ন সহজেই ওকে বাঁচিয়ে আনবে। অন্যজনকে লড়াকু বললেও ভুল হবে না। বান্ধবীর জায়গায় রোডা নামের এই মেয়েটি থাকলে, এত সহজে ভেঙে পড়ত না। এদের ব্যাপারে আরও জানার আগ্রহ হলো তাঁর।

এসব অবশ্য তাঁর হৃদয়ের কথা। মুখে বললেন, 'এত সহজে সবকিছু মেনে নেয়াটা ভুল, মিস ডস। জীবনের প্রতি অন্যান্য মানুষের মত আমার অতটা শ্রদ্ধাবোধ নেই। এই যেমন সড়ক দুর্ঘটনার কথাই ধরুন। প্রকৃতপক্ষে, মানুষের জীবন সর্বদাই ঝুঁকির মুখে থাকে–সড়ক দুর্ঘটনা, জীবাণু ইত্যাদি হাজারও কারণ আছে তার মৃত্যুর। হয় এটায় মরবে, নয়তো ওটায়। আমার মনে হয়–যেই মুহূর্তে মানুষ নিজেকে নিরাপদ ভাবতে শুরু করে, ঠিক সেই মুহূর্তেই মৃত্যু হয় তার।'

'আমি কিন্তু আপনার সঙ্গে একমত,' উৎসুক কণ্ঠে বলল রোডা। 'আমারও মনে হয়–মানুষের আসলে বিপদের চোখে চোখ রেখে জীবন যাপন করা উচিত। তবে সাধারণ মানুষের জীবন আসলে একেবারেই একঘেয়ে।'

'উত্তেজনার খোরাকও মাঝেমধ্যে মেলে কিন্তু।'

'তা হয়তো মেলে। তবে সেটা আপনাদের মত মানুষের জীবনে। আপনারা তো ইচ্ছা করে বাঘের গুহায় মাথা ঢুকিয়ে উঁকি দেন, পোকার কামড় না খেলে ঘুমই হয় না। কী উত্তেজনাকর জীবন আপনাদের!'

'মিস মেরেডিথের জীবনেও তো উত্তেজনার আগমন ঘটল। আমার মনে হয় না, জীবনে খুব বেশিবার তিনি এমন কোন ঘরে উপস্থিত ছিলেন, যেখানে একটা খুন হচ্ছিল–'

'ওহ্, ও কথা আর মনে করিয়ে দেবেন না!' অনুরোধ

জানাল অ্যান।

দ্রুত বলে উঠলেন ভদ্রলোক, 'আমি দুঃখিত।'

কিন্তু রোডা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'একেবারেই বাজে ব্যাপার–তবে সেই সঙ্গে উত্তেজনাকরও বটে! আমার মনে হয় না যে, অ্যান এই ব্যাপারটা পছন্দ করে। তবে মিসেস অলিভারকে দেখুন, সেদিনের পর থেকে উত্তেজনায় রীতিমত কাঁপছেন তিনি!'

'মিসেস–? ওহ্, আপনাদের সেই মোটা বন্ধু, যিনি গোয়েন্দা উপন্যাস লেখেন? তাঁর উপন্যাসের প্রধান, সেই ফিন চরিত্রটার তো নাম উচ্চারণ করাই দায়! তিনি কি বাস্তব জীবনেও গোয়েন্দাগিরি করতে চাইছেন নাকি?'

'সে ইচ্ছে আছে বলেই তো মনে হয়।'

'তা হলে তাঁর সৌভাগ্য কামনা করা যাক। ভদ্রমহিলা ব্যাটলের দলকে হারাতে পারলে, মজাই লাগবে।'

'আচ্ছা, সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটল মানুষ কেমন?' জানতে চাইল রোডা।

গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিলেন মেজর ডেসপার্ড, 'দারুণ বিচক্ষণ একজন কর্মকর্তা তিনি।'

'ওহ্!' বলল রোডা। 'অ্যান যে বলল–ভদ্রলোককে দেখে একদম বোকা মনে হয়!'

'ওটাই তো তাঁকে এগিয়ে রেখেছে। আমাদের ভুল করা উচিত হবে না–ব্যাটল বোকা নন।' উঠে দাঁড়ালেন মেজর। 'আমাকে আজ যেতে হচ্ছে। হাতে আরও কিছু কাজ আছে।'

অ্যানও উঠে দাঁড়িয়েছে। 'আচ্ছা,' বলে হাত এগিয়ে দিল সে।

এক মুহূর্ত ইতস্তত করলেন ডেসপার্ড। হাতটা ধরে তাকালেন বিস্ফারিত, সুন্দর ওই ধূসর চোখজোড়ার দিকে। সাবধানতার সঙ্গে শব্দ বাছাই করে বললেন:

'আমার কথায় রাগ করবেন না–হয়তো শাইতানার সঙ্গে

আপনার এমন কোন লেনদেন আছে, যেটা জনসম্মুখে আনতে চান না আপনি। যদি তাই হয়–আবারও বলছি, দয়া করে রাগ করবেন না–তা হলে উকিলের অনুপস্থিতিতে ব্যাটলের প্রশ্নের জবাব না দেয়ার অধিকার আপনার আছে। মনে রাখবেন কথাটা।'

অ্যান নিজের হাতটা সরিয়ে নিল। ধূসর চোখজোড়ায় এখন রাগ দেখা যাচ্ছে।

'এমন কিছুই নেই। আমি ওই জঘন্য লোকটাকে ভালভাবে চিনতামও না!'

'দুঃখিত,' বললেন মেজর ডেসপার্ড। 'কথাটার উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় মনে হয়েছিল আমার কাছে।'

'কথাটা কিন্তু ঠিক,' বলল রোডা। 'অ্যান লোকটাকে চিনত না। পছন্দও করত না। তবে মানতেই হয়–পার্টি দিতে জানত শাইতানা!'

'এখন তো দেখা যাচ্ছে,' মেজর ডেসপার্ড গম্ভীর কণ্ঠে বললেন। 'শাইতানার বেঁচে থাকার আর কোন উদ্দেশ্যই ছিল না–কেবল পার্টি দেয়া ছাড়া।'

শীতল কণ্ঠে বলল অ্যান, 'সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটল আমাকে তাঁর ইচ্ছামত প্রশ্ন করতে পারেন। আমার লুকোবার কিছুই নেই–একদম কিচ্ছু না!'

নম্র কণ্ঠে বললেন ডেসপার্ড, 'আবারও ক্ষমা চাইছি।'

ভদ্রলোকের দিকে তাকাল অ্যান, রাগ কমে এসেছে। হাসল মেয়েটি–মিষ্টি হাসি।

'অসুবিধে নেই,' বলল সে। 'জানি আপনি আমার ভালর জন্যই বলেছেন কথাটা।' আবারও হাত বাড়িয়ে দিল সে।

নিজের হাতে হাতটা নিলেন মেজর। বললেন, 'আপনি-আমি একই পথের পথিক। আমাদের বন্ধু হওয়া উচিত...'

এবার অ্যান তাঁকে এগিয়ে দিতে গেল। ফিরে যখন এল, তখন দেখে–রোডা জানালার পাশে দাঁড়িয়ে শিস বাজাচ্ছে!

'দারুণ সুদর্শন মানুষ, অ্যান।'

'দয়ালুও, তাই না?'

'শুধু দয়ালুই না, আরও বেশি কিছু... আমার খুব পছন্দ হয়েছে। কেন যে তোমার জায়গায় আমি ওই নৈশভোজে ছিলাম না! উত্তেজনা আমার খুব পছন্দ–জাল ঘনিয়ে আসা–ফাঁসিকাঠের ছায়া–'

'বাজে কথা বোলো না তো, রোডা,' ধমকে উঠল অ্যান। পরক্ষণে কণ্ঠ নরম করে বলল, 'প্রায় অপরিচিত একজন মানুষ, যার সঙ্গে মাত্র একবার দেখা হয়েছে–তার জন্য এত কষ্ট করার মত মানুষ আজকাল আর দেখা যায় না।'

'আরেহ্, বোকা, তোমাকে ভদ্রলোকের পছন্দ হয়েছে। শুধু দয়া থেকে পুরুষ মানুষ এত কিছু করে না। তুমি যদি ট্যারা-কালা হতে, তা হলে নিশ্চয়ই ভদ্রলোকে এভাবে ছুটে আসতেন না।'

'তোমার তাই মনে হয়?'

'হ্যাঁ, এরচাইতে বরং মিসেস অলিভার ভাল। তাঁর আগ্রহ শুধু রহস্যের দিকে।'

'ভদ্রমহিলাকে আমার পছন্দ হয়নি,' আচমকা বলে উঠল অ্যান। 'কেমন-কেমন যেন একটা অনুভূতি হচ্ছিল... কেন যে এসেছিলেন তিনি, সেটাই ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'সমলিঙ্গের মানুষের প্রতি সবারই এমন সন্দেহ হয়। যদি মিসেস অলিভারের তোমাকে ফাঁসানোর উদ্দেশ্য থাকে, তা হলে সেটা মেজর ডেসপার্ডের পছন্দ হবে বলে মনে হয় না।'

'আরেহ্ ধুর, কী যে বলো না!' বিব্রত কণ্ঠে বলল অ্যান। রোডার হাসি দেখে লজ্জায় লাল হয়ে গেল পরক্ষণেই!

চোদ্দ

তৃতীয় অতিথি

সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটল ওয়েলিংফোর্ডে পৌঁছুলেন ছয়টা নাগাদ। মিস অ্যান মেরেডিথের সঙ্গে দেখা করার আগে, স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

নিজে কোন মন্তব্য না করে, মানুষের পেট থেকে কথা বের করে আনাটা ব্যাটলের জন্য খুব একটা কঠিন কাজ নয়। তারওপর, সুপারিন্টেনডেন্ট বেশ কিছু ক্ষেত্রে চতুরতার আশ্রয়ও নিলেন।

অন্তত দু'জন মানুষ জানল–লণ্ডন থেকে আগত একজন দক্ষ নির্মাতা তিনি। এসেছেন ওই কটেজে সংস্কার কাজ চালানোর জন্য।

আরেকজনকে জিজ্ঞেস করলে সে উত্তর দিত–ভদ্রলোক কটেজ ভাড়া নিতে এসেছিলেন। ওই যে থাকে না... কিছু মানুষ সপ্তাহান্তটা ভাড়া করা কোন কটেজে কাটিয়ে দেয়? সেরকম আরকী।

অন্য দু'জন জানাত–ব্যাটল এসেছিলেন টেনিস খেলার এক ফার্মের হয়ে; উদ্দেশ্য ছিল–হার্ডকোর্টের জন্য উপযুক্ত জায়গা দেখা!

তবে হ্যাঁ, সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটল যে তথ্যগুলো পেলেন তার প্রায় সবটাই কাজে আসার মত; মিস অ্যানের পক্ষেই যায়।

'ওয়েনডন কটেজ–ওহ্, মনে পড়েছে–মার্লব্যারি রোডে বাড়িটা। ভুল করার কোন উপায়ই নেই! দু'জন যুবতী বাস করে। মিস ডস ও মিস মেরেডিথ। খুব ভাল লেডি তারা, বেশ দয়ালু।

'কত বছর ধরে আছে তারা এখানে? বেশি হবে না। দুই বছরের একটু বেশি হতে পারে। মি. পিকারসগিলের কাছ থেকে কিনেছে জায়গাটা। ভদ্রলোকের স্ত্রী মারা যাওয়ার পর, তিনি আর এখানে আসতেন না খুব একটা।'

সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটলের এই সংবাদদাতারা জানে না: এই দুই যুবতী এসেছে নর্দাম্বারল্যাণ্ড থেকে। তাদের ধারণা ছিল, দুই যুবতীর আদি নিবাস ছিল লণ্ডন।

এলাকার সবাই ওদেরকে বেশ পছন্দই করে। তবে রক্ষণশীল কয়েকজনের মতে–দুটো কমবয়সী নারীর একাকী থাকা উচিত নয়। তবে ওদের নিয়ে তেমন কোন নালিশও করল না কেউ। এই বয়সী মানুষেরা যেমন উচ্ছৃঙ্খল হয়, তেমনটা ওরা নয়।

মিস রোডা চঞ্চল প্রকৃতির, আর মিস মেরেডিথ্ শান্ত। তবে খরচাপাতি চালায় মিস ডস, সে ধনী।

সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটলের গবেষণা অবশেষে তাঁকে নিয়ে এল মিসেস অ্যাস্টওয়েল-এর কাছে। তিনিই বলতে গেলে ওয়েনডন কটেজের দেখাশোনা করেন।

'না, স্যর। আমার মনে হয় না তাঁরা সম্পত্তি বিক্রিতে আগ্রহী হবেন, অন্তত এত তাড়াতাড়ি নয়। মাত্র বছর দুয়েক হলো এসেছেন যে! আমি সেই প্রথম থেকেই তাঁদের সেবায় নিয়োজিত আছি। আটটা থেকে বারোটা–এই সময়টুকু আমি তাঁদের ওখানে থাকি। দু'জনেই খুব ভাল, ভদ্র এবং প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর। মজা করার জন্য মুখিয়ে আছেন। একদমই গম্ভীর নন।

'আমি জানি, স্যর। এই মিস ডস আপনার পরিচিত মিস

ডস না-ও হতে পারেন। আমার তো ধারণা–তাঁর বাড়ি ডেভনশায়ারে। মাঝেমধ্যেই ওখান থেকে তাঁর জন্য এটা-সেটা পাঠানো হয়।

'আপনি তো জানেনই, স্যর। আজকাল যুবতী অনেক মেয়েকেই নিজের খরচ চালাতে হয়–ব্যাপারটা খুব দুঃখজনক। এই দু'জনকে আপনি ঠিক ধনী বলতে পারবেন না, তবে সচ্ছল। মিস ডসের টাকাপয়সা যথেষ্টই আছে। মিস অ্যানকে তাঁর সহচরীই বলতে পারেন। কটেজটার মালিকও মিস ডস।

'মিস অ্যান যে কোত্থেকে এসেছেন, তা আমি ঠিক বলতে পারব না। কখনও তাঁর মুখে আইল অভ ওয়াইটের নাম শুনিনি; আমার মনে হয় না তিনি উত্তর ইংল্যাণ্ড পছন্দ করেন; মিস রোডার সঙ্গে ডেভনশায়ারে দেখা হয়েছিল তাঁর; কেননা ওখানকার পাহাড় এবং সমুদ্র সৈকত নিয়ে ঠাট্টা-আলোচনা করতে শুনেছি অনেক।'

এরকম আরও কিছুক্ষণ চলল আলাপচারিতা; সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটল একটা ব্যাপার বিশেষভাবে মনেও রাখলেন। পরে আপাতদৃষ্টিতে রহস্যময় কয়েকটা শব্দ ব্যবহার করে সেটা হাতের নোটবুকে টুকেও রাখলেন।

সেদিন সন্ধ্যায়, আটটা নাগাদ তিনি গিয়ে উপস্থিত হলেন ওয়েনডন কটেজে।

লম্বা একটা মেয়ে খুলল দরজাটা; পরনে কমলা ক্রেটন।

'মিস মেরেডিথ এখানে থাকেন?' জানতে চাইলেন সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটল। সৈনিকদের মত কঠিন কণ্ঠে করা হলো প্রশ্নটা।

'তা থাকে।'

'তার সঙ্গে কথা বলা যাবে? আমি সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটল।'

সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজেকে আবিষ্কার করলেন একজোড়া

অতি উৎসাহী চোখের সামনে।

'ভেতরে আসুন,' বলল রোডা ডস।

অ্যান মেরেডিথ বসে ছিল আগুনের পাশে; আরামদায়ক একটা চেয়ারে। হাতে কফির কাপ, থেকে-থেকে চুমুক দিচ্ছে।

'সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটল এসেছেন,' বলল রোডা। পথ দেখিয়ে অতিথিকে ভেতরে নিয়ে এল সে।

অ্যান উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিল।

'একটু দেরিই হয়ে গেল,' বললেন ব্যাটল। 'কিন্তু আজকেই দেখা করতে চাচ্ছিলাম; বেশ সুন্দর একটা দিন গেল আজ।'

অ্যান হাসল।

'কফি নেবেন, সুপারিন্টেনডেন্ট? রোডা, আরেকটা কাপ নিয়ে এসো।'

'অনেক অনেক ধন্যবাদ, মিস মেরেডিথ।'

'আমাদের কফি বেশ সুস্বাদু হয়,' বলল অ্যান।

একটা চেয়ার দেখিয়ে দিতেই, ওতে বসলেন সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটল। রোডা আরেকটা কাপ এনে দিলে, তাতে কফি ঢালল অ্যান। ফায়ারপ্লেসের আলোয়, ফুলদানীতে রাখা তাজা ফুলগুলো মুগ্ধ করল সুপারিন্টেনডেন্টকে।

বেশ আরামদায়ক একটা পরিবেশ। অ্যানকে শান্ত মনে হচ্ছে, তবে অন্য মেয়েটা এখনও আগ্রহী চোখে দেখছে তাঁকে।

'আপনার আগমনের অপেক্ষায় ছিলাম,' বলল অ্যান। কণ্ঠটা কেমন যেন শোনাল ব্যাটলের কানে। আমাকে অগ্রাহ্য করছেন কেন? বলতে চাইছে বুঝি মেয়েটা।

'দুঃখিত, মিস মেরেডিথ। কিছু নিয়মিত কাজের ফাঁদে আটকা পড়ে গিয়েছিলাম।'

'কাজ হয়েছে?'

'খুব একটা না। কিন্তু এসব তো করতেই হতো। ডা. রবার্টসকে ভেজে খেয়েছি বলতে পারেন। বাদ যাননি মিসেস লরিমারও। আপনার ক্ষেত্রেও তা-ই করব, মিস মেরেডিথ।'

অ্যান হাসল।

'সেজন্য আমি প্রস্তুত।'

'আর মেজর ডেসপার্ড?' জানতে চাইল রোডা।

'ওহ্, তাঁকেও যে বাদ দেয়া হচ্ছে না, সে ব্যাপারে আপনাকে কথা দিতে পারি,' বললেন ব্যাটল। কফির কাপ নামিয়ে রেখে সরাসরি অ্যানের দিকে তাকালেন তিনি।

সোজা হয়ে চেয়ারে বসল মেয়েটি।

'আমি তৈরি, সুপারিন্টেনডেন্ট। বলুন, কী জানতে চান?'

'প্রথমত, আপনার ব্যাপারে অল্প কথায় কিছু বলুন, মিস মেরেডিথ।'

'আমি মোটামুটি নিরীহ একজন মানুষ,' হাসতে হাসতে বলল অ্যান।

'নিদাগ জীবন ওর,' যোগ করল রোডা। 'আমি সেই সাক্ষ্য দিতে পারি।'

'বেশ, বেশ,' উৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটল। 'অনেকদিন ধরে চেনেন বুঝি একে-অপরকে?'

'সেই স্কুলে পড়ার সময় থেকে,' বলল রোডা। 'তারপর কতদিন পার হয়ে গেল! তাই না, অ্যান?'

'এত আগের কথা, এতদিনে সবকিছু ভুলতে বসেছেন নিশ্চয়ই!' মুচকি হাসলেন ব্যাটল। 'মিস মেরেডিথ, পাসপোর্টের ফর্ম পূরণ করার সময় যেভাবে নিজের পরিচয় দিতে হয়–দয়া করে সেভাবে বলুন।'

'আমার জন্ম–' শুরু করল অ্যান।

'গরীব, কিন্তু সৎ বাবা-মায়ের ঘরে,' রোডা ফোড়ন কাটল।

সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটল এক হাত তুলে ওকে থামালেন।

'দেখুন, মিস–' শুরু করলেন তিনি।

'রোডা,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল অ্যান। 'ব্যাপারটা গুরুতর।'

'ক্ষমা চাইছি,' লজ্জিত শোনাল রোডার কণ্ঠ।

'তা হলে, মিস মেরেডিথ, আপনার জন্মস্থান কোথায়?'

'কোটা, ভারতে।'

'আহ্! আপনার বাবা কি সেনাবাহিনীতে ছিলেন?'

'জী–আমার বাবার নাম, মেজর জন মেরেডিথ। এগারো বছর বয়সে মাকে হারাই। যখন বয়স পনেরো, তখন বাবা অবসর নিয়ে চেলটেনহ্যামে চলে আসেন। আঠারো বছরে তাঁকেও হারাই, টাকাপয়সাও খুব একটা রেখে যেতে পারেননি তিনি।'

ব্যাটল সহানুভূতির সঙ্গে মাথা নাড়লেন।

'বেশ আঘাত পেয়েছিলেন নিশ্চয়ই?'

'তা আর বলতে। আমি জানতাম যে, আমরা খুব একটা সচ্ছল নই। কিন্তু বাবা কিছুই রেখে যাননি–ব্যাপারটা বেশ নাড়িয়ে দিয়েছিল।'

'এরপর কী করলেন, মিস মেরেডিথ?'

'চাকরি খুঁজতে হলো। খুব একটা শিক্ষিত নই আমি, বুদ্ধি-শুদ্ধিও নেই বেশি। টাইপিং জানি না, শর্টহ্যাণ্ডের কোন জ্ঞান নেই–এককথায় বলতে গেলে, একেবারে অযোগ্য। চেলটেনহ্যামের এক বন্ধুই একটা কাজ জুটিয়ে দিল–ঘর সামলানো। একেবারে সহজ–ছুটির দিনে দুটো বাচ্চা ছেলের দেখাশোনা, আর লাগলে বাড়ির টুকটাক কাজ করা।'

'নামটা জানাবেন, দয়া করে?'

'মিসেস এলডন, দ্য লার্চেস, ভেটনর। দুই বছর ছিলাম ওখানে। তারপর এলডনরা বিদেশে চলে গেল। তারপর গেলাম মিসেস ডিয়ারিং-এর কাছে।'

'আমার আত্মীয়া,' যোগ করল রোডা।

'হ্যাঁ, রোডাই এই কাজের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। সুখেই

ছিলাম ওখানে। রোডা মাঝেমধ্যে থাকতে আসত। খুব মজা করতাম আমরা।'

'সেখানে আপনার পদবী কী ছিল–সহকারী?'

'সেরকমই বলতে পারেন।'

'মালী বললেই অবশ্য বেশি মানায়,' বলেই ব্যাখ্যা করতে শুরু করল রোডা। 'আমার আত্মীয়া বাগানের খুব ভক্ত ছিলেন। অ্যানের বেশিরভাগ সময় কাটত বাগানে আগাছা পরিষ্কার আর কলম বপন করে।'

'মিসেস ডিয়ারিং-এর কাজ ছাড়লেন কবে?'

'তাঁর শরীর খারাপ হয়ে পড়ল, নার্স রাখতে বাধ্য হলেন।'

'ক্যান্সার হয়েছিল,' জানাল রোডা। 'বেচারি... মরফিয়া পর্যন্ত নিতে হতো!'

'আমার প্রতি দয়ার্দ্র আচরণ ছিল তাঁর, চাকরিটা হারিয়ে কষ্ট পেয়েছিলাম খুব,' বলেই চলছে অ্যান।

'আমি তখন এরকম একটা কটেজের খোঁজে ছিলাম,' যোগ করল রোডা। 'সেই সঙ্গে আমার সঙ্গে থাকবে–এমন একজনকে খুঁজছিলাম। আমার বাবা আবার বিয়ে করেছেন, সৎ মায়ের সঙ্গে বনিবনা হচ্ছিল না। তাই অ্যানকে আমার সঙ্গে আসার প্রস্তাব দিলাম। তারপর থেকে ও এখানেই আছে।'

'শুনে তো নিদাগ জীবন বলেই মনে হচ্ছে,' মন্তব্য করলেন ব্যাটল। 'দিন-তারিখগুলো পরিষ্কার করে নেয়া যাক। মিস এলডনের সঙ্গে ছিলেন দুই বছর। আচ্ছা, তাঁর কোন ঠিকানা আছে?'

'তিনি এখন ফিলিস্তিনে আছেন। তাঁর স্বামী সরকারি কর্মকর্তা–এ ছাড়া আর কিছু জানা নেই।'

'খুঁজে বের করা যাবে। তারপর গিয়েছিলেন মিসেস ডিয়ারিং-এর কাছে?'

'তিন বছর ছিলাম ওখানে,' তাড়াতাড়ি বলল অ্যান। 'তাঁর ঠিকানা–মার্শ ডেন, লিটল হেমব্যারি, ডেভন।'

'হুম,' বললেন ব্যাটল। 'আপনার বয়স তা হলে এখন পঁচিশ, মিস মেরেডিথ। আরেকটা ছোট্ট ব্যাপার–আপনাকে এবং আপনার বাবাকে চেনে, এমন কয়েকজন চেলটেনহ্যামবাসীর নাম-ঠিকানা দরকার।'

নির্বিবাদে সেগুলো জানিয়ে দিল অ্যান।

'সুইটযারল্যাণ্ডের সফরটার কথা বলুন, যেখানে মি. শাইতানার সঙ্গে দেখা হয়েছিল আপনার। একাই গিয়েছিলেন–নাকি মিস ডস আপনার সঙ্গে ছিল?'

'একসঙ্গেই গিয়েছিলাম আমরা। আরও কয়েকজন ছিল, সব মিলিয়ে আটজন।'

'আপনার সঙ্গে মি. শাইতানার কীভাবে দেখা হলো, সেটা বলুন তো।'

অ্যান ভ্রু কুঁচকে ভাবতে শুরু করল।

'বলার মত তেমন কিছু নেই। তিনি ওখানে উপস্থিত ছিলেন। হোটেলের পাশের কামরায় থাকা মানুষকে যেমন চিনি, তেমন করেই চিনতাম। যেমন খুশি তেমন সাজোতে প্রথম পুরস্কার পেয়েছিলেন। মেফিস্টোফিলিসের ছদ্মবেশে গিয়েছিলেন তিনি।'

সুপারিণ্টেনডেণ্ট ব্যাটলের বুক থেকে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

'হুম, ওটাই ছিল তাঁর পছন্দের বেশ।'

'দারুণ মানাত তাঁকে,' বলল রোডা। 'মেক-আপ প্রায় নিতেই হতো না।'

সামনে বসা দুই যুবতীর দিকে গভীর মনোযোগের সঙ্গে তাকালেন সুপারিণ্টেনডেণ্ট।

'আপনাদের মধ্যে কে তাঁকে বেশি ভাল করে চিনতেন?

অ্যান ইতস্তত করতে লাগল, উত্তরটা দিল রোডাই।

'দু'জনের কেউই শুরুর দিকে খুব একটা চিনতাম না তাঁকে। আমাদের দলটা স্কিইং খুব পছন্দ করত। তাই দিনের বেশির ভাগ ওসব করেই কাটাতাম, রাতটা কাটত নেচে। তবে শাইতানা কেন যেন অ্যানকে পছন্দ করে ফেলেছিলেন। তার প্রশংসা করতেন খুব। আমরা অ্যানকে এ নিয়ে খুব জ্বালাতাম।'

'আমার ধারণা–বিরক্ত করার জন্যই ওসব করতেন তিনি,' বলল অ্যান। 'লোকটাকে আমার একদমই পছন্দ হয়নি। আমাকে বিব্রত করতে পারলে যেন আনন্দ বেড়ে যেত তাঁর।'

হাসতে হাসতে বলল রোডা, 'অ্যানকে খেপানোর জন্য বলতাম–ধনী বর হতে যাচ্ছে তোমার। খেপে গোম হয়ে যেত বেচারি।'

'হয়তো!' বললেন ব্যাটল, 'আপনাদের এই দলের অন্য সদস্যদের নাম দিতে পারবেন?'

'আপনি দেখি মানুষের ওপর থেকে একেবারেই বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছেন,' দুষ্টুমি করে বলল রোডা। 'দুনিয়ার সবাইকে মিথ্যেবাদী মনে হয় নাকি?'

মজা করেই উত্তর দিলেন সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটল। 'শতভাগ নিশ্চিত হতে দোষ কী, বলুন?'

'আসলেই দেখছি ভীষণ সন্দেহপ্রবণ মানুষ আপনি,' বলল রোডা; কাগজে কয়েকটা নাম লিখে এগিয়ে দিল ও।

ব্যাটল উঠে দাঁড়ালেন।

'অনেক অনেক ধন্যবাদ, মিস মেরেডিথ। মিস ডস যা বললেন–নিদাগ জীবনই কাটিয়েছেন আপনি। মনে হয় না আপনার দুশ্চিন্তা করার খুব একটা কারণ আছে। মি. শাইতানার আপনার প্রতি আচরণটাই যা একটু সন্দেহের উদ্রেক করছে। আশা করি, কিছু মনে করবেন না–তিনি কি আপনাকে বিয়ে–অথবা, মানে অন্য কোন ধরনের প্রস্তাব

দিয়েছিলেন?'

'পটানোর চেষ্টা করেননি ভদ্রলোক,' বলল রোডা। 'সেটাই তো জানতে চাইছেন?'

এদিকে লজ্জায় লাল হয়ে গিয়েছে অ্যান।

'অমন কিছু না,' বলল মেয়েটি। 'সবসময় ভদ্র–এবং আনুষ্ঠানিক ছিল তাঁর আচরণ। তবে তাঁর কথাবার্তাতেই আমার যা একটু আপত্তি ছিল।'

'তাঁর শব্দচয়ন এবং ইঙ্গিতপূর্ণ আচরণ?'

'হ্যাঁ; এবং না–তিনি কখনও কোন ইঙ্গিত দেননি।'

'দুঃখিত। অমন মেয়ে আসক্ত পুরুষ আছে কিছু। যা-ই হোক, শুভ রাত্রি, মিস মেরেডিথ। কফির জন্য অনেক ধন্যবাদ। শুভ রাত্রি, মিস ডস।'

'যাক,' অ্যান ব্যাটলকে বিদায় দিয়ে ঘরে ফিরলে, বলল রোডা। 'ঝামেলা শেষ। পিতা-সুলভ একটা ভাব আছে ভদ্রলোকের। তারচেয়ে বড় কথা, তোমাকে জড়ানোর মত কোন প্রমাণ আছে বলে মনে হয় না। ভালয় ভালয় শেষ হলো সব।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে চেয়ারে গা এলিয়ে দিল অ্যান।

'আসলেই অনেক সহজে শেষ হলো ব্যাপারটা,' বলল সে। 'এত দুশ্চিন্তা করার কোন কারণই ছিল না। আমি তো ভেবেছিলাম, মঞ্চনাটকের উকিলের ভঙ্গিতে আমাকে জেরা করবেন ব্যাটল।'

'দেখে তো তাঁকে বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন বলেই মনে হয়,' বলল রোডা। 'তিনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিলেন যে, খুন করে বেড়ানোটা তোমার স্বভাব নয়।' একটু ইতস্তত করে বলল ও, 'আচ্ছা, অ্যান, ক্রফটওয়েদের কথা যে বললে না? ভুলে গিয়েছিলে?'

ধীর গলায় জবাব দিল অ্যান, 'দরকার মনে করিনি; ছিলামই তো মোটে কয়েকটা মাস। আমার কথা ওঁদের কারও

মনে আছে কি না–সেটাই সন্দেহ। তবে তুমি বললে আমি নাহয় সুপারিন্টেনডেন্টকে চিঠি লিখে জানাব। তবে আমার মনে হয় না তার কোন দরকার আছে।'

'ঠিক আছে, তুমি যা বলো।' উঠে দাঁড়িয়ে রেডিও চালু করল রোডা।

উত্তেজিত একটা কণ্ঠ শোনা গেল ওতে:

'আপনারা এখন শুনবেন, ব্ল্যাক নুবিয়ানের নাটক: কেন আমায় মিথ্যে বলো, প্রিয়?'

পনেরো

মেজর ডেসপার্ড

আলবেনি থেকে বের হয়ে, রিজেন্ট স্ট্রিটে পা রাখলেন মেজর ডেসপার্ড। পরক্ষণেই লাফিয়ে উঠলেন একটা বাসে।

কর্মচাঞ্চল্য শুরু হয়নি এখনও–বাসের ওপরতলায় মাত্র অল্প কয়েকজন যাত্রী আছে। ডেসপার্ড একেবারে সামনের আসনে গিয়ে বসলেন।

চলন্ত অবস্থাতেই লাফিয়ে বাসে উঠেছেন তিনি। এখন থামল ওটা; আরও কিছু যাত্রী তুলে নিয়ে রওনা দিল আবার।

আরেকজন আরোহী উঠল ওপরে, এগিয়ে এসে কাছের একটা সিটে বসে পড়ল।

ডেসপার্ড অবশ্য এই আগন্তুককে দেখেননি। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই পরিচিত একটা কণ্ঠ শুনতে পেলেন তিনি।

'বাসের ওপর থেকে লণ্ডনের বেশ সুন্দর একটা খণ্ডচিত্র নজরে পড়ে, তাই না?'

ডেসপার্ড ঘুরে তাকালেন। চেহারায় কয়েক মুহূর্তের জন্য বিভ্রান্তি খেলে গেল তাঁর; তারপরই যেন চিনতে পারলেন এই নতুন যাত্রীটিকে।

'আরেহ্, আরেহ্! মসিয়ে পোয়ারো দেখছি। ক্ষমা করবেন, আপনাকে প্রথমটায় দেখতেই পাইনি! ঠিকই বলেছেন আপনি, ওপরের তলায় বসে চারপাশের দুনিয়াকে দেখা যায়... বোঝা যায়। তবে আগেকার দিনে আরও ভালভাবে দেখা যেত।'

পোয়ারো দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

'তবে বৃষ্টির দিনে সমস্যা হয়; আর এই দেশে বৃষ্টিও হয় প্রচুর।'

'বৃষ্টি? বৃষ্টিতে আবার কার কী সমস্যা হলো?'

'কেন? অনেকেরই তো বুকে নিউমোনিয়া বসে যায়!' বললেন পোয়ারো।

ডেসপার্ড হাসলেন।

'আপনি দেখি অতি-সাবধানীদের একজন, মসিয়ে পোয়ারো। সেভাবে প্রস্তুতিও নিয়েছেন!'

আসলেই তাই। পোয়ারো পরে আছেন একটা গ্রেট-কোট এবং একটা মাফলার, শরতের দিনের ছুঁড়ে দেয়া কোন চ্যালেঞ্জই তাঁকে বোকা বানাতে পারবে না।

'আপনার সঙ্গে এভাবে দেখা হয়ে গেল–বেশ অদ্ভুত, তাই না?' বললেন ডেসপার্ড।

মাফলার দিয়ে ঢেকে থাকায়, পোয়ারোর হাসিটা দেখতে পেলেন না ভদ্রলোক। মোটেও আকস্মিক নয় এই সাক্ষাৎকার; বেলজিয়ান গোয়েন্দা এই ভদ্রলোকের জন্যই ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করছিলেন। তবে লাফিয়ে বাসে ওঠার ভুলটা করেননি তিনি, বাসটা থামার পরে ধীরেসুস্থেই

উঠেছেন।

'ঠিকই বলেছেন। মি. শাইতানার ওখানেই শেষ দেখা হয়েছিল আমাদের,' মুখে বললেন তিনি।

'আপনি তদন্তে অংশ নিচ্ছেন না?' জানতে চাইলেন ডেসপার্ড।

পোয়ারো কান চুলকালেন।

'আমি ভাবছি,' তিনি বললেন। 'বেশ কিছুদিন ধরেই ভাবছি। এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করে তদন্ত আমার ধাতে নেই। বয়স বা স্বাস্থ্যের সঙ্গে ব্যাপারটা যায় না আরকী।'

ডেসপার্ড অকস্মাৎ বলে উঠলেন, 'ভাবছেন, তাই না? সেটাই ভাল। আজকাল সবাই দৌড়ের ওপর থাকে; যদি সবাই আপনার মত বসে বসে নিজের কর্মকাণ্ড নিয়ে ভাবত, তা হলে ঝামেলা অনেক কমে যেত।'

'নিজের জীবনকে কি আপনি সেভাবেই পরিচালনা করেন, মেজর ডেসপার্ড?'

'চেষ্টা করি অন্তত,' অন্যজন স্বাভাবিকভাবেই জবাব দিলেন। 'পরিস্থিতি আঁচ করা, কীভাবে এগোব তা ঠিক করা, লাভ-ক্ষতি হিসাব করা—তারপরই কেবল সিদ্ধান্ত নেয়া।' এবারে খানিকটা শক্ত হয়ে গেল তাঁর চেহারা।

'তারপর নিশ্চয়ই দৃঢ় পায়ে এগিয়ে যান সেই পথ ধরে?' জানতে চাইলেন পোয়ারো।

'তা বলব না, শুধু শুধু একগুঁয়েমিরও কোন অর্থ দেখি না। আমার দ্বারাও যে অনেক ভুল হয়েছে, তা আমার চাইতে ভাল আর কে জানবে!'

'তবে সংখ্যায় সেগুলো নিতান্ত কম বলেই আমার মনে হয়, মেজর ডেসপার্ড।'

'ভুল? সে আমরা সবাই কম-বেশি করে থাকি, মসিয়ে পোয়ারো।'

'তবে আমাদের অনেকেই সেটা বেশ কম করে থাকে,'

ঠাণ্ডা সুরে যেন তাকে শুধরে দিলেন পোয়ারো। 'অন্য দশজন সাধারণ মানুষের চাইতে কম করে থাকে আরকী।'

ডেসপার্ড তাঁর দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন, 'আপনি কখনও বিফল হননি, মসিয়ে পোয়ারো?'

'শেষবার বিফল হয়েছিলাম আটাশ বছর আগে,' আত্মসম্মানবোধ বজায় রেখে বললেন পোয়ারো। 'তার পেছনেও অবশ্য কারণ ছিল–আচ্ছা, থাক সে কথা।'

'আপনার ক্যারিয়ার দেখি ঈর্ষণীয়,' বললেন ডেসপার্ড। সেই সঙ্গে যোগ করলেন, 'আর শাইতানার মৃত্যু? অবশ্য আনুষ্ঠানিকভাবে সেই রহস্যের সমাধান করা আপনার দায়িত্ব নয়।'

'আমার দায়িত্ব না বটে–কিন্তু ব্যাপারটা আমার অহংবোধকে আহত করেছে। আমার নাকের নিচে খুনের ঘটনাটা ঘটায় আমি সেটাকে ব্যক্তিগত অপমান হিসেবে নিয়েছি। ধরে নিয়েছি–কেউ একজন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বলছে, পারলে সমাধান করো দেখি!'

'শুধু আপনার নাকের নিচেই নয়,' শুষ্ক কণ্ঠে বললেন ডেসপার্ড। 'পুরো ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্টের নাকের নিচে!'

'বিশাল বড় একটা ভুল করেছে খুনি,' বললেন পোয়ারো, গম্ভীর হয়ে এসেছে কণ্ঠ। 'সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটল ভাল মানুষ, তাঁকে দেখে যেমনটাই মনে হোক না কেন–বুদ্ধিতে কাঁচা নন তিনি; একদম না!'

'আমিও একমত,' বললেন ডেসপার্ড। 'বোকা বোকা আচরণটা একটা ভান। এমনিতে তিনি দারুণ বুদ্ধিমান; একজন দক্ষ অফিসার।'

'আর এই কেসটাকে আগ্রহের সঙ্গেই নিয়েছেন তিনি।'

'তাতে কোন সন্দেহই নেই। সবকিছুর ওপরই নজর রাখছেন তিনি। পেছনের দিকে বসা, সৈনিক-সৈনিক চেহারার

লোকটাকে দেখতে পাচ্ছেন?'

পোয়ারো কাঁধের ওপর দিয়ে পেছন ফিরে তাকালেন।

'আমরা ছাড়া আর কেউ নেই ওপরের তলায়।'

'তা হলে মনে হয় নিচে চলে গিয়েছে; সবসময় আমার ওপর নজর রাখে। করিৎকর্মা; কার্যকর। মাঝেমধ্যে ভোল পাল্টে আসে, রুচির ছাপও থাকে ছদ্মবেশে।'

'আহ্, কিন্তু আপনাকে ধোঁকা দিতে পারে না! বেশ তীক্ষ্ণ নজর আপনার!'

'আমি চেহারা ভুলি না–এমনকী কোন কৃষ্ণাঙ্গের চেহারাও না। খুব কম মানুষেরই এই ক্ষমতাটা আছে।'

'আপনাকেই তো আমি খুঁজছিলাম,' বললেন পোয়ারো। 'কী সৌভাগ্য আমার। এমন একজনকে চাই যাঁর নজর যেমন তীক্ষ্ণ, স্মৃতিশক্তিও তেমন কড়া। কিন্তু এমন বৈশিষ্ট্য খুব কমই একজন মানুষের মধ্যে মেলে।

'আমি একটা প্রশ্ন করেছিলাম ডা. রবার্টসকে, তেমন কোন উত্তর পাইনি; মাদাম লরিমারকে প্রশ্ন করেও লাভ হয়নি। আশা করি, আপনি পারবেন। মি. শাইতানার যে ঘরে আপনারা ব্রিজ খেলছিলেন, সেখানে ফিরে যান। ওই ঘরের ব্যাপারে কী-কী আপনার মনে আছে, তা বলুন তো?'

ডেসপার্ডকে বিভ্রান্ত দেখাল।

'আমি আপনার কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

'ঘরটার একটা বর্ণনা দিন–ওটার আসবাবপত্র... তা ছাড়া আর কী-কী ছিল–এসব।'

'এই ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করতে পারব কি না তাতে আমার ঘোর সন্দেহ আছে,' বললেন ডেসপার্ড। 'ঘরটাকে কেমন যেন পচা-পচা লাগছিল; মনে হয়নি কোন মানুষের ঘরে আছি। ব্রকেড, সিল্ক আর এরকম অনেক কিছু ছিল। শাইতানার মত একজন মানুষের ঘর যেমনটা হওয়া উচিত আরকী।'

'একেবারে নিখুঁত করে বললে–'

ডেসপার্ড মাথা নাড়লেন।

'আমি দুঃখিত... তেমন ভাল করে মনে নেই... তবে হ্যাঁ, দামি কিছু মাদুর ছিল ঘরে। দুটো বোখারার আর তিন কি চারটে পারস্যের। এদের মধ্যে একটা হামদানা আর আরেকটা তাবরিয থেকে আগত। আরেকটা ছিল–নাহ্, ভুল হচ্ছে। ওটা হলঘরে দেখেছিলাম। রোল্যাণ্ড থেকে শিকার করা একটা পশুর মাথা।'

'আপনার কি মনে হয়, প্রয়াত মি. শাইতানা প্রায়ই শিকারে যেতেন?'

'নাহ্। মনে হয় না ঘর ছাড়ার নেশা ছিল লোকটার মধ্যে। আর কী যেন ছিল ঘরটায়? ক্ষমা করবেন–আপনার কোন কাজেই এলাম না। কিন্তু আসলেই, খুব একটা মনে নেই। তাই আপনাকে মিথ্যে বলতে চাচ্ছি না। টুকিটাকি জিনিসে ভরা ছিল একেকটা টেবিল–তবে আমার মনে আছে শুধু একটা মূর্তির কথা। সম্ভবত ইস্টার আইল্যাণ্ডের। কাঠটা সুন্দরভাবে পালিশ করা। অমন জিনিস খুব একটা দেখা যায় না। মালয় থেকে আনা কিছু জিনিসও ছিল। ব্যস, আর তেমন কিছুই মনে পড়ছে না।'

'ব্যাপার না,' বললেন বটে পোয়ারো, কিন্তু চেহারা দেখে তাঁকে হতাশই মনে হলো। 'জানেন নাকি? মিসেস লরিমারের তাস-সংক্রান্ত স্মৃতিশক্তি একেবারে তাক লাগিয়ে দেয়ার মত! প্রায় সবগুলো দানের কথা একেবারে ডাকসহ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বলে দিলেন তিনি! সত্যি বলছি, দারুণ অবাক হয়েছি আমি।'

ডেসপার্ড শ্রাগ করলেন।

'কোন কোন মহিলা এমন হয়। সারাদিন ধরে ব্রিজ খেলে বলেই হয়তো।'

'আপনি পারবেন না?'

উত্তরে কেবল মাথা নাড়লেন মেজর।

'একটা-দুটোর কথা হয়তো মনে আছে। হরতনের একটা ডাক দিয়েছিলাম, আমাকে ব্লাফ দিয়ে রবার্টস ডাক জিতেছিল। খেলা তুলতে পারেনি, তবে আমরা ডাবল দিইনি। একটা নো ট্রাম্প খেলার কথাও মনে আছে। অল্প কিছু হেরেছিলাম।'

'আপনি কি প্রায়ই ব্রিজ খেলেন, মেজর ডেসপার্ড?'

'খুব একটা না। তবে খেলাটা বেশ।'

'পোকার বেশি পছন্দ নাকি?'

'ওটাও খেলি মাঝেমধ্যে, তবে পোকারকে এক প্রকার জুয়াই বলা চলে।'

পোয়ারো চিন্তিত সুরে বললেন, 'আমার মনে হয়, মি. শাইতানা খুব একটা খেলতেন না। মানে, তাস খেলার কথা বলছি।'

'শাইতানা প্রায়ই অন্য একটা খেলা খেলত,' বললেন ডেসপার্ড; তিক্ত কণ্ঠে।

'কী?'

'অন্যকে উত্ত্যক্ত করা।'

পোয়ারো এক মিনিট নীরব রইলেন, তারপর বললেন, 'আপনি কি আন্দাজে বললেন, নাকি জেনেশুনেই বলছেন?'

লাল হয়ে গেল ডেসপার্ডের চেহারা।

'প্রমাণ ছাড়া কিছু বলা উচিত নয়, এটাই তো বোঝাতে চাইছেন? ভুল বলেননি খুব একটা। হুম, জেনেই বলছি। তবে প্রমাণ দেখাতে পারব না। গোপনে জানতে পেরেছি তো, তাই।'

'নিশ্চয়ই কোন ভদ্রমহিলা বা একাধিক ভদ্রমহিলা জড়িত আছে ব্যাপারটাতে?'

'জী। শাইতানা... নোংরা মনের মানুষ ছিল লোকটা; ভদ্রমহিলাদেরকে বড্ড বেশি জ্বালাত।'

'আপনার ধারণা, লোকটা ব্ল্যাকমেইলার? বেশ বেশ!'

ডেসপার্ড মাথা নাড়লেন।

'না, না। আপনি আমার কথা বুঝতে পারেননি। হ্যাঁ, এক হিসেবে শাইতানা ব্ল্যাকমেইলার ছিল। তবে সাধারণদের মত না–পয়সার প্রতি কোন আগ্রহ ছিল না লোকটার। বলতে পারেন–আত্মা দাবি করত।'

'এসব করে কী পেতেন তিনি?'

'মজা–এ ছাড়া আর কোন শব্দ খুঁজে পাচ্ছি না। মানুষকে কুঁকড়ে যেতে দেখে মজা পেত সে। সম্ভবত নিজেকে আরও ক্ষমতাশালী মনে হতো এসব করে। মেয়েদেরকে ভয় পাওয়ানো তো আরও সহজ–শুধু ভান করলেই চলত যে তাঁদের ব্যাপারে গোপন কিছু জানে শাইতানা। এতেই মেয়েদের মুখ খুলে যায়, এমন সব কথা জানিয়ে বসে, যেগুলো হয়তো শাইতানা কল্পনাও করতে পারেনি। তারপর আমি সব জানি, আমি মহান শাইতানা–এমন ভাব ধরত লোকটা। একেবারেই জঘন্য একজন মানুষ!'

'আপনার ধারণা–তিনি মিস মেরেডিথকেও সেভাবে ভয় দেখিয়েছেন?' ধীরে ধীরে বললেন পোয়ারো।

'মিস মেরেডিথ?' ডেসপার্ড অবাক হয়ে গেলেন। 'তার কথা বলছিলাম না আমি। শাইতানার মত একজন মানুষ তাকে ভয় দেখাতে পারবে বলে মনে হয় না।'

'ওহ্, মিসেস লরিমারের কথা বলছেন তা হলে?'

'না, না। আমাকে ভুল বুঝছেন আপনি। আমি বিশেষ কাউকে মাথায় রেখে কথাগুলো বলিনি; শাইতানার স্বভাবই ছিল এমন। আর তা ছাড়া, মিসেস লরিমারকে ভয় পাইয়ে দেয়া মোটেই সহজ কাজ নয়। তিনি এমন একজন মহিলা–যাঁর অতীতে কোন অপরাধ আছে বলে মনেই হয় না।'

'তা হলে শাইতানার গতানুগতিক আচরণের কথা বলছিলেন?'

'এবারে একদম ঠিক ধরেছেন।'

'লোকটার মধ্যে ভয়ঙ্কর কিছুই নেই–কিন্তু মহিলারা তাকে দেখলেই যেন ভয়ে সিঁটিয়ে ওঠে! হাস্যকর।' আচমকা সামনের দিকে তাকালেন মেজর ডেসপার্ড। 'হায় হায়, কোথায় নামার কথা ছিল আর কথায় কথায় কোথায় চলে এসেছি! বিদায়, মসিয়ে পোয়ারো। নজর রাখুন, আমার বিশ্বস্ত ছায়াকে আমার পেছন পেছন বেরোতে দেখতে পাবেন।'

তাড়াহুড়ো করে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি, বেজে উঠল কণ্ডাক্টরের বেল। কিন্তু ওটা থামার আগেই, চেন ধরে টানার আওয়াজ পাওয়া গেল..., তা-ও একবার নয়, দু'বার!

ওপর থেকে পোয়ারো দেখতে পেলেন, ডেসপার্ড ফুটপাত ধরে হাঁটছেন। তাঁকে অনুসরণরত অবয়বটাও নজরে পড়ল তাঁর।

'মি. শাইতানার গতানুগতিক স্বভাব...' আপন মনে বিড়বিড় করলেন পোয়ারো। 'হয়তো–'

ষোলো

এলসি বাটের সাক্ষ্য

সার্জেন্ট ও'কনরের সহকর্মীরা ওর ডাকনাম ঠিক করেছে:

'পরিচারিকাদের কাঙ্ক্ষিত পুরুষ'; এ নিয়ে দুঃখের অন্ত নেই বেচারার।

সন্দেহ নেই ছেলেটা অসাধারণ সুদর্শন। লম্বা, ঋজু, প্রশস্ত কাঁধ; তবে ওর রুক্ষ হাসি আর চোখের তারায় খেলে যাওয়া বিদ্রোহের চমকই বিপরীত লিঙ্গের সদস্যাদের আকৃষ্ট করে বেশি।

সার্জেন্ট ও'কনর তদন্তে ফলাফল আনে; বেশ দ্রুতই আনে।

তাই মি. শাইতানার মৃত্যুর মাত্র চারদিন পর সার্জেন্ট ও'কনরকে পার্কে, মিস এলসি বাটের সঙ্গে দেখা যাবে–তাতে আর আশ্চর্য কী?

এলসি মেয়েটা একসময় মিসেস ক্রাডকের হয়ে কাজ করত।

আস্তে আস্তে জাল বিছিয়ে এনেছে সার্জেন্ট ও'কনর, এবার সুতোয় টান দিল।

'–একটা কথা মনে পড়ে গেল,' বলল সে। 'ক্রাডক নামে একজন পুরনো গভর্নর ছিল।'

'ক্রাডক,' বলল এলসি। 'আমিও একসময় ক্রাডকদের কাজ করতাম।'

'রেশ তো! ওরাই সেই ক্রাডক কি না...'

'উত্তর অডলি স্ট্রিটে বাড়ি ছিল ওদের,' জানাল এলসি।

'আমি যাঁদের কথা বলছি, তাঁদের অবশ্য লণ্ডনে থাকার কথা,' দ্রুত বলল ও'কনর। 'হুম, সম্ভবত উত্তর অডলি স্ট্রিটেই উঠেছিলেন তাঁরা। মিসেস ক্রাডকের কথা সব পুরুষেরই মনে থাকা উচিত।'

মাথা কাত করল এলসি।

'আমি মহিলাকে একদম সহ্য করতে পারতাম না। ভুল ধরা আর গরগর করা ছাড়া যেন কোন কাজই ছিল না তার। কারও কোন কাজই পছন্দ হতো না!'

'স্বামীর সঙ্গেও তো সমস্যা ছিল, নাকি?'

'তা ছিল। মহিলার সবসময় এক অভিযোগ–স্বামী বেচারা নাকি তাকে যথেষ্ট সময় দেয় না, বুঝতে চায় না। সবসময় অসুস্থ থাকার ভান করত, চাইত সবাই তাকে নিয়েই পড়ে থাকুক।'

নিজের উরুতে চাপড় বসাল ও'কনর।

'মনে পড়েছে। কোন এক ডাক্তারের সঙ্গে জড়িয়ে কী সব রটনা যেন রটেছিল?'

'ডা. রবার্টসের কথা বলছ তো? ভদ্র একজন মানুষ।'

'তোমরা, মানে মেয়েরা, সব একই ঝাঁকের কই,' বলল সার্জেন্ট ও'কনর। 'কেউ একটু বিখ্যাত হলেই, সবাই যেন হামলে পড়! ভদ্রলোক... হুঁহ্, ওসব আমার চেনা আছে।'

'না, নেই। ডাক্তার সাহেবের ব্যাপারে ভুল করছ তুমি। তিনি একদমই অমন নন। মিসেস ক্রাডক সবসময় তাঁকেই ডেকে পাঠালে, ডাক্তারের কী দোষ? একজন চিকিৎসক তো রোগীকে অগ্রাহ্য করতে পারেন না! আমার মতে–তিনি মহিলার প্রতি কোন আগ্রহই দেখাননি। শুধু রোগী হিসেবেই দেখেছেন মিসেস ক্রাডককে। সব দোষ ওই মহিলার, ভদ্রলোককে এক দণ্ড শান্তিতে থাকতে দেননি।'

'তা তো বটেই, এলসি। আচ্ছা, নাম ধরে ডাকছি বলে রাগ করলে না তো আবার? মনে হচ্ছে–তোমাকে আমি সারাজীবন ধরেই চিনি!'

'একদম না। এলসিই বলো।'

'বেশ, এলসি,' আড়চোখে মেয়েটার দিকে তাকাল একবার চতুর সার্জেন্ট। 'যা বলছিলাম–সব তো বুঝলাম। কিন্তু এসব ব্যাপার নিশ্চয়ই স্বামী বেচারাকে ভীষণ মনঃকষ্টে ফেলে দিয়েছিল?'

'তা তো বটেই, একদিন কী কাণ্ডটাই না হলো!' স্বীকার করল এলসি। 'তবে সেটা তাঁর অসুস্থতার কারণেও হতে

পারে। এর কিছুদিন পরেই তিনি মারা যান, জানো তো?'

'মনে পড়েছে–কী যেন অদ্ভুত এক রোগে মারা গিয়েছিলেন, তাই না?'

'হ্যাঁ, জাপানী কোন রোগ। নতুন কেনা ব্রাশ থেকে হয়েছিল। কী বাজে একটা ব্যাপার! কোম্পানীটার আরেকটু সাবধান হওয়া উচিত ছিল। এরপর আর জাপানী কিছু ব্যবহার করার সাহস হয়নি।'

'দেশীয় পণ্য, কিনে হও ধন্য–আমার মন্ত্রই এটা।' বুঝদারের মত মাথা দোলাল সার্জেন্ট ও'কনর। 'ডাক্তারের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল ভদ্রলোকের?'

এলসি মাথা নেড়ে সায় জানাল। 'কুরুক্ষেত্র বেধে গিয়েছিল প্রায়,' উৎসাহভরে বলল। 'বিশেষ করে আমার মনিব ভীষণ রেগে গিয়েছিলেন! অবশ্য ডা. রবার্টস চুপচাপই ছিলেন। শুধু বলেছিলেন–বাজে কথা। এসব আপনার মাথায় এল কী করে?'

'বাড়িতেই ঘটেছিল নাকি ঝগড়াটা?'

'হ্যাঁ। ডা. রবার্টসকে ডেকে পাঠিয়েছিল মিসেস ক্রাডক। তার সঙ্গে মনিবের ঝগড়া হচ্ছিল, ঠিক এমন সময়ই ওখানে এসে হাজির হলেন ডাক্তার সাহেব। ব্যস, ফেঁসে গেলেন।'

'ভেবে বলো তো, তোমার মনিব ঠিক কী বলেছিলেন?'

'আসলে, আমার শোনার কথা ছিল না। মিসেসের শোবার ঘরেই হচ্ছিল ঝগড়াটা। ঝামেলা হচ্ছে বুঝতে পেরে, ঝাড়ু নিয়ে চলে গিয়েছিলাম সিঁড়ি ঝাড়তে। এমন রসালো গল্প কি হাতছাড়া করা যায়?'

সার্জেন্ট ও'কনর আনন্দের সঙ্গেই সায় জানায়। এলসির সঙ্গে অনানুষ্ঠানিকভাবে কথা বলার বুদ্ধিটা ভালই কাজে দিচ্ছে। পুলিস এমনিতে জেরা করলে, নিঃসন্দেহে সে অস্বীকার করত আড়িপাতার কথা।

'যা বলছিলাম,' বলে চলল এলসি, 'ডা. রবার্টস চুপচাপ ছিলেন, চিৎকার করছিলেন আমার মনিব।'

'কী বলছিলেন তিনি?' জানতে চাইল ও'কনর; দ্বিতীয়বারের মত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটা করল।

'যা মুখে আসে, তা-ই,' আনন্দের সঙ্গে বলল এলসি।

'মানে?'

এই মেয়েটার মুখ দিয়ে কি কোনদিন ওর মনিবের বলা কথাগুলো বের হবে না?

'আমি ওনার বেশিরভাগ কথাই বুঝতে পারিনি,' স্বীকার করল এলসি। 'বড়-বড় সব শব্দ বলছিলেন তিনি। এই যেমন–অপেশাদার আচরণ, সুযোগের অসদ্ব্যবহার করা। একটা কথা মনে আছে, মনিব বলেছিলেন যে, দরকার পড়লে, ডা. রবার্টসের নাম তিনি মেডিকেল রেজিস্টার থেকে মুছে ফেলার ব্যবস্থাও করবেন।'

'বুঝেছি,' বলল ও'কনর। 'মেডিকেল কাউন্সিলের কাছে নালিশ দেয়ার কথা বলেছিলেন তিনি।'

'হ্যাঁ, ওরকমই কিছু একটা বলেছিলেন। এদিকে মিসেস ক্রাডক ততক্ষণে পাগলের মত আচরণ করতে শুরু করেছে। বারবার বলছিল–আমার প্রতি তোমার কোন নজর নেই, আমাকে অবহেলা করো, তাই একা থাকতে দাও। এ-ও বলেছিল যে, তার জীবনে ডা. রবার্টস এসেছেন দেবদূত হয়ে!

'তারপর ডাক্তার সাহেব মনিবের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এসে দরজা বন্ধ করে দিলেন। এরপর বললেন:

'"আরে, বাবা, বুঝতে পারছেন না যে আপনার স্ত্রী হিস্টিরিয়াগ্রস্ত হয়ে পড়েছে? কী বলছে, তা সে নিজেই বুঝতে পারছে না? সত্যি বলতে কি, কেসটা একেবারেই হতাশাজনক। অনেক আগেই কেসটা ছেড়ে দিতে চাচ্ছিলাম। ডাক্তারের সঙ্গে রোগীর একটা সম্পর্ক থাকে, সেটার সীমা

ছাড়াতে চাইনি কখনওই।"

'এরপর মনিবকে কিছুটা শান্ত করে যোগ করলেন:

'"অফিসে যেতে দেরি হয়ে যাবে কিন্তু, এক্ষুণি রওনা দিন নাহয়। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন–পুরোটাই ভুল বোঝাবুঝি। আমি হাতটা ধুয়েই পরের রোগীর কাছে যাব। আশা করি, আমার কথাগুলো আপনি ভেবে দেখবেন। আমি আপনাকে নিশ্চিত করে বলছি–পুরো ব্যাপারটাই আপনার স্ত্রীর অতিকল্পনা।"

'এসব শুনে মনিব বললেন, "কী যে সত্যি আর কী যে মিথ্যে, সেটাই ভেবে পাচ্ছি না।"

'পরক্ষণেই বেরিয়ে এলেন তিনি। আমি সিঁড়ি ঝাড়ছিলাম, কিন্তু মনে হলো যে আমাকে দেখতেই পাননি! অসুস্থ দেখাচ্ছিল তাঁকে। ডাক্তার সাহেব সময় নিয়ে হাত ধুলেন ড্রেসিং রুমে। ওখানে ঠাণ্ডা-গরম, দুই ধরনেরই পানির ব্যবস্থা ছিল। এরপর বেরিয়ে এলেন তিনিও। আমার সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলে নিচে নেমে গেলেন। তাই আমি মোটামুটি নিশ্চিত, তিনি উল্টোপাল্টা কিছু করেননি। সব দোষ ওই মিসেসের।'

'তারপরই অ্যানথ্রাক্সে আক্রান্ত হলেন ক্রাডক?'

'হ্যাঁ, তবে আমার ধারণা যে আগেই আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি। ওই পাগলাটে মনিবানী কিন্তু এবার খুব আন্তরিকতার সঙ্গেই তাঁর সেবা করল। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না; মারা পড়লেন বেচারা। অবশ্য বেশ জাঁকালো একটা শেষকৃত্য হয়েছিল তাঁর।'

'তারপর? ডা. রবার্টস কি প্রায়ই আসতেন বাড়িতে?'

'একদমই না। তুমি দেখি বেচারার পেছনে উঠেপড়ে লেগেছ! বললামই তো–তিনি ভদ্রলোক। চাইলেই তো মনিব মারা যাওয়ার পর ওই মহিলাকে বিয়ে করতে পারতেন। কিন্তু করেছেন কি? কোনদিন সেই আগ্রহই দেখাননি। প্রায়ই তাঁকে

ডেকে পাঠাত মহিলা, তবে নাগাল পেত না। একদিন আচমকা বাড়ি বিক্রি করে দিল; আমরাও নোটিশ পেলাম। তারপর তো মিশরেই চলে গেল সে।'

'এরমধ্যে আর ডা. রবার্টসকে দেখনি?'

'আমি দেখিনি। তবে মিসেস ক্রাডক দেখেছে। ডাক্তারের কাছে গিয়ে... কী যেন বলে এটাকে—টাইফয়েডের টিকা নিয়েছিল। ফিরে এল হাতে ব্যথা নিয়ে। আমার তো মনে হয় মুখের ওপর প্রত্যাখান করে দিয়েছিলেন ডাক্তার ওই মহিলাকে। এরপর আর তাঁকে ডাকত না সে। কাপড়চোপড় কিনেই দিন পার করত। শীতের মধ্যেই হালকা সব পোশাক কিনছিল। জিজ্ঞেস করলে বলত—মিশরে নাকি খুব গরম।'

'হুম,' বলল সার্জেন্ট ও'কনর। 'আমিও সে-রকমই শুনেছি। মিশরেই তো মারা গিয়েছিলেন ভদ্রমহিলা? সে-রকমই শুনেছি, যদ্দূর মনে পড়ে।'

'তাই নাকি? আমি জানি না! কী আশ্চর্য! বেচারি!' দীর্ঘশ্বাস ফেলে এলিস যোগ করল, 'দামি কাপড়গুলোর কী দশা হয়েছে, কে জানে!'

'তোমাকে দারুণ মানাত নিশ্চয়ই!' মন্তব্য করল সার্জেন্ট ও'কনর।

'নির্লজ্জ কোথাকার,' লজ্জিত গলায় বলল এলসি।

'বেশিদিন আর আমাকে সহ্য করতে হবে না তোমার,' জানাল সার্জেন্ট। 'আমার ফার্মের হয়ে অচিরেই দূরে কোথাও চলে যেতে হবে।'

'অনেকদিনের জন্য?'

'দেশের বাইরেও যেতে হতে পারে,' জানাল সার্জেন্ট।

এলসির মন খারাপ হয়ে গেল। মনে মনে বলল, 'সুদর্শন ছেলেগুলো কেন যেন সবসময় হাত ফসকে বেরিয়ে যায়। যাক, ফ্রেড তো আছেই।'

এক হিসেবে ভালই হলো। এলসির জীবনে কোন চিরস্থায়ী প্রভাব না রেখেই বিদায় নিল সার্জেন্ট ও'কনর। উল্টো লাভ হলো ওই ফ্রেড ছেলেটারই।

সতেরো

রোডা ডসের সাক্ষ্য

রোডা ডস ডেবেনহ্যাম থেকে বেরিয়ে, ফুটপাতের ওপরে দাঁড়িয়ে রইল।

সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে বেচারি।

এই মুহূর্তে ওর চেহারায় পরিষ্কার ফুটে উঠেছে মনের ভিতরের দ্বৈরথ: 'যাব, নাকি যাব না? যেতে তো চাই... কিন্তু না গেলেই বোধহয় ভাল হয়।'

দারোয়ান এগিয়ে এল ওর দিকে। 'ট্যাক্সি ডেকে দেব, মিস?'

মাথা নেড়ে মানা করল রোডা।

আচমকা হাত ভর্তি সদাই নিয়ে এক দশাসই চেহারার মহিলা প্রায় আছড়ে পড়ল ওর ওপর। তারপরও যেন ভ্রুক্ষেপ হলো না রোডার, তখনও ভেবে চলেছে সে। অদ্ভুত সব ভাবনাচিন্তা খেলে বেড়াচ্ছে ওর মাথায়।

'গেলে ক্ষতি কী? মিসেস অলিভার তো নিজেই আমাকে দাওয়াত দিয়েছেন। অবশ্য সৌজন্যমূলক এই কথাটা হয়তো সবাইকেই বলে বেড়ান তিনি... হয়তো ভাবতেও পারেননি যে আমি কখনও সত্যি-সত্যিই চলে আসতে পারি। হাজার

হলেও তাঁর দরকার অ্যানকে, আমাকে নয়।

'অ্যানও অবশ্য মানা করেছে। বলেছে যে, মেজর ডেসপার্ডের সঙ্গে সে একাই যাবে উকিলের কাছে। আর ওর একাই যাওয়া উচিত...

'মেজর লোকটা দেখতে বেশ... আমার সঙ্গে এসবের কোন সম্পর্কই নেই... এমন তো আর না যে, মেজর ডেসপার্ডকে আমার খুব দেখতে ইচ্ছা করছিল... ভদ্রলোক অবশ্য মানুষ হিসেবেও ভাল... তবে তাঁর সম্ভবত অ্যানকেই পছন্দ হয়েছে। তা না হলে একজন পুরুষ মানুষের অযথা এতটা কষ্ট করার কথা নয়...'

এবারে একটা ছেলে এসে আছড়ে পড়ল রোডার ওপর। 'ক্ষমা করবেন, মিস,' খানিকটা বিরক্তির সঙ্গেই বলল ছেলেটা।

'এভাবে সারাদিন এখানে দাঁড়িয়ে থাকা যাবে না,' ভাবল রোডা। 'এদিকে সিদ্ধান্তও তো নিতে পারছি না... আমার আসলে কোট আর স্কার্ট পরে আসা উচিত ছিল... আচ্ছা, সবুজ রঙটার জায়গায় সবকিছুতে বাদামী ব্যবহার করলে ক্ষতি কী? যাব? নাকি যাব না? সাড়ে তিনটা বাজে, সময়টাও ভাল... মানে, এখন গেলে ভদ্রমহিলা মনে করবেন না যে আমি খাওয়ার লোভে এসেছি। যাওয়াই উচিত হবে।'

অবশেষে সিদ্ধান্ত নিতে পেরে তৎক্ষণাৎ রওনা দিল রোডা; কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে উপস্থিত হলো মিসেস অলিভারের বাড়ির সামনে।

'কাঁচা তো আর খেয়ে ফেলবেন না আমাকে,' ভেবে দালানের ভেতরে প্রবেশ করল ও।

মিসেস অলিভার থাকেন একেবারে ওপরের তলায়। উর্দি পরিহিত এক কর্মচারী তাকে লিফটে করে পৌঁছে দিল অ্যাপার্টমেন্টটার সামনে।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আবারও ভাবনায় ডুবে গেল

রোডা। 'কী একটা অবস্থা! এরচেয়ে দাঁতের ডাক্তারের কাছে যাওয়াও দেখছি সহজ কাজ। যা-ই হোক, এসে যখন পড়েছি, ভেতরে গিয়েই দেখা যাক, কী হয়!'

লজ্জায় প্রায় গোলাপী বর্ণ ধারণ করে ঘণ্টি বাজাল রোডা।

বয়স্কা একজন ভৃত্য এসে দরজা খুলে দিল।

'এটা কি–মানে–মিসেস অলিভার আছেন?' জানতে চাইল রোডা।

পিছিয়ে গিয়ে ওকে ভেতরে ঢুকতে দিল বয়স্কা মহিলা। অগোছালো একটা ঘরে এনে বসানো হলো ওকে।

মহিলা জানতে চাইল, 'নাম কী বলব?'

'ওহ্–এহ্–মিস ডস–মিস রোডা ডস।'

মহিলা ভেতরে চলে গেল।

রোডার মনে হলো, প্রায় একশ' বছর পর–আদতে পঁয়তাল্লিশ সেকেণ্ড হবে–ফিরে এল মহিলা।

'দয়া করে আমার সঙ্গে আসবেন, মিস?'

আরও অনেকখানি গোলাপী হয়ে রোডা অনুসরণ করল তাকে। একটা প্যাসেজ পার হয়ে আরেকটা দরজার দিকে এগিয়ে দেয়া হলো তাকে।

প্রথম দেখায় রোডার মনে হলো, যেন আচমকা ভুল করে আফ্রিকার কোন বনে এসে উপস্থিত হয়েছে ও!

পাখি–নানা জাতের; টিয়া, ম্যাকাউ এবং নাম না জানা আরও অনেক প্রজাতির মিলনমেলা যেন জায়গাটা।

বনের ঠিক মাঝখানে রোডা দেখতে পেল একটা টেবিল এবং একটা টাইপরাইটার। লেখাভর্তি কাগজ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে চারপাশে।

ওকে আসতে দেখে অপ্রস্তুতভাবে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন মিসেস অলিভার।

'আরে আরে... তোমাকে দেখে খুব খুশি হয়েছি,'

বললেন মিসেস অলিভার। কার্বনের দাগে ভরা একটা হাত এগিয়ে দিলেন তিনি, অন্য হাত মাথায়–চুল ঠিক করার কাজে ব্যস্ত। তাঁর আচমকা নড়ে ওঠায়, কনুই গিয়ে লাগল একটা কাগজের ব্যাগে। সঙ্গে সঙ্গে ওটার ভেতরে থাকা আপেলগুলো গিয়ে পড়ল মেঝের ওপর।

'থাক থাক; তুলতে হবে না। কেউ না কেউ এসে গুছিয়ে দিয়ে যাবে।'

অপ্রস্তুত হয়ে গেল রোডা, সোজা হয়ে দাঁড়াল সে; হাতে ধরে আছে গোটা পাঁচেক আপেল।

'ওহ্, ধন্যবাদ–না, ওগুলো আর ব্যাগে রাখতে হবে না। সম্ভবত ফুটো হয়ে গেছে ব্যাগটা। ম্যান্টলপিসের ওপরে রাখলেই হবে। হ্যাঁ, ওখানেই। এবার এসো, বসে কথা বলা যাক।'

পুরনো ধাঁচের একটা চেয়ারে বসল রোডা; ততোধিক পুরনো আরেকটা চেয়ারে বসে পড়লেন মিসেস অলিভার।

'আমি দুঃখিত। আশা করি, খুব বেশি বিরক্ত করিনি আপনাকে?' জানতে চাইল যুবতী।

'করলে; আবার করলেও না,' মিসেস অলিভার বললেন। 'দেখতেই পাচ্ছ–কাজ করছিলাম। কিন্তু আমার বিরক্তিকর ফিন লোকটা নিজেকে এমন এক প্যাঁচে ফেলেছে যে, সেখান থেকে বেরুনোর পথ আমি নিজেও খুঁজে পাচ্ছি না।'

বিখ্যাত গোয়েন্দা-লেখিকার চিন্তা-পদ্ধতির সাক্ষী হতে পেরে যারপরনাই আনন্দিত রোডা। 'ওহ্, মিসেস অলিভার, লেখালেখি নিশ্চয়ই খুব আনন্দের ব্যাপার!'

মিসেস অলিভার দাগওয়ালা হাত দিয়ে নিজের কপাল ঘষতে-ঘষতে বললেন, 'কেন এমন মনে হলো?'

'তা আবার বলতে হয় নাকি!' অবাক স্বরে বলল রোডা। 'বসে বসে একটা পুরো বই লিখে ফেলাটা আনন্দের নয় তো, কী?'

'ওভাবে কি আর লেখালেখি হয়?' বললেন মিসেস অলিভার। 'ভেবে-ভেবে লিখতে হয়, বুঝলে? আর ভাববার কাজটা বরাবরই একঘেয়ে। সেই সঙ্গে পরিকল্পনা করতে হয়। এখানে-সেখানে ঝামেলার সৃষ্টি করতে হয়। শেষে গিয়ে এমন এক প্যাঁচে পড়ে যাই যে মনে হয়—আর বুঝি শেষ রক্ষা হলো না! অবশ্য সেটারও সমাধান হয়ে যায়। লেখালেখিটা খুব একটা আনন্দের কাজ না। অন্য সব পেশার মত এটাতেও অনেক পরিশ্রম করতে হয়।'

'দেখে অবশ্য ততটা পরিশ্রমের কাজ বলে মনে হয় না,' বলল রোডা।

'তোমার মনে না হতে পারে,' বললেন মিসেস অলিভার। 'কেননা কাজটা তো আর তুমি করছ না। মাঝেমধ্যে নিজেকে প্রবোধ দিতে মনে মনে আওড়াতে হয়—অমুক তারিখে টাকা পাব... অমুক তারিখে টাকা পাব! এই চিন্তাটাই কাজের গতি বাড়িয়ে দেয়।'

'আমি কখনও ভাবিনি যে, নিজের বইয়ের টাইপিং-এর কাজ আপনি নিজেই করেন!' বলল রোডা। 'ধরেই নিয়েছিলাম যে, এজন্য সেক্রেটারি রেখেছেন।'

'সেক্রেটারি একটা আছে আমার। একবার তাকে দিয়ে টাইপিং করাতেও শুরু করেছিলাম। কিন্তু বেচারি এতটাই দক্ষ যে, আমার মনই খারাপ হতে লাগল। ইংরেজি ভাষা, যতিচিহ্ন এবং ব্যাকরণটা ও আমার চাইতে অনেক ভাল জানত। তাই নিজের কাছেই ছোট মনে হতে লাগল নিজেকে। এরপর একজন অদক্ষ সেক্রেটারি রাখলাম; তবে বলাই বাহুল্য, তাকে দিয়ে কাজের কাজ কিছু হয়নি।'

'এটা-সেটা নিয়ে সারাক্ষণ ভাবনাচিন্তা করাটা নিশ্চয়ই আপনাকে তৃপ্তি দেয়?' বলল রোডা।

'তা বলতে পারো,' আনন্দের সঙ্গে বললেন মিসেস অলিভার। 'কিন্তু সেটাকে লিখে রাখাটাই বিরক্তিকর। কাজ

শেষ হলে দেখা যায়, ভাবছি ষাট হাজার শব্দ লিখে ফেলেছি। কিন্তু আদতে লেখা হয়েছে মাত্র ত্রিশ হাজার! তাই আরেকটা নতুন খুনের অবতারণা করতে হয়, বা ভিলেনকে দিয়ে কিডন্যাপ করাতে হয় নায়িকাকে। একঘেয়ে কাজ!'

উত্তর দিল না রোডা। কমবয়সী ছেলে-পিলে যে দৃষ্টিতে তাদের পছন্দের ব্যক্তিত্বকে দেখে, সেই নজরেই এখন সে চেয়ে আছে মিসেস অলিভারের দিকে–তবে তাতে যে কিছুটা হলেও আশাহত ভাব নেই, তা বলা যাবে না।

'ওয়ালপেপার পছন্দ হয়েছে?' ক্লান্ত ভঙ্গিতে হাত নেড়ে জানতে চাইলেন মিসেস অলিভার। 'পাখি আমার খুব পছন্দ। আর এই জঙ্গল সম্ভবত ট্রপিকাল এলাকার। মনে হয় যেন উষ্ণ কোন স্থানে বসে আছি, এমনকী তীব্র শীতের দিনেও। নইলে যে লিখতেও পারি না আমি।'

'দারুণ,' বলল রোডা। 'আপনার কাজে বিরক্ত করলাম; তারপরেও রাগ করেননি দেখে ভাল লাগছে।'

'কফি আর টোস্ট হয়ে যাক তা হলে,' বললেন মিসেস অলিভার। 'কড়া কালো কফি আর গরমা-গরম টোস্ট। যখন দেবে, তখনই গোটা কতক খেয়ে ফেলতে পারব।'

দরজার কাছে গিয়ে চিৎকার করে কফি-টোস্ট দিতে বললেন তিনি। তারপর ফিরে এসে আবার শুরু করলেন, 'এবার বলো, শহরে এলে কেন? কেনাকাটা করতে?'

'হ্যাঁ, কেনাকাটা কিছু করেছি।'

'মিস মেরেডিথও এসেছে নাকি?'

'হ্যাঁ। তবে ও আছে মেজর ডেসপার্ডের সঙ্গে; উকিলের কাছে গিয়েছে।'

'উকিল?' মিসেস অলিভারের চোখের তারায় কৌতূহল।

'জী। মেজর ডেসপার্ড বুঝিয়েছেন যে, ওর একজন উকিল দরকার। বেশ দয়ালু একজন মানুষ।'

'দয়ালু তো আমিও ছিলাম,' বললেন মিসেস অলিভার,

'তবে তাতে কাজ হয়েছে বলে তো মনে হচ্ছে না! আমার তো মনে হয়, তোমার বান্ধবী আমার নাক গলানোটাকে পছন্দই করতে পারেনি।'

'ওহ্, কী আর বলব, আসলেই করেনি ও।' লজ্জা গোপন করতে অহেতুক নড়াচড়া করতে লাগল রোডা। 'আসলে সেজন্যই আমি আজ এসেছি আপনার কাছে–সবকিছু ব্যাখ্যা করার জন্য। জানি, আপনার কাছে অ্যানকে বিরক্ত মনে হয়েছে। কিন্তু ও আসলে আপনার যাওয়ার কারণে বিরক্ত হয়নি, হয়েছে আপনার বলা একটা কথায়।'

'আমার বলা কথায়?'

'জী। আপনি বুঝতে পারেননি; সেটাই স্বাভাবিক।'

'কোন্ কথা?'

'কথাটা এতটাই তুচ্ছ যে, আপনার সম্ভবত মনেও নেই। আপনি দুর্ঘটনা এবং বিষ সংক্রান্ত কয়েকটা কথা বলেছিলেন।'

'বলেছিলাম নাকি?'

'জী। দেখলেন তো? আপনার মনেও নেই। আসলে অ্যানের একটা বাজে অভিজ্ঞতা আছে। সে এমন একটা বাড়িতে কাজ করত, যেখানকার এক মহিলা বিষ খেয়েছিল–সম্ভবত হ্যাট পেইন্ট–ভুল করে অবশ্যই। মারা যান তিনি। ব্যাপারটা অ্যানকে খুব বড় ধরনের ধাক্কা দিয়েছিল। তাই ওটার ব্যাপারে কখনও কোন কথাই বলতে চায় না ও।

'আপনার ওই মন্তব্যটা এজন্যই ওর পছন্দ হয়নি। আমি জানি, ব্যাপারটা আপনার নজর এড়ায়নি। এদিকে আপনাকে সরাসরি কিছু বলতেও পারছিলাম না। কিন্তু ওকে আপনি অকৃতজ্ঞ ভাবুন–সেটাও আমি চাই না।'

রোডার অতি উৎসাহী, লালচে চেহারাটার দিকে তাকালেন মিসেস অলিভার; তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'বুঝতে পেরেছি।'

'অ্যান আসলে খুব সংবেদী। সেই সঙ্গে বাজে যে-কোন কিছুর মুখোমুখি হতেও ভয় পায়,' বলল রোডা। 'কোন কিছু ওকে কষ্ট দিলে, সেটার ব্যাপারে আর কোন কথাই বলতে চায় না। কাজটা যে ঠিক না, সেটা আমিও জানি। আলোচনা করলেও যা, না করলেও তা। ঘটনা যখন ঘটেই যায়, তখন সেটাকে অস্বীকার করলেই তো তা আর মিলিয়ে যায় না। আমি মনে করি–যতই কষ্ট লাগুক না কেন, ঝামেলার মুখোমুখি হওয়াই ভাল।'

'আহ্,' বললেন মিসেস অলিভার। 'তুমি, বাছা, লড়াকু মানসিকতার। অ্যানের মধ্যে সেটা নেই।'

রোডা আরও লাল হয়ে গেল। 'অ্যান খুব ভাল মেয়ে।'

মিসেস অলিভার হাসলেন। 'আমি তো অন্যকিছু বলিনি। শুধু বললাম, তোমার মধ্যে যে সাহস আছে, সে-রকম সাহস অ্যানের মধ্যে নেই।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আচমকা বললেন, 'তুমি কি নিরেট সত্যে বিশ্বাস রাখো, নাকি রাখো না?'

'অবশ্যই রাখি,' অবাক কণ্ঠে বলল রোডা।

'বললে বটে; কিন্তু ভেবেচিন্তে বলোনি। অনেক সময় কিন্তু সত্য মানুষকে ভীষণ কষ্ট দেয়, তার কল্পনায় সাজানো ঘর ভেঙে ফেলে।'

'তারপরও, আমার সত্যকেই পছন্দ,' বলল রোডা।

'আমারও, তবে সবসময় সেটাই সঠিক সিদ্ধান্ত কি না–জানা নেই।'

নিখাদ আন্তরিকতার সঙ্গে রোডা বলল, 'আমি যে কথাগুলো বললাম, তা দয়া করে অ্যানকে বলবেন না। ব্যাপারটা ওর পছন্দ হবে না।'

'অবশ্যই না। ঘটনাটা কি অনেক আগের?'

'বছর চারেক হবে। অদ্ভুত, তাই না? একই জিনিস একজন মানুষের সঙ্গেই বারবার ঘটে! এখানে আরেকটা

আকস্মিক মৃত্যুর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে বেচারি। এবারেরটা তো আরও ভয়াবহ! খুনের মত ভয়ানক আর কী হতে পারে?'

'কিছুই না।'

ঠিক তখনই এসে উপস্থিত হলো কালো কফি আর মাখন দেয়া গরম টোস্ট।

বাচ্চাদের মত উৎসাহ নিয়ে খেল রোডা। একজন সেলিব্রেটির সঙ্গে নাস্তা খাওয়ার সুযোগ ওর জীবনে আর আসেনি।

খাওয়া শেষে উঠে দাঁড়াল ও; বলল, 'আশা করি, খুব বেশি বিরক্ত করিনি আপনাকে। যদি অসুবিধা না হয়, তা হলে একটা বই পাঠাতে পারি আপনার কাছে? অটোগ্রাফ পেলে দারুণ হতো।'

মিসেস অলিভার হাসলেন। 'ওহ্, অত ঝামেলার কী দরকার!' ঘরের অন্যপ্রান্তে গিয়ে একটা কাবার্ড খুললেন তিনি। 'কোন্‌টা পছন্দ তোমার? ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে "দি অ্যাফেয়ার অভ দ্য সেকেণ্ড গোল্ডফিশ" বেশি ভাল লাগে।'

চমকে গেল রোডা, লেখিকার নিজের পছন্দের কথা শুনে মানা করার প্রশ্নই আসে না।

মিসেস অলিভার বের করে আনলেন বইটা; সই করে এগিয়ে দিলেন রোডার দিকে।

'এই নাও।'

'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আচমকা এসে পড়ে সত্যি সত্যি বেশি বিরক্ত করিনি তো?'

'আমি চেয়েছিলাম–তুমি আসো,' বললেন মিসেস অলিভার। একটু বিরতি দিয়ে যোগ করলেন, 'তুমি ভাল মেয়ে। আপাতত বিদায় তা হলে। নিজের খেয়াল রেখো।'

চলে গেল রোডা। দরজা লাগিয়ে আপনমনে বললেন আরিয়াদনে, 'এই কথাটা বলতে গেলাম কেন?'

মাথা নেড়ে, অগোছালো চুলে আঙুল বুলালেন তিনি। তারপর বসে পড়লেন সভেন জারসনকে প্যাঁচ থেকে উদ্ধারের কাজে!

আঠারো

চা বিরতি

হার্লে স্ট্রিটের একটা বিশেষ দরজা দিয়ে বের হলেন মিসেস লরিমার।

সিঁড়ির একেবারে ওপরের ধাপে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি; তারপর ধীরেসুস্থে নামতে শুরু করলেন।

অদ্ভুত একটা অনুভূতি খেলা করছে তাঁর চেহারায়। দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সঙ্গে মিশে রয়েছে রহস্যময় এক সিদ্ধান্তহীনতা। ভ্রু খানিকটা কুঁচকে আছে, যেন কোন সমস্যার সমাধান খুঁজছেন আপনমনে।

আচমকা বিপরীত পাশের ফুটপাতে দেখা গেল অ্যান মেরেডিথকে। কোনার কয়েকটা ফ্ল্যাটের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল মেয়েটা।

খানিকটা ইতস্তত করে, রাস্তা পার হলেন মিসেস লরিমার।

'কেমন আছ, মিস মেরেডিথ?'

চমকে ঘুরে তাকাল অ্যান। 'ওহ্, আপনি! কেমন আছেন?'

'এখনও লণ্ডনেই আছ?' জানতে চাইলেন মিসেস

লরিমার।

'না। কেবল আজকের জন্যই এসেছি; আইনি কিছু কাজ সামলাতে।' এখনও ফ্ল্যাটগুলোর দিকেই স্থির হয়ে আছে মেয়েটার দৃষ্টি।

মিসেস লরিমার জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন সমস্যা?'

খানিকটা অপরাধীর মত বলতে শুরু করল অ্যান, 'সমস্যা? আরেহ্ না, কী আবার সমস্যা হবে?'

'এমনভাবে দেখছিলে যে, মনে হলো–কিছু একটা ভাবছ!'

'আমি আসলে... থাক সে কথা, গুরুত্বপূর্ণ কিছু না।' নার্ভাস ভঙ্গিতে হাসল মেয়েটা। 'মনে হলো যে, আমার বান্ধবী–যার সঙ্গে আমি থাকি আরকী–ওই বাড়িতে মিসেস অলিভারের সঙ্গে দেখা করতে ঢুকেছে।'

'ওখানে থাকেন নাকি মিসেস অলিভার? আমি জানতাম না!'

'হ্যাঁ। দিন কতক আগে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। নিজের ঠিকানা দিয়ে দেখাও করতে বলেছিলেন। রোডাকে বললেন, না আমাকে–সেটাই ভাবছি।'

'গিয়ে দেখতে চাও?'

'নাহ্, থাক।'

'তা হলে চলো, একসঙ্গে চা খাওয়া যাক,' বললেন মিসেস লরিমার। 'এখানেই একটা ছোট্ট দোকান আছে; বেশ ভাল।'

'আপনার অনেক দয়া,' বলল অ্যান; ইতস্তত করছে।

একসঙ্গে হেঁটে একটা গলিতে ঢুকল ওরা। ছোট একটা পেস্ট্রির দোকান, সঙ্গে চা আর মাফিনও বিক্রি করে।

কথা-বার্তা হলো না খুব একটা। একে-অন্যের নীরবতাকে তারা উপভোগই করল।

অ্যান আচমকা জানতে চাইল, 'মিসেস অলিভার আপনার সঙ্গে দেখা করেছেন?'

মাথা নেড়ে না করলেন মিসেস লরিমার। 'মসিয়ে পোয়ারো ছাড়া আর কেউ আসেননি।'

'আমি আসলে–' শুরু করল অ্যান।

'নাক গলাতে চাওনি? আমার তো মনে হয়, বুঝে-শুনেই প্রশ্নটা করেছ তুমি।' বললেন মিসেস লরিমার।

চোখ তুলে চাইল মেয়েটি। তারপর মিসেস লরিমারের দৃষ্টিতে যেন ভরসা খুঁজে পেল। 'ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেননি,' ধীরে ধীরে বলল সে।

ক্ষণিকের জন্য আবারও নেমে এল নিশ্ছিদ্র নীরবতা।

'সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটল যাননি আপনার কাছে?' জানতে চাইল অ্যান।

'ওহ্, ভুলেই গিয়েছিলাম! তিনিও গিয়েছেন,' বললেন মিসেস লরিমার।

অ্যান ইতস্তত করে যোগ করল, 'কেমন ধরনের প্রশ্ন করেছেন তিনি?'

মিসেস লরিমার ক্লান্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। 'গতানুগতিক সব প্রশ্নই। তবে ঝামেলা করেননি কোন।'

'সবার সঙ্গেই সম্ভবত দেখা করেছেন ভদ্রলোক।'

'আমার তা-ই মনে হয়।'

আরও কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থাকার পর অ্যান জানতে চাইল:

'মিসেস লরিমার, আপনার কি মনে হয়–খুনিকে পাকড়াও করা সম্ভব হবে?' থালার দিকে ছিল ওর নজর; তাই বয়স্কা মহিলার চোখের চমকটা দেখতে পেল না ও।

মিসেস লরিমার বললেন, 'আমি জানি না...'

'কী একটা ঝামেলা–তাই না?'

কৌতূহল খেলে গেল মিসেস লরিমারের চেহারায়, সেই সঙ্গে সমবেদনাও। 'তোমার বয়স কত, অ্যান মেরেডিথ?'

'আ-আমার?' তোতলাতে লাগল মেয়েটি। 'পঁচিশ।'

'আমার তেষট্টি,' বললেন মিসেস লরিমার। 'জীবনের প্রায় পুরোটাই বাকি রয়েছে তোমার...'

কেঁপে উঠল অ্যান। 'বাড়ি ফেরার পথে আজও তো দুর্ঘটনায় মারা যেতে পারি, তাই না?' বলল সে।

'তা ঠিক, আর আমি হয়তো বেঁচে থাকব আরও কিছুদিন।' অদ্ভুত শোনাল বয়স্কা মহিলার কণ্ঠ; চোখ তুলে চাইল মেয়েটা।

'জীবন মানেই সমস্যা আর সমস্যা,' আবারও বললেন মিসেস লরিমার। 'আমার সমান বয়স হলে টের পাবে। বেঁচে থাকতে হলে চাই অপরিসীম সাহস আর প্রচণ্ড ধৈর্য। শেষ দিকে এসে মনে প্রশ্ন জাগে—এসবের আদৌ কি কোন দরকার ছিল?'

'ওহ্, এসব বলবেন না,' বলল অ্যান।

হেসে ফেললেন মিসেস লরিমার; পরক্ষণে আবারও নিজের চিরাচরিত শান্ত রূপ ধারণ করলেন তিনি।

'জীবনের ব্যাপারে এমন হতাশাজনক কথা বলা আসলেই উচিত না,' বলে বিল দেয়ার জন্য ওয়েট্রেসকে ডাকলেন।

তাঁরা দরজার কাছে দাঁড়িয়েছেন কি দাঁড়াননি, এমন সময় সামনে দিয়ে একটা ট্যাক্সি পার হওয়ার উপক্রম হলো। মিসেস লরিমার ডাকলেন ওটাকে।

'লিফট দেব?' জানতে চাইলেন তিনি। 'আমি পার্কের দক্ষিণ দিকে যাচ্ছি।'

উজ্জ্বল হয়ে গেল অ্যানের চেহারা।

'নাহ্, লাগবে না। ধন্যবাদ আপনাকে। ওই যে আমার বান্ধবী। বিদায়, মিসেস লরিমার।'

'বিদায়। সৌভাগ্য তোমার সঙ্গী হোক।' বয়স্ক মহিলাও আন্তরিক গলায় বললেন।

ট্যাক্সি ছেড়ে দিতেই, দ্রুতপায়ে সামনে এগোল অ্যান।

বান্ধবীকে দেখতে পেয়ে উজ্জ্বল হয়ে গেল রোডার চেহারা।

'রোডা, তুমি কি মিসেস অলিভারের সঙ্গে দেখা করে এলে?' কৈফিয়ত চাইল যেন অ্যান।

'হ্যাঁ।'

'হাতে-নাতে ধরা পড়লে।'

'এ আবার কেমন কথা হলো! চলো, এখান থেকে চলে যাই। আমি তো ভাবলাম, প্রেমিকের সঙ্গে বসে বসে বুঝি চা খাচ্ছ তুমি!'

অ্যান চুপ করে রইল এক মুহূর্তের জন্য।

'তোমার বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে কোথাও বসে চা খেলে কেমন হয়?'

কোনরকম ভাবনাচিন্তা ছাড়াই উত্তর দিয়ে বসল অ্যান, 'অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু পরিচিত কয়েকজনের সঙ্গে দেখা হলো; একসঙ্গে চা খেতে বাধ্য হলাম।'

মিথ্যে; ডাহা মিথ্যে একেবারে। আচমকা মিথ্যে বলতে গেলে প্রথমে যে কথাটা মাথায় আসে, সেটা-সচরাচর এরকম দুর্বলই হয়। ও বলতে পারত, 'আমার বন্ধুর চা খাওয়া হয়ে গেছে।' এতে করে সহজেই এড়ানো যেত রোডাকে।

অদ্ভুত! রোডাকে কেন যেন এড়াতে চাইছে অ্যান; মেজর ডেসপার্ডকে একান্ত নিজের করে রাখতে চাইছে!

ঈর্ষা পেয়ে বসল মেয়েটিকে—রোডার প্রতি ঈর্ষা। চালাক মেয়েটা; মিশুক, আন্তরিক এবং প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর। সেদিন তো মেজরও বললেন, রোডা ভাল মেয়ে। অথচ উনি দেখা করতে এসেছিলেন অ্যানের সঙ্গে।

আসলে রোডা মেয়েটাই এমন। যে-কোন পরিস্থিতিতে আসরের মধ্যমণি হয়ে যায়। নাহ্, রোডাকে সঙ্গে নিয়ে মেজরের সঙ্গে দেখা করা যাবে না কোনমতেই।

বিরক্তিতে ভরে উঠল অ্যানের মন—রোডার প্রতি বিরক্তি;

মেয়েটা একেবারে যাচ্ছে-তাই। কেন শুধু-শুধু মিসেস অলিভারের সঙ্গে দেখা করতে গেল সে?

আচমকা মুখ ফুটে করেও বসল সে প্রশ্নটা, 'কেন গিয়েছিলে মিসেস অলিভারের কাছে?'

'বা রে! তিনিই না আমাদেরকে আমন্ত্রণ জানালেন!'

'তা ঠিক, তবে সেটা সত্যিকারের আমন্ত্রণ বলে মনে হয়নি মোটেও। স্রেফ কথার কথা ছিল!'

'উঁহুঁ। সত্যিকারের আমন্ত্রণই জানিয়েছিলেন। ভাল মহিলা–এমন ভদ্র তাঁর আচরণ! তাঁর একটা বইও দিলেন আমাকে। এই দেখো।'

রোডা তার সাত রাজার ধন দেখাল বান্ধবীকে।

অ্যানের তখনও সন্দেহ যায়নি। 'কী নিয়ে কথা বললে তোমরা? আমার প্রসঙ্গে?'

'তুমি দেখি দিন-দিন বাতিকগ্রস্ত হয়ে পড়ছ!'

'কেন? শাইতানার খুনের প্রসঙ্গ ওঠেনি?'

'খুনের প্রসঙ্গ উঠেছে–তবে সেসব তাঁর বইয়ের খুন। লেখালেখি নিয়ে অনেকক্ষণ কথা হলো। তারপর কালো কফি আর গরম টোস্ট খেলাম আমরা,' গর্বের সঙ্গে শোনাল রোডা। একটু বিরতি দিয়ে যোগ করল। 'ওহ্, অ্যান, তোমার আসলেই এক কাপ চা খাওয়া দরকার।'

'দরকার নেই। কেবলই মিসেস লরিমারের সঙ্গে খেলাম।'

'মিসেস লরিমার? সেদিন ওখানে তিনিও উপস্থিত ছিলেন না?'

মাথা নেড়ে সায় জানাল অ্যান।

'দেখা হলো কীভাবে?'

'কাকতালীয়ভাবেই; হার্লে স্ট্রিটে।'

'কেমন দেখলে মহিলাকে?'

অ্যান ধীরে ধীরে বলল, 'ঠিক জানি না। অদ্ভুত আচরণ

করলেন। আগের রাতের সঙ্গে কোন মিল নেই!'

'তোমার কি মনে হয়, খুনটা তিনিই করেছেন?' জানতে চাইল রোডা।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল অ্যান, তারপর বলল, 'ঠিক জানি না। বাদ দাও না এই প্রসঙ্গ, রোডা! তুমি তো জানো যে, আমি এসব নিয়ে কথা বলতে চাই না।'

'ঠিক আছে, বাবা। উকিলের কথা বলো, একেবারেই কাঠখোট্টা আর নীরস নিশ্চয়ই?'

'নাহ্। বেশ চালু আর ভীষণ সতর্ক।'

'তা হলে তো ভালই,' খানিকটা অপেক্ষা করে জানতে চাইল, 'আর মেজর ডেসপার্ড, তাঁর কী খবর?'

'ভাল। ভদ্রলোক আসলেই দয়ালু।'

'তোমাকে তাঁর পছন্দ হয়েছে, অ্যান। আমার এতে কোন সন্দেহ নেই।'

'রোডা, বাজে কথা বোলো না তো!'

'আমার কথাই সত্যি, দেখে নিয়ো তুমি।'

রোডা আপনমনে ভাবতে লাগল:

'অ্যানকে পছন্দ হবে না-ই বা কেন? দারুণ সুন্দরী একটা মেয়ে। অবশ্য খানিকটা আরামপ্রিয়। ডেসপার্ডের সঙ্গে অভিযানে যাবে না কখনও... সাপ দেখলেই চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় তুলবে... আসলে পুরুষ জাতটাই এমন। নম্র, ভঙ্গুর মেয়েই তাদের বেশি পছন্দ।'

মুখে অবশ্য উচ্চকণ্ঠে বলল, 'ওই বাসটায় করে প্যাডিংটন যাওয়া যাবে। তা হলে চারটা আটচল্লিশের ট্রেন ধরতে পারব আমরা।'

উনিশ

আলোচনা

পোয়ারোর ঘরের ফোনটা বেজে উঠল; ওপাশ থেকে সসম্মানে কথা বলে উঠল একজন যুবক।

'সার্জেন্ট ও'কনর বলছি। সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটল তাঁর শুভেচ্ছা জানিয়ে জানতে চেয়েছেন, মসিয়ে এরকুল পোয়ারো কি সাড়ে এগারোটার দিকে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে আসতে পারবেন?'

পোয়ারো সম্মতি জানানো মাত্রই ফোন রেখে দিল সার্জেন্ট ও'কনর।

কাঁটায়-কাঁটায় ঠিক সাড়ে এগারোটার সময় পোয়ারো স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের দরজার সামনে ট্যাক্সি থেকে নামলেন—আর নেমেই পড়লেন মিসেস অলিভারের খপ্পরে।

'মসিয়ে পোয়ারো যে! কী অসাধারণ! আমাকে উদ্ধার করবেন, প্লিজ?'

'আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে প্রীত হলাম, মাদাম। কীভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি?'

'ট্যাক্সি ভাড়াটা দিয়ে দিন। কীভাবে-কীভাবে যেন বিদেশ ভ্রমণের ব্যাগটা নিয়ে এসেছি সঙ্গে। এদিকে ব্যাটারা ফ্রাঙ্ক, লিরা বা মার্ক নিতে রাজি হচ্ছে না!'

পোয়ারো সঙ্গে সঙ্গে কিছু খুচরো পয়সা বের করে ভাড়াটা চুকিয়ে দিলেন, তারপর মিসেস অলিভারকে সঙ্গে নিয়ে প্রবেশ

করলেন ভেতরে।

সরাসরি সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটলের ব্যক্তিগত ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো তাঁদের। সুপারিন্টেনডেন্ট বসে ছিলেন একটা টেবিলের পেছনে, আগের চাইতেও বেশি কাঠ-কাঠ দেখাচ্ছিল তাঁকে।

'ঠিক যেন একটা আধুনিক ভাস্কর্য,' ফিসফিসিয়ে পোয়ারোকে বললেন মিসেস অলিভার।

উঠে দাঁড়িয়ে দু'জনের সঙ্গে করমর্দন করলেন ব্যাটল; তারপর হাত তুলে বসার জন্য আসন দেখিয়ে দিলেন।

'ভাবলাম, আমাদের সবার একত্র হওয়াটা দরকার,' বললেন তিনি। 'আপনারা কিছু পেলেন কি না জানা দরকার। আমি কিছু পেলাম কি না, সেটাও আপনাদেরকে বলা দরকার। কর্নেল রেস এলেই আমরা–'

ঠিক সেই মুহূর্তেই খুলে গেল দরজা, ভেতরে প্রবেশ করলেন কর্নেল রেস।

'দুঃখিত, ব্যাটল। দেরি করে ফেললাম। কেমন আছেন, মিসেস অলিভার? হ্যালো, মসিয়ে পোয়ারো। আগামীকালই দেশ ছাড়ছি তো, তাই খুব ব্যস্ততার মধ্যে কাটছে সময়টা।'

'কোথায় যাচ্ছেন?' জানতে চাইলেন মিসেস অলিভার।

'এই তো–বেলুচিস্তানের দিকে।'

পোয়ারো মুচকি হেসে বললেন, 'ওদিকে নাকি ঝামেলা বেধেছে? সাবধানে থাকবেন, মসিয়ে!'

'আমারও সে-রকমই ইচ্ছে,' গম্ভীরভাবে বললেন রেস–যদিও তাঁর চোখের তারায় খেলে গেল আমোদ।

'তা আমাদেরকে জানানোর মত কিছু পেলেন, স্যর?' জানতে চাইলেন ব্যাটল।

'মেজর ডেসপার্ডের ব্যাপারে যা-যা জেনেছি, সব এখানে আছে–' বলেই একগাদা কাগজ এগিয়ে দিলেন তিনি। 'অনেকগুলো দিন-তারিখ পাবেন এখানে, অধিকাংশই

অপ্রয়োজনীয়। ভদ্রলোকের বিরুদ্ধে বলার মত তেমন কিছুই পেলাম না। খুব দৃঢ় মনের মানুষ। রেকর্ডে কোন দাগ নেই, নিয়ম মেনে চলেন; সব জায়গাতেই স্থানীয়দের মন জয় করতে সক্ষম হয়েছেন।

'আফ্রিকার এক গোত্র তো তাঁকে আলাদা উপাধিতেও ভূষিত করেছে। ইংরেজি করলে দাঁড়ায়–"যে লোক চুপ করে থাকেন, এবং সুবিচার করেন"।

'আর ভারতীয়দের মতে, ডেসপার্ড একজন–"পাক্কা সাহিব"।

'গুলি ছুঁড়তে জানেন; ঠাণ্ডা মাথার মানুষ, আত্মবিশ্বাসী এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন।'

এত সব উপাধিও ব্যাটলকে নরম করতে পারল না; তিনি জানতে চাইলেন:

'কোন আকস্মিক মৃত্যুর ঘটনা, যার সঙ্গে ডেসপার্ডের সম্পর্ক আছে?'

'ওটার ওপরেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলাম। দারুণ একটা সাহসী উদ্ধার কর্মের ঘটনা আছে–তাঁর এক বন্ধুকে সিংহের মুখ থেকে ছিনিয়ে এনেছেন।'

ব্যাটল দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'এই খবর তো চাইনি।'

'আপনি আসলেই হাল ছাড়তে জানেন না, ব্যাটল। আপনার পছন্দ হবে এমন মাত্র একটা ঘটনা আবিষ্কার করতে পেরেছি আমি। দক্ষিণ আমেরিকায় সফরে যাওয়ার একটা ঘটনা। ডেসপার্ডের সঙ্গী হয়েছিল একজন প্রফেসর–প্রফেসর লাক্সমোর; প্রখ্যাত উদ্ভিদবিজ্ঞানী। আর সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী। জ্বরে ভুগে মারা যান প্রফেসর; গহীন আমাজনের কোথাও তাঁকে কবর দেয়া হয়।'

'জ্বর?'

'হ্যাঁ, জ্বর। যা-ই হোক, একজন স্থানীয় কুলির জবানবন্দি শোনাই। তবে এই লোকটাকে চুরির দায়ে চাকরিচ্যুত করা

হয়েছিল। তার মতে–প্রফেসর আসলে জ্বরে মারা যাননি। তাঁকে গুলি করা হয়েছিল। অবশ্য কেউ ওই কুলির কথায় বিন্দুমাত্রও গুরুত্ব দেয়নি।'

'হয়তো সে সত্যিই বলেছিল!'

রেস মাথা নাড়লেন। 'যা শুনেছি, তাই আপনাকে জানালাম। আপনি যে-যে বিষয়ে খোঁজ নিতে বলেছেন, সেগুলোই ছিল আমার মাথায়। তবে ভদ্রলোককে আমি খুনি বলে কল্পনাও করতে পারছি না। পুরোপুরি নিখুঁত না হলেও, ভদ্রলোক নিখুঁতের প্রায় কাছাকাছি, ব্যাটল।'

'খুন করতে অক্ষম বলতে চাচ্ছেন?'

কর্নেল রেস ইতস্তত করলেন।

'যেটাকে আমি খুন বলি–সেটা করতে অক্ষম,' অবশেষে তিনি বললেন।

'কিন্তু যথেষ্ট এবং গ্রহণযোগ্য কারণ পেলে, হত্যা করতে সক্ষম–তাই তো?'

'যদি খুন করেও থাকেন, তা হলে তার পেছনের কারণগুলো যথেষ্ট এবং গ্রহণযোগ্যই হবে।'

মাথা নাড়লেন ব্যাটল।

'একজন মানুষের বিচার করবে আরেকজন মানুষ... আইন তুলে নেবে হাতে–এসব তো হতে দেয়া যায় না।'

'এমন ঘটনা কিন্তু অহরহই ঘটে, ব্যাটল।'

'তা ঘটে। কিন্তু ঘটতে দেয়া উচিত না–আমি কেবল এতটুকুই বলতে চাই। আপনি কী বলেন, মসিয়ে পোয়ারো?'

'আমি আপনার সঙ্গে একমত, ব্যাটল। খুন আমিও মেনে নিতে পারি না।'

'কেমন-কেমন যেন লাগল কথাটা,' বললেন মিসেস অলিভার। 'আপনার কি মনে হয় না যে, এমন অনেক মানুষ আছে, যাদের খুন হওয়াই উচিত?'

'তা তো থাকারই কথা।'

'তা হলে?'

'আপনি আমার কথা বুঝতে পারেননি। খুন হওয়া ব্যক্তিকে নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। আমার সমস্ত চিন্তা আসলে খুনিকে নিয়ে!'

'তা হলে যুদ্ধ? যুদ্ধের ব্যাপারে কী বলবেন?'

'যুদ্ধের সময় তো ব্যক্তিগত ক্রোধের বশবর্তী হয়ে আপনি কিছু করছেন না! এই ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থের ব্যাপারেই আমার যত সমস্যা। যখন একজন মানুষ, কে বাঁচবে আর কে মরবে, সেই সিদ্ধান্তটা অবচেতন মনে হলেও নিতে শুরু করে–তখনই সে খুনি হওয়ার পথে অর্ধেক এগিয়ে যায়। এমন ধরনের খুনিরা কোন লাভের কারণে খুন করে না, করে আদর্শের কারণে। আইন নিজের হাতে তুলে নেয়।'

কর্নেল রেস উঠে পড়লেন। 'আপনাদের সঙ্গে আর থাকতে পারছি না। অনেক কাজ বাকি পড়ে আছে। ব্যাপারটার একটা সুরাহা হলে ভাল লাগবে, তবে না হলেও অবাক হব না। তবে যদি আপনারা খুনিকে খুঁজে বের করতেও পারেন, প্রমাণ কীভাবে করবেন তা বুঝে আসছে না।'

'আপনাদেরকে সব তথ্য জানালাম। কিন্তু আমার মনে হয় না যে, ডেসপার্ড খুনি। শাইতানা হয়তো প্রফেসর লাক্সমোরের মৃত্যু সংক্রান্ত গুজব শুনেছিল; ব্যস। ডেসপার্ডের রেকর্ডে কোন দাগ নেই, তাঁকে আমার খুনিও মনে হয় না–এই হলো আমার মন্তব্য।'

'মিসেস লাক্সমোর কেমন মানুষ?' জানতে চাইলেন ব্যাটল।

'ভদ্রমহিলা লণ্ডনেই থাকেন, তাই আপনি নিজেই দেখে আসুন না কেন? ঠিকানা ওই কাগজেরই কোথাও লেখা আছে। তবে আবারও বলছি–ডেসপার্ড খুনি নন।'

কর্নেল রেস দক্ষ শিকারির শব্দহীন পদক্ষেপ ফেলে ঘর

থেকে বেরিয়ে গেলেন।

বন্ধ হয়ে যাওয়া দরজাটার দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ কী যেন ভাবলেন ব্যাটল।

'সম্ভবত তিনি ঠিকই বলেছেন,' অবশেষে বললেন সুপারিন্টেনডেন্ট। 'মানুষ বেশ ভালই চেনেন আমাদের এই কর্নেল রেস। তবে তাই বলে আমরা ডেসপার্ডকে খারিজ করে দিতে পারি না।'

টেবিলের ওপর কর্নেল রেসের রেখে যাওয়া কাগজগুলো দেখলেন ব্যাটল। মাঝেমধ্যে প্যাডে কিছু-কিছু তথ্য টুকে নিলেন।

'আপনি কী-কী তথ্য পেলেন, তা আমাদেরকে জানাবেন না, সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটল?' আচমকা বললেন মিসেস অলিভার।

ভদ্রমহিলার দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে হাসলেন ব্যাটল। 'পুলিসি তথ্য যে অন্যকে জানানো যায় না, তা নিশ্চয়ই জানেন, মিসেস অলিভার?'

'আরেহ্ আরেহ্...' ককিয়ে উঠলেন মিসেস অলিভার। 'যা-যা বলতে পারেন, কেবল সেটুকুই বলুন না হয়!'

ব্যাটল মাথা নাড়লেন। 'নাহ্, আপনারা আমাকে নিজেদের হাতের তাস দেখিয়েছেন। আমিও তা-ই করব।'

মিসেস অলিভার নিজের চেয়ারটা আরও কাছে নিয়ে গেলেন। 'বলুন,' আর্জি জানালেন যেন।

শান্ত কণ্ঠে বলতে শুরু করলেন সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটল, বললেন:

'প্রথমেই বলে নিই—কে যে শাইতানাকে খুন করেছে, তা আমি নিজেও জানি না। কোথাও কোন সূত্র খুঁজে পাইনি। আপনারা বাদে অন্য যে চার অভ্যাগত ছিলেন, তাঁদের সবার পেছনে ফেউ লাগিয়েছি। কিন্তু বলার মত কিছুই পাইনি। তাই আশা রইল কেবল একটা—এঁদের অতীত ঘেঁটে দেখা যে,

সেখানে কোন অপরাধের ইতিহাস আছে কি না। ওটা পেলে হয়তো আমরা শাইতানার খুনির ব্যাপারে কিছু একটা আঁচ করতে পারব।'

'কারও অতীতে এমন কিছু পেয়েছেন?'

'সম্ভবত পেয়েছি; একজনের বিরুদ্ধে।'

'কে সে?'

'ডা. রবার্টস।'

মিসেস অলিভারকে দেখে মনে হলো, অসহনীয় উত্তেজনা যেন তাঁকে পুরোপুরি পেয়ে বসেছে।

'মসিয়ে পোয়ারো জানেন, আমি সম্ভাব্য কোন লাইনই বাদ দিইনি। কিন্তু ভদ্রলোকের নিকটাত্মীয়দের মধ্যে কেউ আচমকা মৃত্যুবরণ করেনি। অনেক খুঁজে-পেতে মাত্র একটা সম্ভাবনা পেয়েছি, সেটাও অনেক দূরের।

'কয়েক বছর আগে ডা. রবার্টসের বিরুদ্ধে তাঁরই এক রোগিণীর সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার অভিযোগ উঠেছিল। হয়তো কিছুই ছিঁল না ওঁদের মধ্যে—নাহ্, সম্ভবত আসলেই কিছু ছিল না। কিন্তু ওই ভদ্রমহিলা পাগলামী শুরু করে দিয়েছিলেন। হয় তাঁর স্বামী ধরে ফেলেছিলেন ব্যাপারটা, আর নয়তো মহিলা নিজেই বলে দিয়েছিলেন।

'যা-ই হোক, রাগে উন্মত্ত স্বামী হুমকি দিয়েছিলেন—ব্যাপারটা জেনারেল মেডিকেল কাউন্সিলকে জানাবেন। ওতে ডাক্তারের ক্যারিয়ারই ধ্বংস হয়ে যেত।'

'এরপর কী হলো?' দমবন্ধ করে জানতে চাইলেন মিসেস অলিভার।

'ডা. রবার্টস কীভাবে যেন ভদ্রলোককে শান্ত করতে পেরেছিলেন। এর কিছুদিন পরেই বেচারা স্বামী অ্যানথ্রাক্সে মারা যান।'

'অ্যানথ্রাক্স? ওটা না গবাদি-পশুর রোগ?'

হাসলেন সুপারিন্টেনডেন্ট।

'ঠিকই বলেছেন, মিসেস অলিভার। বুনো-জংলীদের আলামতহীন বিষে মৃত্যু ঘটেনি ভদ্রলোকের! আপনার হয়তো মনে আছে, কমদামী কিছু শেভিং ব্রাশের মাধ্যমে কয়েক বছর আগে অ্যানথ্রাক্স ছড়াচ্ছিল? ক্রাডকের ক্ষেত্রেও ঠিক তা-ই হয়েছে।'

'মৃত্যুর কারণ কি ডা. রবার্টসই বের করেছিলেন?'

'আরেহ্, না। যা-ই হোক, আমাদের হাতে একমাত্র তথ্য হলো–ডাক্তার রবার্টসের রোগীদের একজন অ্যানথ্রাক্সে মারা গিয়েছেন।'

'আপনার সন্দেহ–শেভিং ব্রাশে জীবাণুর সংক্রমণ ঘটিয়েছিলেন ডাক্তার নিজেই?'

'ও-রকমই কিছু একটা। তবে এটা কেবলই সন্দেহ। কোন প্রমাণ নেই।'

'এরপর মিসেস ক্রাডককে বিয়ে করেনি?'

'না, না। একদমই না। আমার ধারণা, মহিলাই ডাক্তার সাহেবের প্রেমে পড়েছিলেন। ঝামেলা পাকানোর ইচ্ছা ছিল তাঁর। কিন্তু তা না করে আচমকা একদিন লণ্ডন ছেড়ে মিশরে পাড়ি দিলেন। সেখানেই মারা গিয়েছেন। অদ্ভুত কোন এক রক্তের সংক্রমণে। রোগের নামটা অনেক বড়, বলেও খুব একটা লাভ হবে না। এই দেশে ওই রোগ হয় না বললেই চলে। যদিও ওখানে, মানে, মিশরে অহরহই হয়।'

'ডাক্তার তা হলে মহিলাকে বিষ দেয়নি?'

'তা আমি জানি না,' বললেন ব্যাটল। 'আমার এক ব্যাকটেরিয়া-বিশেষজ্ঞ বন্ধুর সঙ্গে কথা বললাম–এঁদের মুখ থেকে নিরেট কিছু বের করা প্রায় অসম্ভব! এমন যদি হয় পরিস্থিতি, তা হলে হয়তো... এভাবেই কথা বলেন ওঁরা। তবে শেষ পর্যন্ত বন্ধুর মুখ থেকে বের করতে পারলাম–এই রোগের জীবাণু দ্বারা হয়তো মিসেস ক্রাডক ইংল্যাণ্ড ছাড়ার আগেই আক্রান্ত হয়েছিলেন। ব্যাপারটা নাকি সম্ভব। উপসর্গ

দেখা দিতে দিতে বেশ কিছুদিন লেগে যেতে পারে।'

পোয়ারো জানতে চাইলেন, 'মিসেস ক্রাডক কি মিশরে যাওয়ার আগে টাইফয়েডের টিকা নিয়েছিলেন? অনেকেই তো নেয়।'

'কীভাবে বুঝলেন, মসিয়ে পোয়ারো!'

'টিকাটা নিশ্চয়ই ডা. রবার্টসই দিয়েছিলেন?'

'একদম ঠিক ধরেছেন। কিন্তু ঝামেলা একটাই—আমাদের হাতে কোন প্রমাণ নেই। সাধারণত দুটো টিকা নিতে হয়, ভদ্রমহিলাও তা-ই নিয়েছিলেন। হয়তো দুটো আসলেই টাইফয়েডের টিকা ছিল! অথবা একটা ছিল—বুঝতেই পারছেন। আমরা জানি না, জানার উপায়ও নেই। পুরোটাই, কেবল একটা তত্ত্ব; আর কিছু না!'

পোয়ারো চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন। 'মি. শাইতানার করা কিছু মন্তব্যের সঙ্গে মিলে যায়। যদি ডাক্তার সাহেব খুন করেও থাকেন, তবুও তাঁকে পাকড়াও করার কোন উপায় নেই।'

'তা হলে মি. শাইতানা জানলেন কী করে?' প্রশ্ন করলেন মিসেস অলিভার।

কাঁধ ঝাঁকালেন পোয়ারো।

'তা আমরা আর কখনওই জানতে পারব না। একসময় কিন্তু শাইতানা নিজেও মিশরে থাকতেন। কেননা মিসেস লরিমারের সঙ্গে তাঁর সেখানেই দেখা হয়েছিল। হয়তো স্থানীয় কোন ডাক্তারের মুখে শুনেছিলেন যে, মিসেস ক্রাডকের কেসটা অদ্ভুত। অথবা ভদ্রমহিলা আর ডাক্তার সাহেবকে নিয়ে ছড়ানো রটনাও শুনে থাকতে পারেন। সম্ভবত মজা করার জন্যই কোন মন্তব্য করেছিলেন রবার্টসের সামনে, তারপর লোকটার চেহারার ভাব দেখে সব বুঝে নিয়েছেন।

'কিছু কিছু মানুষ স্বভাবে ব্লাড হাউণ্ডদের মত হয়; কীভাবে কীভাবে যেন রহস্যের গন্ধ পেয়ে যায়, তারপর

সেটাকে খুঁড়ে বের করে আনে। মি. শাইতানা তেমনই একজন। অবশ্য কীভাবে বের করেছিলেন তিনি, তা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানোর দরকার নেই। ধরে নিই–আন্দাজ করেছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, আন্দাজটা ঠিক ছিল? নাকি ভুল?'

'আমার ধারণা, এ-ক্ষেত্রে তাঁর ভুল হয়নি,' বললেন ব্যাটল। 'কেন যেন মনে হচ্ছে যে, আমাদের এই হাসি-খুশি ডাক্তারের মধ্যে কোন একটা ঘাপলা আছে। আগেও এমন ধরনের মানুষ দেখেছি; এঁদের দ্বারা খুন করা খুবই সম্ভব। ঝামেলা করতে শুরু করলে, মিসেস ক্রাডককে সরিয়ে দেয়াও তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয়। কিন্তু শাইতানাকে খুন করেছেন কি তিনি? সেটাই আসল প্রশ্ন। দুই অপরাধের ধরন তুলনা করলে বলতে হয়–সম্ভবত না। ক্রাডক দম্পতির ক্ষেত্রে ডাক্তার সাহেব ব্যবহার করেছেন তাঁর চিকিৎসাবিদ্যার জ্ঞান। শাইতানাকে হত্যা করলেও সেভাবেই করার কথা।'

'আমারও কখনও মনে হয়নি যে, তিনি শাইতানাকে খুন করেছেন,' বললেন মিসেস অলিভার। 'কেননা তাঁকেই সবচেয়ে বেশি সন্দেহজনক মনে হয়।'

'রবার্টস তা হলে বাদ পড়লেন,' বিড়বিড় করে বললেন পোয়ারো। 'বাকিদের কী খবর?'

অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নাড়লেন ব্যাটল।

'কারও ব্যাপারেই বলার মত কিছু পাইনি। মিসেস লরিমারের স্বামী মারা গিয়েছে বিশ বছর আগে। অধিকাংশ সময় থাকেন লণ্ডনে; মাঝেমধ্যে শীতটা দেশের বাইরে কাটান।

'তবে যান রিভিয়েরা, মিশর... এ-ধরনের সভ্য জায়গায়। তাঁর অতীতে আমি রহস্যময় কোন মৃত্যুর যোগ পাইনি। সাধারণ, সম্মানিত একটা জীবন যাপন করেন তিনি। সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা করে, তাঁর কথার দাম দেয়। তবে একটাই

অভিযোগ–বোকামি সহ্য করেন না। মানতে লজ্জা নেই, তাঁর ব্যাপারে কিছু বের করতে আমি ব্যর্থ হয়েছি। কিন্তু কিছু না কিছু তো আছে। অন্তত শাইতানা তেমনটাই ভাবতেন।'

হতাশ হয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন তিনি।

'এরপর ধরুন, মিস মেরেডিথের কথা। তাঁর অতীত ইতিহাসও আমি বের করেছি। সচরাচর যা হয়–সেনা কর্মকর্তার সন্তান। খুব অল্পই পয়সা-কড়ি রেখে বাবা মারা গিয়েছেন। খেটে খেতে হয়েছে তরুণীকে, এদিকে প্রাতিষ্ঠানিক কোন শিক্ষা নেই। চেলটেনহ্যামে খোঁজ নিয়েছিলাম। তেমন সন্দেহজনক কিছু নেই। সবাই সহানুভূতির সঙ্গেই তাঁর কথা স্মরণ করল। প্রথম চাকরির জন্য গিয়েছিলেন আইল অভ ওয়াইটে। ওখানে যাঁর কাছে ছিলেন, সেই রমণী এখন ফিলিস্তিন। তবে ভদ্রমহিলার বোনের সঙ্গে কথা হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন–মিস মেরেডিথকে খুব পছন্দ করতেন মিসেস এলডন। সেখানে কোন আকস্মিক মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেনি।

'মিসেস এলডন বিদেশে গেলে, মিস মেরেডিথ চাকরি নেন ডেভনশায়ার; এক বান্ধবীর খালার দেখাশোনা করার কাজ। এই বান্ধবীর সঙ্গেই থাকে এখন সে, নাম–মিস রোডা ডস। ওখানে থাকার বছর দুয়েক পর, ওই খালা অসুস্থ হয়ে পড়েন। প্রশিক্ষিত একজন নার্স রাখতে হয় তাঁর জন্য। সম্ভবত ক্যান্সারে ভুগছিলেন। এখনও বেঁচে আছেন, তবে অবস্থা সঙ্গিন। অধিকাংশ সময় মরফিয়া দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে হয়। তবে দেখা করেছি আমি। বললেন–অ্যান মেয়েটি বেশ ভাল। প্রতিবেশীদের সঙ্গেও দেখা করেছি। নেতিবাচক কিছুই পাইনি।

'এরপর চলে গেলেন সুইটযারল্যাণ্ডে। ভেবেছিলাম–এবার হয়তো ভাগ্যে শিকে ছিঁড়বে। কিন্তু হলো না। ওয়েলিংফোর্ডেও কিছু নেই।'

'তা হলে অ্যান মেরেডিথকেও বাদ দেয়া যায়?' জানতে চাইলেন পোয়ারো।

ইতস্তত করলেন ব্যাটল।

'ঠিক সে-কথা বলব না। অদ্ভুত কিছু একটা আছে... একটু বেশিই সতর্ক তিনি; একটু বেশিই ভীত। শুধুমাত্র শাইতানার এই ব্যাপারটার জন্য এতটা ভয় পাওয়ার কথা নয় তাঁর। আমি মোটামুটি নিশ্চিত... কোন একটা গোলমাল আছে মেয়েটার মধ্যে। তবে বাজে কোন রেকর্ড নেই।'

মিসেস অলিভার তৃপ্তির সঙ্গে শ্বাস টানলেন। 'আপনারা বোধহয় জানেন না,' তিনি বললেন, 'অ্যান মেরেডিথ এমন একটা বাড়িতে কাজ করত, যেখানকার একজন মহিলা ভুলে বিষপান করে মারা যান!'

তাঁর কথাটা যেন বোমা ফাটাল ঘরের মধ্যে।

সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটল ঘুরে বসলেন চেয়ারে, হতবাক দেখাচ্ছে তাঁকে।

'সত্যি বলছেন, মিসেস অলিভার? আপনি জানলেন কী করে?'

'গোয়েন্দাগিরি করছিলাম,' বললেন মিসেস অলিভার। 'মেয়েদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। ডা. রবার্টসকে সন্দেহ করি বলে উল্টোপাল্টা বুঝিয়ে এসেছি। রোডা মেয়েটাকে আন্তরিক মনে হলো–অবশ্য সেটা আমাকে সেলিব্রেটি মনে করার কারণেও হতে পারে। কিন্তু মেরেডিথ আমার যাওয়াটাকে সাদা চোখে দেখেনি, সন্দেহ করেছে। কেন করল? নিশ্চয়ই লুকানোর মত কিছু একটা আছে বলেই? আমি দু'জনকেই লণ্ডনে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসার আমন্ত্রণ জানালাম। রোডা এসেছিল; সে-ই সব বলেছে।

'অ্যান নাকি বিশেষ একটা কারণে আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে... আমি নাকি ওকে বিশেষ একটা ঘটনার কথা মনে করিয়ে দিয়েছি। তারপর খুলে বলল সব।'

'কখন বা কোথায় ঘটেছিল এই ঘটনা, তা বলেছে?'

'তিন বছর আগে, ডেভনশায়ারে।'

সুপারিন্টেনডেন্ট বিড়বিড় করে কিছু একটা বলে নোট নিলেন প্যাডে; তাঁর চিরাচরিত শান্ত ভাবটা অনেক আগেই বিদায় নিয়েছে।

এদিকে নিজের বিজয় উপভোগ করছেন মিসেস অলিভার।

'আপনার প্রশংসা করতেই হয়, মিসেস অলিভার,' বললেন ব্যাটল। 'আমাদেরকে চমক দিলেন একটা। খুব দামি একটা তথ্য পেলাম। সামান্য একটু অসাবধানতার জন্যও যে কেস ভণ্ডুল হতে পারে, সেই কথাটাও মনে করিয়ে দিলেন আবার,' ভ্রু কুঁচকে গেল ভদ্রলোকের। 'ডেভনশায়ারে বেশিদিন ছিলেন না মিস মেরেডিথ–খুব বেশি হলে কয়েক মাস হবে।'

'একটা কথা বলুন তো,' বললেন পোয়ারো, 'এই মিসেস এলডন মহিলা কি বেশ অগোছালো?'

অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকালেন ব্যাটল।

'আপনি কী করে জানলেন, মসিয়ে পোয়ারো? মহিলার বোন একেবারে নিখুঁত শব্দে কথা বলেন। তাঁর একটা কথা মনে আছে এখনও–আমার বোন খুব অগোছালো আর ভুলোমনা! কিন্তু আপনি তা জানলেন কীভাবে?'

পোয়ারো মাথা নাড়লেন, 'তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু না। একটু কৌতূহল হলো, এই আরকী। যাক্ গে, বলুন, সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটল।'

'আমিও অসাবধান ছিলাম,' কথার খেই ধরলেন ব্যাটল, 'ধরেই নিয়েছিলাম যে ওখান থেকে সরাসরি মিস ডসের খালার কাছে গিয়েছিলেন মিস মেরেডিথ। আমাকে ধোঁকা দিয়েছেন তিনি; দারুণ ধূর্ততার সঙ্গে! মিথ্যে বলেছেন।'

'মিথ্যে বলা মানেই কিন্তু অপরাধবোধে ভোগা না,'

বললেন পোয়ারো।

'আমি তা জানি, মসিয়ে পোয়ারো। অনেকেই স্বভাবগতভাবে মিথ্যেবাদী হয়। মিস মেরেডিথও সম্ভবত তাদের একজন। তাই বলে আমাকে, একজন পুলিসকে, এভাবে মিথ্যে বলাটা দুঃসাহসের পর্যায়েই পড়ে!'

'আপনি যে ওর অতীত ঘাঁটছেন, সেটা তো মেয়েটার জানার কথা নয়,' বললেন মিসেস অলিভার।

'সেটাই তো বলছি–তা হলে এমন লুকোছাপার কী মানে? ওই ঘটনাটা নিশ্চয়ই সবাই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হিসেবেই ধরে নিয়েছিল... যদি না...'

'ওই মৃত্যুর পেছনে অ্যানের হাত থাকে,' কথা শেষ করে দিলেন পোয়ারো।

তাঁর দিকে ঘুরলেন ব্যাটল।

'হুম, ঠিক। দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু হিসেবে ধরে নেয়া সব কেসে কিন্তু দুর্ঘটনার কারণেই মৃত্যু ঘটে না। তাই বলে যে, মেরেডিথই খুন করেছে শাইতানাকে, এমনটাও নয়। তবে খুন খুনই; আমি চাই, খুনিকে আদালতের সামনে দাঁড় করাতে।'

'মি. শাইতানার মতে, কাজটা অসম্ভব,' মন্তব্য করলেন পোয়ারো।

'রবার্টসের কেসে কথাটা সত্যি। কিন্তু মিস মেরেডিথের বেলায় তা না-ও হতে পারে। আমি কালকেই ডেভনে যাব।'

'কোথায় যেতে হবে জানেন?' জানতে চাইলেন মিসেস অলিভার। 'রোডাকে জিজ্ঞেস করতে মন চাইল না।'

'ঠিক কাজটাই করেছেন। আমার খুব একটা কষ্ট হবে না। নিশ্চয়ই ওই মৃত্যুর পর ইনকোয়েস্ট হয়েছিল। শব-পরীক্ষকের নথি থেকেই পেয়ে যাব সবকিছু।'

'আর মেজর ডেসপার্ড?' জানতে চাইলেন মিসেস অলিভার। 'তাঁর ব্যাপারে কিছু পাননি?'

'আমি আসলে কর্নেল রেসের প্রতিবেদনের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। তবে পেছনে ফেউ লাগিয়ে রেখেছি। একটা মজার ব্যাপার জানাই–তিনিও মিস মেরেডিথের সঙ্গে দেখা করার জন্য ওয়েলিংফোর্ডে গিয়েছিলেন। অথচ সেদিন বললেন, এর আগে মেয়েটিকে কখনও দেখেননি।'

'অ্যান কিন্তু বেশ সুন্দরী,' বিড়বিড় করে বললেন পোয়ারো।

হেসে ফেললেন ব্যাটল। 'আমিও সেটাই ভেবেছি। যা-ই হোক, মেজর কিন্তু কোন ঝুঁকি নিচ্ছেন না। তিনি এরইমধ্যে উকিলের সঙ্গে দেখা করেছেন। মনে হয়–ঝামেলা আশা করছেন।'

'সত্যিই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ এই ডেসপার্ড,' বললেন পোয়ারো। 'যে-কোন পরিস্থিতির জন্য তৈরি থাকতে পছন্দ করেন।'

'তাই বলা যায়–ঝুঁকি নিয়ে কাউকে ছুরি মেরে খুন করার মত বোকা তিনি নন,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন ব্যাটল।

'যদি না সেটাই একমাত্র উপায় হয়ে থাকে,' মনে করিয়ে দিলেন পোয়ারো। 'দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম তিনি।'

ব্যাটল তাঁর দিকে তাকালেন। 'এবার, মসিয়ে পোয়ারো, আপনার কথা বলুন। এখনও কিন্তু আপনার হাতের তাস দেখতে পাইনি আমরা।'

পোয়ারো হাসলেন। 'বলার মত আসলে তেমন কিছুই নেই। আপনাদের কাছ থেকে কথা লুকাচ্ছি ভাবছেন? তা কিন্তু না। আমি আসলে খুব বেশি কিছু জানতেই পারিনি। আমি ডা. রবার্টস, মিসেস লরিমার আর মেজর ডেসপার্ডের সঙ্গে কথা বলেছি, মিস মেরেডিথ বাকি আছে এখনও। যা জেনেছি, বলি–ডা. রবার্টসের নজর খুব কড়া। মিসেস লরিমারের মনোযোগ খুব তীব্র, তবে চারপাশের সবকিছুর খেয়াল রাখেন না তিনি। ফুল খুব ভালবাসেন ভদ্রমহিলা।

ডেসপার্ড কেবল মাদুর আর কার্পেটের দিকেই তাকান, সেই সঙ্গে ট্রফির দিকে। চারপাশের দৃশ্য দেখায় মন নেই তাঁর; একবারে একটা বিষয় নিয়ে ভাবতেই পছন্দ করেন।'

'এগুলোকে আপনি তথ্য বলে মনে করেন?' কৌতূহলী কণ্ঠে বললেন ব্যাটল।

'হ্যাঁ, এসবই তথ্য। ছোটখাটো হলেও–তথ্য তো বটেই।'

'আর মিস মেরেডিথ?'

'তাঁর সঙ্গে সবার শেষে দেখা করব বলে ভাবছি। তবে তাঁকেও জিজ্ঞেস করব–ঘরের ভেতরে থাকা জিনিসপত্রগুলোর কথা মনে করতে পারেন কি না।'

'রহস্য সমাধানের অদ্ভুত উপায়,' ভাবুক কণ্ঠে বললেন ব্যাটল। 'একেবারে মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার। অন্তরের খবর জানতে পারবেন, মনে করেন?'

পোয়ারো হাসলেন। 'না, ওটা একেবারেই অসম্ভব। আমাকে বাধা দিতে চাক বা সাহায্য করতে চাক–মনের আসল ভাব সবাই মনেই রাখবে।'

'পদ্ধতিটা কাজের, সন্দেহ নেই,' বললেন ব্যাটল। 'তবে আমি কাজে লাগাতে পারব না।'

পোয়ারো মুচকি হেসে বললেন, 'আপনার, মিসেস অলিভার কিংবা কর্নেল রেসের তুলনায় আমি একদমই এগোতে পারিনি। আমার তাসগুলোর দাম তাই খুবই কম।'

ব্যাটল চোখ টিপলেন তাঁর দিকে চেয়ে।

'ট্রাম্পের দুই মানের দিক দিয়ে নিচু হলেও, সহজেই অন্য তিন রঙের টেক্কাকেও খেয়ে দিতে পারে, মসিয়ে পোয়ারো। তবে একটা অনুরোধ আছে আপনার কাছে।'

'বলুন।'

'আমি চাই প্রফেসর লাক্সমোরের স্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদটা আপনিই করুন।'

'আপনি করলেই ভাল হতো না?'

'বললাম না, আমি ডেভনশায়ার যাচ্ছি?'

'আপনি করলেই ভাল হতো না?' পোয়ারো আবারও প্রশ্নটা করলেন।

'আপনাকে দেখছি ভোলানো যাবে না! ঠিক আছে, সত্যি কথাটাই বলি। আমার ধারণা, মহিলার পেট থেকে আপনিই আমার চাইতে বেশি কথা বের করতে পারবেন।'

'কেন, আমার পদ্ধতি একটু প্যাঁচালো বলে?'

'তা বলতে পারেন,' হাসতে হাসতে বললেন ব্যাটল। 'ইন্সপেক্টর জ্যাপের কাছে শুনেছি–আপনার পেটে নাকি জিলাপীর প্যাঁচ!'

'সদ্য-প্রয়াত মি. শাইতানার মত?'

'আপনার কি মনে হয়, ভদ্রলোক মহিলার কাছ থেকে কথা বের করতে পেরেছিলেন?'

পোয়ারো ধীরে ধীরে বললেন, 'আমার অন্তত সে-রকমই বিশ্বাস।'

'কেন?' জানতে চাইলেন ব্যাটল।

'মেজর ডেসপার্ডের একটা মন্তব্য শুনে।'

'মুখ ফসকে বলে ফেলেছিলেন? তাঁর সঙ্গে কেন যেন মানাচ্ছে না ব্যাপারটা।'

'বন্ধু আমার, মুখ ফসকে কথা বেরোবেই–যদি সেই মুখকে সবসময় বন্ধ রাখতে হয়। কথা... কথার মত সত্য-উন্মোচনকারী আর কেউ নেই!'

একমত হয়ে বিদায় নেয়ার জন্য উঠলেন মিসেস অলিভার; তাঁকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটল।

'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, মিসেস অলিভার,' তিনি বললেন। 'আপনার ওই ল্যাপল্যাণ্ডার গোয়েন্দার চাইতে আপনি নিজে অনেক বেশি বুদ্ধিমতী।'

'ফিন,' শুধরে দিলেন মিসেস অলিভার। 'আসলেই বোকা লোকটা। তবে মানুষ তাকে পছন্দ করে। বিদায়, ভদ্রমহোদয়গণ।'

'আমারও উঠতে হবে,' বললেন পোয়ারো।

একটা কাগজে ঠিকানা লিখে পোয়ারোর হাতে ধরিয়ে দিলেন ব্যাটল। 'এই নিন ঠিকানা, এবার আপনার খেল দেখানোর পালা।'

পোয়ারো হাসলেন। 'কোন্ প্রসঙ্গে কথা বলাতে হবে?'

'প্রফেসর লাক্সমোর কীভাবে মারা গেলেন, সেই সত্যটা আমাদের জানতেই হবে।'

'আহ, প্রিয় ব্যাটল! আসলেই কি আমরা কোন বিষয়ে পুরো সত্যটা কখনও জানতে পারি?'

'ডেভনশায়ারে গিয়েই দেখা যাক,' বললেন সুপারিন্টেনডেন্ট; দৃঢ় শোনাল তাঁর কণ্ঠ। 'পারি কি না?'

বিশ

মিসেস লাক্সমোরের সাক্ষ্য

মিসেস লাক্সমোরের দক্ষিণ কেনসিংটনের ঠিকানায় গিয়ে উপস্থিত হলেন এরকুল পোয়ারো।

সদর দরজা খুলে খানিকটা অসন্তুষ্টির দৃষ্টিতেই তাঁর দিকে তাকাল পরিচারিকা। বোঝা গেল, তাঁকে ভেতরে প্রবেশ করতে দেয়ার কোন ইচ্ছেই নেই মহিলার।

তাতে অবশ্য দমলেন না পোয়ারো। নিজের একটা কার্ড

দিয়ে বললেন, 'তোমার মালকিনকে দাও; তিনি আমার সঙ্গে দেখা করবেন।'

পছন্দের কার্ডগুলোর একটাই তাকে দিয়েছেন পোয়ারো। ওটার এক কোনায় 'প্রাইভেট ডিটেকটিভ' লেখা আছে। এই লেখাটুকুকে তিনি বিশেষভাবে ছাপিয়েছেন, যেন মহিলাদের সঙ্গে কথা বলতে সুবিধা হয়। কেননা একজন ভদ্রমহিলা, তা তিনি দোষী হোন বা নির্দোষ; বরাবরই একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভের সঙ্গে কথা বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন।

পোয়ারো দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে রাগতচোখে তাকিয়ে রইলেন ডোরনবের দিকে! ওটা পালিশ করা হয়নি দেখে বিরক্ত হলেন।

'আহ্! এখন যদি একটা ব্রাসো আর এক টুকরো কাপড় পেতাম,' আপনমনেই বিড়বিড় করলেন তিনি।

উত্তেজিত পরিচারিকা ফিরে এল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই; পোয়ারোকে পথ দেখিয়ে ভেতরে নিয়ে গেল।

দ্বিতীয় তলার একটা ঘরে নিয়ে আসা হলো তাঁকে—অন্ধকার একটা ঘর; বাসি ফুল আর সিগারেটের ছাইয়ের গন্ধ ভাসছে ঘরে।

প্রচুর পরিমাণে সিল্ক কুশনও আছে; অপরিষ্কার। দেয়ালগুলো পান্নার মত সবুজ রঙে রঙ করা, ছাতের রং তামাটে।

ম্যান্টলপিসের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন একজন লম্বা, সুদর্শনা রমণী। এগিয়ে এসে ফ্যাঁসফেঁসে কণ্ঠে জানতে চাইলেন, 'মসিয়ে এরকুল পোয়ারো?'

পোয়ারো বাউ করলেন; নিজের আচরণে নাটকীয় পরিবর্তন নিয়ে এসেছেন। এখন এমন একজন বিদেশীর মত আচরণ করছেন, যিনি ইতিপূর্বে কখনও ইংল্যাণ্ডে পা-ই রাখেননি। তাঁর এই আচরণ বেশ অদ্ভুত—অনেকটা মি. শাইতানার মত!

'আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন আপনি?'

আবারও বাউ করলেন পোয়ারো। বললেন, 'বসতে পারি? সময় লাগবে–'

অধৈর্য ভঙ্গিতে একটা চেয়ার দেখিয়ে দিলেন ভদ্রমহিলা, নিজে একটা সোফায় বসলেন।

'বলুন, কী বলবেন?'

'আসলে, মাদাম, আমি একটা ব্যাপারে... আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপারে খোঁজ নিতে এসেছি।'

ইচ্ছা করেই ঘোরাচ্ছেন তিনি, যেন মহিলার আগ্রহ আরও বেড়ে যায়।

'বুঝলাম। তারপর?'

'প্রফেসর লাক্সমোরের মৃত্যুর ব্যাপারে কিছু তথ্য দরকার...'

'কেন? এসবের সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক?'

পোয়ারো সাবধানে একবার দেখে নিলেন মহিলাকে, কীভাবে আগে বাড়বেন তা ভাবছেন।

'একটা বই লেখা হচ্ছে, আপনার শ্রদ্ধেয় স্বামীকে নিয়ে। লেখক চান ভদ্রলোকের ব্যাপারে সব তথ্য যেন সঠিক হয়। এই যেমন আপনার স্বামীর মৃত্যু–'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন মহিলা, 'আমার স্বামী আমাজনে থাকা অবস্থায় জ্বরে মারা গিয়েছেন।'

চেয়ারে হেলান দিলেন পোয়ারো। আস্তে আস্তে মাথাটা এদিক-ওদিক দোলাতে শুরু করলেন তিনি, 'মাদাম–মাদাম–' যেন আপত্তিই জানাচ্ছেন তিনি।

'আমি জানি! তখন আমি ওখানেই ছিলাম।'

'আহ্, অবশ্যই। আপনি তখন ওখানেই ছিলেন; আমার তথ্যদাতাও তা-ই বলছে।'

এবার প্রায় চিৎকার করে উঠলেন মহিলা, 'তথ্যদাতা মানে?'

চোখ বন্ধ করে পোয়ারো বললেন, 'সদ্য-প্রয়াত মি. শাইতানা।'

রীতিমত কুঁকড়ে গেলেন ভদ্রমহিলা, যেন বেচারিকে কেউ চাবুক মেরেছে!

'শাইতানা?' বিড়বিড় করে বললেন তিনি।

'হ্যাঁ,' বললেন পোয়ারো। 'ভদ্রলোকের দারুণ জানাশোনা ছিল। দারুণ একজন মানুষ। অনেক রহস্যই জানা ছিল তাঁর।'

'হবে হয়তো,' বললেন ভদ্রমহিলা; শুষ্ক ঠোঁট ভিজিয়ে নিলেন জিভ দিয়ে।

খানিকটা সামনে ঝুঁকলেন পোয়ারো, আলতো করে টোকা দিলেন নিজের হাঁটুতে। 'তিনি জানতেন যে, আপনার স্বামী জ্বরে মারা যাননি।'

একদৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন ভদ্রমহিলা, চোখজোড়া বিস্ফারিত। এদিকে নির্বাক বসে নিজের কথার প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষ করছেন পোয়ারো।

অনেক কষ্টে যেন নিজেকে সামলালেন ভদ্রমহিলা। 'আপনি ঠিক কী বলতে চাইছেন, তা আমি বুঝতে পারছি না।'

'মাদাম,' বললেন পোয়ারো, 'সরাসরিই বলি,' হাসলেন তিনি। 'আপনার স্বামীর মৃত্যুর কারণটা জ্বর নয়–একটা বুলেট।'

'ওহ্!' ককিয়ে উঠলেন ভদ্রমহিলা, দু'হাত দিয়ে নিজের চেহারা ঢাকলেন। বেচারি রীতিমত কাঁপতে শুরু করেছেন।

'আর তাই,' যেন কথাচ্ছলে বললেন পোয়ারো, 'পুরো গল্পটা আমাকে জানালেই ভাল করবেন।'

চেহারা ঢাকা অবস্থাতেই মহিলা বললেন, 'আপনি যা ভাবছেন, সে-রকম কিছুই হয়নি।'

আবারও সামনে ঝুঁকলেন পোয়ারো–পুনরায় টোকা

দিলেন নিজের হাঁটুতে।

'আপনি আমার কথা বুঝতে পারেননি–একদমই না,' তিনি বললেন। 'আমি জানি যে, আপনি প্রফেসরকে গুলি করেননি; করেছেন মেজর ডেসপার্ড। তবে তার কারণ–আপনি।'

'আমি জানি না। সত্যি বলছি। হয়তো আমিই ছিলাম সেই কারণ। কী জঘন্য ব্যাপার, আজও আমার পিছু ছাড়েনি!'

'আহ্, বুঝতে পারছি,' উচ্চ কণ্ঠে বললেন পোয়ারো। 'এমনটা আমি আগেও দেখেছি বহুবার। এমন অনেক মহিলা আছেন, দুর্ভাগ্য কিছুতেই যাঁদের পিছু ছাড়ে না। দোষ অবশ্য তাঁদের নয় মোটেও। অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা-প্রবাহের ওপরে বলতে গেলে কোন হাতই থাকে না তাঁদের।'

মিসেস লাক্সমোর লম্বা করে দম নিলেন।

'আপনি যে বুঝতে পেরেছেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই! সবকিছু এমন সহজভাবে ঘটে গেল যে–'

'আপনারা একসঙ্গে ভ্রমণ করছিলেন, তাই না?'

'জী। বিরল প্রজাতির গাছ নিয়ে একটা বই লিখছিলেন আমার স্বামী। মেজর ডেসপার্ডকে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়েছিল এমন একজন হিসেবে–যিনি সফরের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত আয়োজন করবেন এবং সবকিছুর দেখভাল করবেন। আমার স্বামী লোকটিকে খুবই পছন্দ করেছিলেন। তারপর আমরা যাত্রা শুরু করলাম।'

ক্ষণিকের নীরবতা।

পোয়ারো প্রায় দেড় মিনিট পর মুখ খুললেন, 'মানসচোখে যেন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি সবকিছু। সর্পিল নদী–আকাশে পূর্ণ চাঁদ–পতঙ্গের ডাক–দক্ষ যোদ্ধা–সেই সঙ্গে সুন্দরী রমণী...'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মিসেস লাক্সমোর।

'আমার স্বামী আমার তুলনায় বেশ বয়স্ক ছিলেন। কী করছি বুঝে ওঠার আগেই দেখলাম–আমি বিবাহিতা!'

দুঃখের সঙ্গে মাথা নাড়লেন পোয়ারো। 'জানি, জানি। আফসোসের কথা যে, এমনটা প্রায়ই ঘটে অনেকের জীবনে।'

'আমাদের মধ্যে যে সমস্যা চলছে–তা দু'জনের কেউই কখনও স্বীকার করতে চাইনি।' বলে চলেছেন মিসেস লাক্সমোর। 'জন ডেসপার্ডও কখনও কিছু বলেননি। ভদ্রতার প্রতিমূর্তি ছিলেন যেন তিনি।'

'কিন্তু নারীদের অন্তর এসব অনুভূতি টের পেয়েই যায়।' মহিলার মুখে যেন শব্দ তুলে দিলেন পোয়ারো।

'একদম ঠিক বলেছেন... নারীর মন জানে... তবে, না তিনি আমাকে কিছু বলেছেন, আর না আমি তাঁকে। মেজর ডেসপার্ড আর মিসেস লাক্সমোর হিসেবেই কাটিয়েছি আমরা পুরোটা সময়। পরবর্তীতেও ঠিক এভাবেই থাকতে চেয়েছিলাম।'

বেশ কিছুক্ষণ নীরব রইলেন তাঁরা।

'যত কষ্টই হোক না কেন–ওই মোহময় ভালবাসার শব্দগুলো উচ্চারণ করব না বলেই ঠিক করেছিলাম আমরা,' বললেন মিসেস লাক্সমোর। 'আর তারপর–'

'আর তারপর–' প্রতিধ্বনি করলেন যেন পোয়ারো।

'সেই জঘন্য রাত–' মিসেস লাক্সমোর কেঁপে উঠলেন।

'হুম?'

'সম্ভবত ঝগড়া হয়েছিল জন আর টিমোথির মধ্যে। আমি তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলাম... দেখলাম...'

'কী দেখলেন?'

মিসেস লাক্সমোরের চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল, যেন চোখের সামনেই দৃশ্যটাকে আবার দেখতে পাচ্ছেন তিনি।

'তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে দেখি,' বলল মহিলা। 'জন

এবং টিমোথি–ওহ্!' আবারও কেঁপে উঠলেন তিনি। 'সবকিছু পরিষ্কার মনেও নেই। ওঁদের মাঝখানে এসে দাঁড়ালাম–চিৎকার করে বললাম, সে যা ভাবছে, সেসব একদমই সত্যি নয়। কিন্তু টিমোথি শুনলে তো! জনকে বারবার হুমকি দিচ্ছিল ও। বাধ্য হয়েই গুলি ছুঁড়েছিল জন–নিজেকে রক্ষা করার জন্য। আহ্!' চিৎকার করে মুখ ঢাকলেন তিনি। 'মারা গেল টিমোথি–আমার চোখের সামনে–একেবারে হৃৎপিণ্ড ফুটো করে দিয়েছিল গুলিটা।'

'খুব ভয় পেয়েছিলেন নিশ্চয়ই, মাদাম?'

'কখনও ভুলব না আমি সেই রাত। জন একেবারেই আদর্শ পুরুষের মত আচরণ করেছিলেন। নিজেকে পুলিসের হাতে সমর্পণ করতে চাচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু আমি রাজি হইনি। ধরতে গেলে, প্রায় সারারাতই তর্ক হলো। আমার জন্যই নাহয় করুন কাজটা–বারবার বললাম।

'অবশেষে আমার কথা মেনে নিলেন জন। সত্যি কথাটা প্রকাশ হলে, আমাকে যে কতটা অপমান সইতে হবে, সেটা ঠিক ধরতে পেরেছিলেন তিনি। নিজেই একবার ভেবে দেখুন, সংবাদ শিরোনামের কথা–দুই পুরুষ আর এক নারী... জঙ্গলে একাকী... আদিম আকর্ষণ!

'কপাল ভাল আমাদের। কুলিরা কিছুই শোনেনি; দেখেওনি। আমরা ওদেরকে জানালাম, আমার স্বামী জ্বরে ভুগে মারা গিয়েছেন। আমাজনের তীরে কবর দিলাম ওঁকে।' ভদ্রমহিলার বুকের ভেতর থেকে যাতনার একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। 'তারপর–আমরা ফিরে এলাম সভ্য জগতে–চিরতরে আলাদা হয়ে গেলাম একে-অপরের কাছ থেকে।'

'তার কি কোন দরকার ছিল, মাদাম?'

'অবশ্যই ছিল। জীবিত টিমোথি যেমন আমাদের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছিল, তেমনি দাঁড়িয়ে রইল মৃত

টিমোথিও–হয়তো আরও বড় বাধা হয়ে! একে-অন্যকে বিদায় জানালাম আমরা–চিরকালের জন্য। মাঝেমধ্যে জনের সঙ্গে দেখা হয় বটে–হাসিমুখে কথাও বলি; তবে কেউ বুঝতেই পারে না যে, আমাদের মধ্যে কিছু একটা ছিল অতীতে।

'কিন্তু ওঁর চোখে দেখি সেই দৃষ্টি–যা হয়তো খেলে যায় আমার চোখেও–জানি, একে-অপরকে ভুলতে পারব না কখনও আমরা...'

এবারে বেশ লম্বা সময় ধরে বজায় রইল নীরবতা; পোয়ারো নিজেও কেমন চুপ মেরে রইলেন।

একটা ভ্যানিটি কেস বের করে নাকে পাউডার লাগালেন মিসেস লাক্সমোর। ওতেই যেন ভেঙে গেল নীরবতার পর্দাটা।

'আফসোসের কথা,' বললেন বটে পোয়ারো, তবে তেমন একটা অনুভূতির ছোঁয়া রইল না বাক্যটায়।

'বুঝতেই পারছেন, মসিয়ে পোয়ারো,' আন্তরিকভাবে বললেন মিসেস লাক্সমোর, 'এই সত্যটাকে চিরকাল অন্ধকারেই রাখতে হবে।'

'সেটা কষ্টকর হবে–'

'তবে একেবারে অসম্ভবও তো হবে না। আপনার এই বন্ধু–এই লেখক নিশ্চয়ই একজন নিষ্পাপ রমণীর জীবন ধ্বংস করতে চাইবেন না?'

'অথবা একজন নিষ্পাপ পুরুষকে ফাঁসির দড়িতে ঝোলাতেও চাইবেন না,' বিড়বিড় করে বললেন পোয়ারো।

'আপনি এভাবে ব্যাপারটাকে দেখছেন? তাতেও কোন সমস্যা নেই। আসলেই নিষ্পাপ ছিলেন জন। উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে করা অপরাধ আসলে কোন অপরাধ নয়। আর তা ছাড়া আত্মরক্ষার্থেই কাজটা করতে হয়েছিল তাঁকে। তাই বুঝতেই পারছেন, মসিয়ে, এই বিষয়ে পুরো দুনিয়াকে কেন

অন্ধকারে রাখাটা জরুরি?'

পোয়ারো বললেন, 'লেখকরা অবশ্য মাঝেমধ্যে এসব কিছুকে একেবারেই পাত্তা দিতে চান না।'

'আপনার বন্ধু কি নারী-বিদ্বেষী? আমাদেরকে কষ্ট দিতে চান? আপনি তাঁকে তা করতে দেবেন? আমি দেব না। দরকার হলে সব দোষ নিজের ঘাড়ে নেব। বলব যে, আমিই টিমোথিকে খুন করেছি।'

উঠে দাঁড়ালেন ভদ্রমহিলা।

পোয়ারোও উঠলেন।

'মাদাম,' করমর্দনের জন্য মহিলার হাত ধরে বললেন তিনি। 'এমন আত্মোৎসর্গের কোন দরকার হবে না। আমি চেষ্টা করব যেন সত্যটা সবসময় গোপনই থাকে।'

মিষ্টি হাসিতে ভরে উঠল মিসেস লাক্সমোরের চেহারা, হাতটা একটু উঁচু করে ধরলেন তিনি। তাই চান বা না চান, হাতে চুমু খেতে বাধ্য হলেন পোয়ারো।

'এক অসুখী অসহায় মহিলার ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানুন, মসিয়ে পোয়ারো,' বললেন ভদ্রমহিলা।

এমন ভঙ্গিতে কথাটা বলা হলো–যেন মহিলা কোন রাণী আর পোয়ারো তাঁর সভাসদ!

মাথা ঝাঁকিয়ে বিদায় নিলেন পোয়ারো।

রাস্তায় নেমে বুক ভরে টানলেন তাজা বাতাস।

একুশ

মেজর ডেসপার্ড

'কী এক মহিলা!' বিড়বিড় করে বললেন এরকুল পোয়ারো। 'বেচারা ডেসপার্ড! ঈশ্বরই জানেন কীভাবে সফরের সময়টা সহ্য করেছেন তিনি!'

আচমকা হাসতে শুরু করলেন পোয়ারো।

ঠিক এই মুহূর্তে তিনি ব্রম্পটন রোড ধরে হাঁটছেন। আচমকা পকেট থেকে একটা ঘড়ি বের করলেন, তারপর কী-সব যেন হিসাব মেলালেন।

'এখনও কিছুটা সময় আছে হাতে। সামান্য একটু অপেক্ষা করলে, ভদ্রলোকের কোন ক্ষতিও হবে না। এই সুযোগে বরং আরেকটা ব্যাপার সেরে ফেলি।'

গুন-গুন করে গান গাইতে-গাইতে পোয়ারো একটা অদ্ভুতদর্শন দোকানে প্রবেশ করলেন। তৈরি পোশাক এবং মেয়েদের জিনিসপত্র বিক্রি করা হয় ওখানে।

কাউন্টারের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি।

চেহারায় সহানুভূতি দেখা যাচ্ছে, এমন একটা মেয়েকে জানালেন নিজের চাহিদার কথা।

'সিল্কের মোজা? ওহ্, আছে তো কিছু। একেবারেই আসল সিল্ক।'

পোয়ারো হাত নেড়ে মানা করলেন। আরেকবার স্পষ্ট করে জানালেন ঠিক কী চাইছেন তিনি।

'ফ্রেঞ্চ সিল্কের মোজা? জানেন তো, ট্যাক্স সহ অনেক বেশি দাম পড়বে ওগুলোর!'

নতুন অনেকগুলো বাক্স এনে হাজির করা হলো পোয়ারোর সামনে।

'দারুণ, মাদমোয়াযেল। কিন্তু আমি আরও সরু মোজা চাচ্ছিলাম।'

'এগুলো একশো গজের। আরও কিছু আছে আমাদের কাছে, কিন্তু ওগুলো প্রতি জোড়া পঁয়ত্রিশ শিলিং করে পড়বে। টিকবেও না বেশিদিন। একদম মাকড়সার জালের মত নরম!'

'চলবে, তাতেই আমার কাজ চলে যাবে।'

এবারে মেয়েটির ফিরতে বেশ দেরি হয়ে গেল।

'ক্ষমা চাইছি, ওগুলোর দাম আসলে সাঁইত্রিশ শিলিং ছয় পেন্স! দেখতে কিন্তু খুব সুন্দর, তাই না?'

বাক্সের ভেতর থেকে মোজাগুলো বের করে আনল মেয়েটি।

'দারুণ–ঠিক এমনটাই চেয়েছিলাম।'

'আসলেই খুব সুন্দর, তাই না? তা কয় জোড়া দেব, স্যর?'

'আমার দরকার–ভেবে দেখি; উনিশ জোড়া।'

আরেকটু হলেই কাউন্টারের পেছন থেকে পড়ে যেত যুবতী; কিন্তু দীর্ঘ প্রশিক্ষণের ফল দেখা গেল–কোনমতে নিজেকে সামলে নিল সে।

'দুই ডজন কিনলে দাম কিছুটা কমবে,' কোনক্রমে বলল।

'নাহ্, আমার ঠিক উনিশ জোড়াই লাগবে। একটু আলাদা-আলাদা রঙের দিলে ভাল হয়।'

অনুগত ভঙ্গিতে অনুরোধটা রাখল মেয়েটা; তারপর প্যাক করে বিল জানাল।

পোয়ারো মোজাগুলো নিয়ে বের হওয়া মাত্রই পাশের

কাউন্টারের মেয়েটিকে বলল সে, 'সৌভাগ্যবতী মেয়েটা কে, জানার ভীষণ আগ্রহ হচ্ছে। বুড়ো একটা লোক, তাঁর আবার... সে যা-ই হোক, মেয়েটা একেবারে মাথা খেয়ে নিয়েছে লোকটার। সাঁইত্রিশ শিলিং ছয় পেন্স দামের মোজা!'

মেসার্স হার্ভি রবিনসনের কর্মচারী মেয়েরা তাঁর সম্বন্ধে কী মনোভাব পোষণ করে, তা জানা না থাকায় হাসতে হাসতেই বাড়ির দিকে রওনা দিলেন পোয়ারো।

বাড়ি ফেরার আধ-ঘণ্টা পর, শুনতে পেলেন সদর দরজার ঘণ্টির আওয়াজ। মিনিট কয়েক পর ভেতরে প্রবেশ করলেন মেজর ডেসপার্ড। দেখেই বোঝা গেল, রাগ চেপে রাখতে ভীষণ বেগ পেতে হচ্ছে তাঁর।

'আপনি কেন মিসেস লাক্সমোরের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন?' রাগত স্বরে জানতে চাইলেন ভদ্রলোক।

হাসলেন পোয়ারো। 'প্রফেসর লাক্সমোরের মৃত্যুর আসল কারণটা জানার জন্য।'

'মৃত্যুর আসল কারণ? আপনার ধারণা, ওই মহিলা জীবনে সত্য কথা বলেছে কখনও?' রাগত কণ্ঠে জানতে চাইলেন ডেসপার্ড।

'আমিও ঠিক সেটাই ভাবছিলাম,' মেনে নিলেন পোয়ারো।

'ওই মহিলা আসলে একটা পাগল।'

পোয়ারো প্রতিবাদ জানালেন, 'নাহ্, একদমই না। একটু ভাবুক প্রকৃতির, মাথায় সারাক্ষণ প্রেম উঠে বসে থাকে—এই যা।'

'প্রেম না ছাই। মিথ্যে ছাড়া আর কিছু কখনও বের হয় না ওই মুখ দিয়ে। মাঝেমধ্যে তো মনে হয় যে নিজেও সেসব মিথ্যে কথা বিশ্বাস করে বসে থাকে সে।'

'তা সম্ভব।'

'জঘন্য একজন মহিলা; একসঙ্গে কাটানো সময়টা যে কী খারাপ গিয়েছে, কী আর বলব!'

'এটাও সম্ভব।'

আচমকা বসে পড়লেন ডেসপার্ড।

'দেখুন, মসিয়ে পোয়ারো, আমি আপনাকে সত্যটা বলছি।'

'মানে আপনার ভাষ্যটা বলবেন?'

'আমারটাই সত্য।'

পোয়ারো কিছু বললেন না।

শুষ্ক কণ্ঠে শুরু করলেন ডেসপার্ড, 'আপনাকে আমি সত্যিটাই বলছি, কেননা এখন আর কিছু গোপন করে লাভ নেই। বিশ্বাস করবেন কি না সেটা আপনার বিবেচনা। তবে আপনাকে দেখানোর মত কোন নিরেট প্রমাণ নেই আমার কাছে।'

এক মিনিট নীরব থেকে আবারও বলতে শুরু করলেন তিনি।

'লাক্সমোরদের ভ্রমণের সমস্ত ব্যবস্থা আমিই করেছিলাম। প্রফেসর ভাল মানুষ, তবে মাথায় ছিট ছিল। মস, গাছ-পালা এসব নিয়ে একবার কথা শুরু করলে আর থামতে চাইতেন না। আর মহিলা–কী আর বলব, আপনি তো দেখেছেনই-তাকে। পুরো সফরটাই ছিল যেন একটা দুঃস্বপ্ন। সত্যি বলতে কি, আমি মহিলাকে বেশ অপছন্দই করতাম। আমাকে সে প্রায়ই বিব্রতকর পরিস্থিতিতে ফেলে দিত।

'প্রথম দুই সপ্তাহ অবশ্য ঠিকমতই চলছিল সবকিছু। তারপর আমরা সবাই জ্বরে আক্রান্ত হলাম। আমরা দু'জন খুব একটা না ভুগলেও, বৃদ্ধ লাক্সমোরের অবস্থা একেবারেই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। একরাতে–মন দিয়ে শুনুন এই অংশটুকু–তাঁবুর বাইরে বসে ছিলাম আমি। আচমকা দেখলাম, লাক্সমোর টলতে-টলতে নদীর পাশের একটা

ঝোপের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। কোন হুঁশ ছিল না তাঁর, অবুঝের মতই হাঁটছিলেন। ওঁকে সেদিন এক মিনিটের মধ্যে থামাতে না পারলে, নিঃসন্দেহে পানিতে ডুবে মরতেন। উদ্ধারের কোন আশাই ছিল না বলতে গেলে। ভদ্রলোকের পেছনে যে দৌড়ে যাব সে সময়টাও নেই। করার মত একটাই কাজ অবশিষ্ট ছিল, সেটাই করলাম!

'আমার বন্দুকটাকে সর্বদা হাতের নাগালেই রাখতাম; চট্ করে ওটা তুলে নিলাম। হাতের তাক আমার দারুণ, নিঃসন্দেহ ছিলাম যে, বৃদ্ধের পায়ে গুলি লাগাতে পারব। যে-ই না আমি তাক ঠিক করে গুলিটা ছুঁড়ব, ঠিক সেই সময় ছুটে বেরিয়ে এল ওই নির্বোধ মহিলা। আমার ওপর আছড়ে পড়ে বলতে লাগল, "না! গুলি ছুঁড়ো না! ঈশ্বরের দোহাই!" আমার হাত ধরে এমনভাবে টান দিল যে তাক নড়ে গেল খানিকটা–প্রফেসর লাক্সমোরের পিঠে গিয়ে বিঁধল গুলিটা। তৎক্ষণাৎ মারা গেলেন তিনি!

'ওই মুহূর্তটা যে কী পরিমাণ বীভৎস ছিল, তা আমি বলে বোঝাতে পারব না আপনাকে। নির্বোধ মহিলা বুঝতেই পারেনি যে, সে কী করেছে! স্বামীর মৃত্যুর জন্য সে-ই দায়ী–ব্যাপারটা না বুঝে ধরে নিয়েছে, আমি ইচ্ছাকৃতভাবে গুলি করে মেরেছি প্রফেসরকে। তা-ও আবার তার প্রেমে অন্ধ হয়ে!

'প্রচণ্ড ঝগড়া হলো আমাদের। মহিলা বারবার বলল, আমরা সবাইকে বলব যে ওর স্বামী জ্বরে মারা গিয়েছেন। বেচারির জন্য মায়া লাগছিল, কেননা বুঝতে পারছিলাম যে, নিজের কর্মকাণ্ডের ফল সে বুঝতে পারেনি। তারওপর ওর ধারণা–আমি ওর জন্য পাগলপারা হয়ে আছি–এটা লোকের কাছে বললেও নানান সমস্যা হবে। তাই ঝামেলা এড়ানোর জন্যই রাজি হয়ে গিয়েছিলাম। ওই মহিলা যত বোকাই হোক না কেন, তাকে বিপদে ফেলতে চাইনি আমি।

'জ্বর হোক বা দুর্ঘটনা–মৃত্যুর কারণে কী যায়-আসে! পরেরদিন তাই সবাইকে বলা হলো যে, প্রফেসর জ্বরে মারা গিয়েছেন। তাঁকে কবরও দেয়া হলো। তবে কুলিরা সত্যিটা জানত, আমার প্রতি অনুগত ছিল বলে কেউ কিছু বলেনি। দরকার হলে, মিথ্যে সাক্ষ্য দিতেও আপত্তি করত না ওরা। এর কিছুদিনের মধ্যেই ফিরে এলাম সভ্য জগতে। তারপর থেকেই ওই মহিলাকে এড়ানোর চেষ্টা করে যাচ্ছি।'

একটু বিরতি দিয়ে যোগ করলেন, 'এই হলো আমার গল্প, মসিয়ে পোয়ারো।'

পোয়ারো বললেন, 'সেদিন রাতে কি এই ইঙ্গিতই দিয়েছিলেন মি. শাইতানা? মানে আপনি কি তেমনটাই ভেবেছিলেন?'

ডেসপার্ড মাথা নেড়ে সায় জানালেন। 'মিসেস লাক্সমোরই তাঁকে বলেছে সম্ভবত। তার পেট থেকে গল্পটা বের করা একদম সহজ কাজ।'

'শাইতানার মত লোকের হাতে পড়লে, গল্পটা আপনার জন্য ক্ষতিকর হতে পারত।'

ডেসপার্ড শ্রাগ করলেন। 'শাইতানাকে আমি ভয় পাই না।'

পোয়ারো কিছু বললেন না।

'এ ব্যাপারেও আপনাকে আমার কথার ওপরেই নির্ভর করতে হবে। তবে হ্যাঁ, বলতে পারেন যে, শাইতানাকে খুন করার মোটিভ ছিল আমার। যা-ই হোক, সত্যটা জানালাম। বিশ্বাস করা না করা আপনার ব্যাপার।'

পোয়ারো একটা হাত বাড়িয়ে দিলেন।

'বিশ্বাস করলাম, মেজর ডেসপার্ড। আপনি যেমনটা বললেন তেমনভাবেই যে ঘটেছে সব, এতে আমার কোন সন্দেহ নেই।'

ডেসপার্ডের চেহারা উজ্জ্বল হয়ে গেল। 'ধন্যবাদ,' কেবল

এতটুকুই বললেন তিনি।

তারপর নিখাদ আন্তরিকতার সঙ্গেই আঁকড়ে ধরলেন পোয়ারোর হাতটা।

বাইশ

কমব্যাকরের প্রমাণ

সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটল এসে পৌঁছেছেন কমব্যাকরের পুলিস স্টেশনে।

লালচেমুখো একজন ইন্সপেক্টর, নিচু কণ্ঠে কথা বলছিল।

'এই তো, স্যর। একেবারেই দিনের আলোর মত পরিষ্কার। ডাক্তার সাহেবের কোন সন্দেহ ছিল না, সন্দেহ ছিল না কারোরই। কেন?'

'বোতল দুটোর কথা আবার বলো তো, আমি পুরোপুরি নিশ্চিত হতে চাই।'

'ডুমুরের রস–ওটাই ছিল বোতলে। প্রায়ই খেতেন মহিলা। আবার সেই সাথে ছিল হ্যাট পেইন্টও। তিনি... না, না... তাঁর যুবতী সঙ্গিনী ওটা ব্যবহার করতেন। অনেকটাই বাকি ছিল বোতলে। ওটা ভেঙে গেলে মিসেস বেনসন নিজেই বলেছিলেন, "ডুমুরের রসের পুরনো খালি বোতলে রেখে দাও।" এতে কোন সন্দেহ নেই; ভৃত্যরাও কথাটা শুনেছে। যুবতী মেয়েটি, মানে মিস মেরেডিথ, সেই সঙ্গে গৃহপরিচারিকা এবং পার্লারমেইড–সবাই এই বিষয়ে একমত। পেইন্টটা রাখা হয়েছিল পুরনো একটা বোতলে,

বাথরুমের একেবারে ওপরের তাকে।'

'নতুন করে নাম লেখা হয়নি ওতে? কাগজ লাগানো হয়নি?'

'না। অসাবধানতাবশতই হয়েছে কাজটা; শবপরীক্ষক বলেছিলেন।'

'তারপর?'

'যে মহিলা মারা গেছেন, তিনি ঘটনার রাতে গিয়েছিলেন বাথরুমে। ডুমুরের রসের বোতলটা নাকি পান করে ফেলেছিলেন অনেকটা। কী করেছেন, তা বুঝতে সময় লাগল না বেশি, সঙ্গে সঙ্গে ডেকে পাঠানো হলো ডাক্তারকে। ডাক্তার সাহেব আবার সেই মুহূর্তে আরেকজন রোগী দেখতে গিয়েছিলেন, তাই তাঁর নাগাল পেতে-পেতে বেশ কিছুক্ষণ পার হয়ে গেল। যা-ই হোক, বাঁচানো যায়নি আর মহিলাকে।'

'রোগী নিজেও কি ব্যাপারটাকে দুর্ঘটনাই ভেবেছিলেন?'

'হ্যাঁ। সবাই তেমনটাই ভেবেছিলেন। বোঝাই যাচ্ছিল যে, বোতল উল্টোপাল্টা হয়ে গিয়েছে। ধারণা করা হয়েছিল যে, গৃহপরিচারিকা ধুলো পরিষ্কার করার সময় ভুলে কাজটা করেছে। যদিও মেয়েটা তা স্বীকার করেনি।'

সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটল চুপ রইলেন—ভাবছেন। একেবারেই সহজ-সরল ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে।

ওপরের তাক থেকে একটার জায়গায় অন্য বোতল নামানো হয়েছিল। এমন ভুলের উৎস খুঁজে বের করা কঠিন। গ্লাভস পরে কাজটা করলে, আর কোন বিপদই থাকছে না।

হাতের ছাপ খুঁজলেও পাওয়া যাবে মিসেস বেনসনেরটা।

হুম—একেবারে সহজ।

কিন্তু ব্যাপারটা খুন, নিঃসন্দেহে খুন।

তবে প্রশ্ন হলো—কেন মরতে হলো মহিলাকে?

'এই যে সঙ্গিনী, এই মিস মেরেডিথ, তিনি কি মিসেস

বেনসনের মৃত্যুতে পয়সা-কড়ি পেয়েছিলেন কোন?' জানতে চাইলেন ব্যাটল।

ইন্সপেক্টর হার্পার মাথা নাড়ল।

'না। সেখানে মাত্র ছয় সপ্তাহ ছিলেন তিনি। থাকার জন্য জায়গাটা ভাল নয়, যুবতীরা বেশিদিন টিকতে পারে না।'

ব্যাটল এখনও হতভম্ব। কেন থাকে না যুবতীরা? এই মিসেস বেনসন তা হলে খুব একটা ভাল মানুষ নন।

কিন্তু অ্যান মেরেডিথ যদি অসুখীই হন, তা হলে অন্যদের মত চলে গেলেই তো পারতেন। খুন করার দরকার কী ছিল?

যদি না... যদি না... তার কারণ হয়–প্রতিহিংসা।

মাথা নাড়লেন তিনি। কথাটা নিজের কাছেই কেমন যেন বেখাপ্পা মনে হচ্ছে।

'তা হলে মিসেস বেনসনের সম্পত্তি কে পেল?'

'আমি ঠিক জানি না, স্যর; ভাগনে-ভাগ্নি হবে। কিন্তু তার পরিমাণ খুব বেশি হওয়ার কথা নয়–বিশেষ করে এতগুলো ভাগ হওয়ার পর। আমার জানা মতে, বার্ষিক সুদ দিয়েই চলতেন মহিলা।'

ওই পথে গিয়েও কোন লাভ হবে না।

কিন্তু মিসেস বেনসন মারা গিয়েছেন। আর অ্যান মেরেডিথ তাঁকে বলেনি যে, সে কমব্যাকরে ছিল।

ব্যাপারটা একদমই পছন্দ হচ্ছে না তাঁর।

ভালমতই খোঁজ নিলেন তিনি।

ডাক্তার সাহেব জানালেন যে, সন্দেহাতীতভাবে ওটা দুর্ঘটনা ছিল। মিস–মেয়েটির নাম মনে করতে পারলেন না তিনি–ভাল মেয়ে, তবে অসহায়; খুব অস্থির ছিল।

যাজকের সঙ্গেও কথা বললেন ব্যাটল।

মিসেস বেনসনের শেষ সঙ্গিনীর কথা মনে আছে তাঁর–ভদ্রমত একজন কমবয়সী মহিলা। সবসময় মিসেস বেনসনের সঙ্গে আসত।

মিসেস বেনসনের ব্যবহার অনেকের প্রতিই খারাপ ছিল। খ্রিস্টান হিসেবেও গোঁড়া ছিলেন তিনি।

ব্যাটল আরও কয়েকজনের সঙ্গে কথা বললেন, তবে তাতে বিশেষ কোন লাভ হলো না।

অ্যান মেরেডিথের কথা মনেই করতে পারল না তারা। এখানে মাত্র কয়েক মাসই ছিল সে—ব্যস।

মিসেস বেনসনের ব্যাপারে একটা ধারণা পেলেন তিনি। শক্ত মনের, একগুঁয়ে মহিলা। প্রায়শই সঙ্গিনী এবং ভৃত্য বদল করতেন। তাঁর সঙ্গে কারোরই যে বনত না—এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

তবে একটা ধারণা নিয়ে ডেভনশায়ার ছাড়লেন সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটল। আর তা হলো—অ্যান মেরেডিথ কোন একটা কারণে, ইচ্ছা করেই হত্যা করেছে মিসেস বেনসনকে!

তেইশ

সিল্ক মোজা

সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটলের ট্রেনটা যখন ইংল্যাণ্ডের ভেতর দিয়ে পুবদিকে এগুচ্ছে, ঠিক সেই সময় এরকুল পোয়ারোর বসার ঘরে এসে উপস্থিত হয়েছে অ্যান মেরেডিথ ও রোডা ডস।

সকালের ডাকে পাওয়া আমন্ত্রণটা রক্ষা করতে অনিচ্ছা দেখিয়েছিল অ্যান, কিন্তু রোডার বোঝানোর পর রাজি হয়েছে

সে।

'অ্যান, তুমি একটা ভীতু–ঠিকই শুনেছ, আস্ত একটা ভীতুর ডিম। উট পাখি হয়ে থেকে লাভ কী? কেন শুধু-শুধু গর্তে মাথা ঢুকিয়ে রেখেছ। খুনের এই ঘটনাটায়, তুমি একজন সন্দেহভাজন-যদিও সবার তুলনায় তোমার ওপর সন্দেহটা কম–'

'সেটাই তো ভয়ের কথা,' আমুদে কণ্ঠে বলল অ্যান। 'যার ওপর সন্দেহ সবচেয়ে কম থাকে, সে-ই কিন্তু সাধারণত অপরাধী হয়।'

'সে যা-ই হোক, তুমি সন্দেহভাজন,' কথাগুলো যেন শোনেইনি রোডা। 'তাই শুধু-শুধু ঝামেলা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে লাভ কী? এমন ভাব করছ, যেন এসবের সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্কই নেই!'

'আসলেই তো নেই,' অ্যানও যেন হাল ছাড়বে না। 'মানে, পুলিসের প্রশ্নের জবাব দিতে কোন আপত্তি নেই আমার। কিন্তু এই... এই এরকুল পোয়ারো... এই লোকটা তো পুলিস নন।'

'কিন্তু তুমি যদি না যাও, তা হলে তিনি কী ভাববেন বলো তো? ভাববেন যে তুমি ভয় পাচ্ছ... অপরাধবোধে ভুগছ... আর তাই এড়িয়ে চলছ তাঁকে।'

'বাজে কথা,' ঠাণ্ডা স্বর অ্যানের।

'আরেহ্, বাবা, সেটা তো আমি জানিই। চাইলেও তুমি কাউকে খুন করতে পারবে না। কিন্তু সন্দেহের তীর কি আর অত বুঝেশুনে ছুটে আসে? আমার মতে, ওনার বাড়িতে তোমার যাওয়া উচিত। নইলে এখানে এসে পড়তে পারেন ভদ্রলোক। চাকর-বাকরদের মুখে কী শোনেন, তার কোন ঠিক আছে?'

'আমাদের কোন চাকর নেই।'

'মিসেস অ্যাস্টওয়েল তো আছেন। তার জিহ্বা কিন্তু খুব

চলে! চলো না, অ্যান, দেখা করে আসি! আমার তো মনে হয় মজাই হবে।'

'আমার সঙ্গে কেন দেখা করতে চাইছেন উনি, সেটাই তো বুঝতে পারছি না,' অ্যান তবুও রাজি নয়।

'পুলিসকে হারাতে, এ ছাড়া আর কী কারণ থাকতে পারে?' অধৈর্য কণ্ঠে বলল রোডা। 'এই নবিশরা সবসময় সেটাই করে। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডকে তাঁরা নির্বোধ প্রমাণ করতে চায়।'

'তোমার কী মনে হয়? এই পোয়ারো ভদ্রলোক কি খুব চালু?'

'দেখে মনে হয় না যে, তিনি শার্লক-টাইপের,' বলল রোডা। 'তবে এককালে সম্ভবত নাম-ডাক ছিল তাঁর। এখন ক্ষয়ে গেছেন; বয়স কম করে হলেও ষাট তো হবেই। ওহ্, চলো না, অ্যান! বুড়োটার সঙ্গে কথা বলে আসি। হয়তো অন্য তিনজনের ব্যাপারে তাঁকে কথা বলাতে পারব।'

'ঠিক আছে,' বলল অ্যান। সেই সঙ্গে যোগ করল, 'এসব দেখি তুমি বেশ উপভোগ করছ, রোডা।'

'তা করছি। হয়তো এসবের সঙ্গে আমি সরাসরি জড়িত নই বলেই,' স্বীকার করল রোডা। 'তবে, অ্যান, তোমার কিন্তু ঘাড় তুলে চারপাশে দেখা উচিত ছিল। কে খুন করেছে জানতে পারলে, ব্ল্যাকমেইল করেই বাকি জীবন পায়ের ওপর পা তুলে কাটিয়ে দিতে পারতে।'

তাই বিকাল তিনটার দিকে দেখা গেল, রোডা ডস এবং অ্যান মেরেডিথ চুপচাপ বসে আছে পোয়ারোর পরিপাটী করে সাজানো বসার ঘরে। দু'জনের হাতেই ব্ল্যাকবেরির রস। ওদের অবশ্য পছন্দ হয়নি স্বাদটা, কিন্তু মানা করাটাও অভদ্রতা হয়।

'আমার অনুরোধ রক্ষা করে আপনারা চরম ভদ্রতার

পরিচয় দিয়েছেন, মাদমোয়াযেল,' বললেন পোয়ারো।

'আপনাকে যে-কোনভাবে সাহায্য করার জন্য আমি প্রস্তুত,' বিড়বিড় করল অ্যান।

'একটু কষ্ট করে কয়েকটা বিষয় আবারও স্মরণ করতে হবে, এই-ই।'

'স্মরণ?'

'জী। এসব প্রশ্ন আমি মিসেস লরিমার, ডা. রবার্টস এবং মেজর ডেসপার্ডকেও করেছি। তবে যে উত্তরটা খুঁজছিলাম, সেটা তাঁদের কারও কাছ থেকে পাইনি।'

অ্যান চোখে প্রশ্ন নিয়ে পোয়ারোর দিকে তাকিয়ে রইল।

'মাদমোয়াযেল, কষ্ট করে মি. শাইতানার বসার ঘরের সেই সন্ধ্যাটার কথা মনে করুন।'

অ্যানের চেহারা কালো হয়ে গেল–এই দুঃস্বপ্ন কি কখনওই শেষ হবে না?

ব্যাপারটা পোয়ারোর নজর এড়াল না।

'ওই রাতের স্মৃতি আপনাকে কষ্ট দিচ্ছে? ব্যাপারটা খুবই স্বাভাবিক। আপনার বয়স কম, তারওপর এমন ভয়াবহ একটা ঘটনা চোখের সামনে এই প্রথমবারের মত দেখতে হয়েছে! এর আগে সম্ভবত নৃশংস খুন কখনও দেখেননি।'

রোডার পা অস্বস্তির সঙ্গে নড়ে উঠল।

'কী যেন প্রশ্ন করবেন?' বলল অ্যান।

'শাইতানার মৃত্যুর দিনটায়, ওই ঘরে কী-কী দেখেছিলেন, মনে করতে পারবেন?'

অ্যান সন্দিগ্ধ চোখে ওঁর দিকে তাকাল। 'ঠিক বুঝলাম না!'

'ঠিক আছে, বুঝিয়ে বলছি। চেয়ার, টেবিল, অলঙ্কার, ওয়ালপেপার, পর্দা, রড–এসবই তো দেখেছেন। সেগুলোর বর্ণনা দিতে পারবেন?'

'ওহ্, বুঝেছি,' অ্যান ইতস্তত করল, ভ্রু কুঁচকে ফেলেছে।

'কাজটা কঠিন। আমার আসলে তেমন কিছু মনেও নেই। ওয়ালপেপার কেমন ছিল তা বলতে পারব না। দেয়ালে একেবারে সাধারণ রঙ ছিল। মেঝেতে ছিল মাদুর। একটা পিয়ানোও ছিল।' মাথা নাড়ল সে, 'এ ছাড়া আর কিছু মনে নেই।'

'আপনি চেষ্টাই করছেন না, মাদমোয়াযেল। কিছু না কিছু তো অবশ্যই মনে আছে। কোন অলঙ্কার? অথবা শোভাবর্ধনকারী কিছু?'

'মিশরীয় কিছু অলঙ্কার ভর্তি বাক্স ছিল একটা, মনে পড়েছে,' বলল অ্যান। 'জানালার কাছে।'

'ও, হ্যাঁ। ঘরের ঠিক অন্য পাশের টেবিলে ছিল একটা ছোট ড্যাগার।'

কথাটা শুনেই অ্যান সরাসরি পোয়ারোর দিকে তাকাল।

'কোন্ টেবিলে কী ছিল, অতশত তো মনে নেই।'

'মিশরীয় অলঙ্কারের বাক্সটা?'

অ্যান এবার আগ্রহের সঙ্গে উত্তর দিতে শুরু করল।

'হ্যাঁ, কয়েকটা তো দারুণ ছিল দেখতে! নীল... লাল... এনামেল। দুটো খুব সুন্দর আঙটিও ছিল। আর ছিল গুবরে পোকা–আমার খুব একটা পছন্দ হয়নি যদিও।'

'মি. শাইতানা একজন উঁচু মানের সংগ্রাহক ছিলেন,' বিড়বিড় করে বললেন পোয়ারো।

'তা সম্ভবত ছিলেন,' অ্যান একমত। 'ঘরটায় এত কিছু ছিল যে কোন্‌টা রেখে কোন্‌টা দেখি–সেই চিন্তাতেই পড়তে হয়।'

'আর কোন কিছুর কথা মনে করতে পারেন?'

অ্যান হাসল একটু, বলল, 'ক্রিসেনথিমামভর্তি একটা ফুলদানী ছিল, নতুন করে পানি দেয়ার দরকার ছিল ওতে।'

'হুম, ভৃত্যরা সবসময় এসব দিকে খেয়াল রাখে না।'

পোয়ারো কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন।

অ্যান শান্ত কণ্ঠে জানতে চাইল, 'আর কিছু দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। ক্ষমা করবেন, আপনাকে বিশেষ সাহায্য করতে পারলাম না।'

পোয়ারো হাসলেন।

'তাতে কিছু যায়-আসে না, মিস। মনে করতে পারবেন, তেমন সম্ভাবনাও ছিল কম। ভাল কথা, মেজর ডেসপার্ডের সঙ্গে আজকালের মধ্যে দেখা হয়েছিল আপনার?'

লাল হয়ে গেল মেয়েটার চেহারা। 'তিনি বলেছিলেন যে, অচিরেই আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন আবার।'

রোডা বিরক্তির সঙ্গে বলল, 'তিনি খুন করেননি! অ্যান আর আমার এতে কোন সন্দেহ নেই।'

তাদের দিকে চেয়ে চোখ টিপলেন পোয়ারো।

'কী সৌভাগ্য–দুই-দুইজন সুন্দরী যুবতীর প্রশংসা পাওয়া সহজ কথা নয়।'

'হায়, ঈশ্বর,' ভাবল রোডা। 'এখনই ফ্রেঞ্চ রোমান্টিকদের মত আচরণ শুরু করবে নাকি বুড়োটা! কী লজ্জার কথা।' উঠে দাঁড়িয়ে দেয়ালের দিকে তাকাল ও। 'সুন্দর ডিজাইন তো,' বলল সে।

'খারাপ না,' বলে অ্যানের দিকে তাকালেন পোয়ারো। 'মাদমোয়াযেল,' তিনি বললেন। 'আরেকটা অনুরোধ করতে পারি? এর সঙ্গে অবশ্য খুনের কোন সম্পর্ক নেই। একেবারেই ব্যক্তিগত ব্যাপার।'

অবাক দেখাল অ্যানকে। পোয়ারো কিছুটা লজ্জার সঙ্গে বললেন, 'ক্রিসমাসের সময় হয়ে গেছে। আমার নাতনী এবং তাদের মেয়েদের জন্য উপহার কিনতে হবে। আজকালকার যুবতীরা যে কী পছন্দ করে, সেটাই তো জানি না। আমার রুচি একটু পুরনো ধাঁচের।'

'তাই বুঝি?' জানতে চাইল অ্যান।

'সিল্ক–মানে, সিল্কের মোজা উপহার হিসেবে কেমন?'

'বেশ ভাল।'

'আপনাকে ধন্যবাদ। এবার তা হলে অনুরোধটা করেই ফেলি। আমি বেশ কিছু বাহারি রঙের মোজা কিনেছি। পনেরো কি ষোলো জোড়া হবে। কষ্ট করে ওগুলোর মাঝ থেকে কয়েকটা বাছাই করে দেবেন, প্লিজ?'

'অবশ্যই,' হাসতে হাসতে বলল অ্যান; উঠে দাঁড়িয়েছে।

পোয়ারো ওকে একটা টেবিলের কাছে নিয়ে এলেন–সুন্দর করে ওটার ওপরে সাজিয়ে রাখা হয়েছে সবকিছু। তবে মোজাগুলো স্তূপাকারে আছে। সেই সঙ্গে আছে বনবনের কিছু বাক্স আর চারটে দস্তানা।

'এই যে মোজাগুলো, মাদমোয়াযেল। ছয় জোড়া বেছে দিলেই হবে।'

ঘুরে দাঁড়িয়েই দেখতে পেলেন রোডাকে; মেয়েটা ওদের পিছু-পিছু এসেছে।

'আর, মাদমোয়াযেল, আপনাকে একটা জিনিস দেখাব। ওটা আবার মিস অ্যানের পছন্দ হবে না।'

'কী?' উত্তেজনা আর বাঁধ মানতে চাইছে না যেন রোডার।

ফিসফিসিয়ে বললেন পোয়ারো, 'একটা ছুরি, মাদমোয়াযেল। ওটা দিয়ে বারোজন মানুষ মিলে একজন অসহায় মানুষকে খুন করেছিল। আমাকে স্যুভেনির হিসাবে দেয়া হয়েছিল ওটা।'

'কী বীভৎস,' চিৎকার করে উঠল অ্যান।

'ওহ্! আমি দেখব,' বলল রোডা।

পোয়ারো ওকে আরেকটা ঘরে নিয়ে গেলেন গল্প করতে করতে। 'ওটা পেয়েছিলাম, কারণ–' ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তাঁরা।

মিনিট তিনেক পর ফিরেও এলেন; অ্যান এগিয়ে গেল ওঁদের দিকে।

'ভাল দেখে ছয় জোড়া আলাদা করেছি, মসিয়ে পোয়ারো। এগুলো সন্ধ্যায় বেশ ভাল মানাবে। আর এই হালকা রঙেরগুলো গ্রীষ্মে পরার জন্য।'

'অনেক অনেক ধন্যবাদ, মাদমোয়াযেল–'

বেরির রস খাওয়ার প্রস্তাব দিলেন আবার পোয়ারো; সঙ্গে সঙ্গে মানা করে দিল দুই যুবতী।

সদর দরজার দিকে এগিয়ে গেল ওরা।

অতিথিদের বিদায় দিয়ে ঘরে ফিরে এলেন পোয়ারো, সরাসরি চলে গেলেন টেবিলটার দিকে। মোজার স্তূপ এখনও আগের মতই আছে। বাছাই করা ছয় জোড়া গুনে ফেললেন তিনি, তারপর অন্যগুলোও গুনলেন।

উনিশ জোড়া মোজা কিনেছিলেন তিনি, এখন পেলেন সতেরো জোড়া।

প্রসন্ন চিত্তে ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন গোয়েন্দা প্রবর।

চব্বিশ

তিন সন্দেহভাজনকে বাদ দেয়া

লণ্ডনে ফিরেই সরাসরি পোয়ারোর সঙ্গে দেখা করতে এলেন সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটল।

অ্যান এবং রোডা চলে যাওয়ার একঘণ্টা পরের কথা।

সময় নষ্ট না করে, সরাসরি ডেভনশায়ারের কথা পাড়লেন সুপারিন্টেনডেন্ট।

'ধরে ফেলেছি–আমার কোন সন্দেহ নেই,' শেষ করলেন

তিনি। 'শাইতানা আকস্মিক দুর্ঘটনা বলে এই ঘটনারই ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন। কিন্তু মোটিভ কী? কেন মহিলাকে খুন করল মেয়েটা?'

'আশা করি, এ ব্যাপারে আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারব, বন্ধুবর।'

'তা হলে তো খুবই ভাল হয়, মসিয়ে পোয়ারো।'

'বিকেলে ছোট্ট একটা পরীক্ষা করে দেখলাম। মাদমোয়াযেল অ্যান ও তাঁর বান্ধবীকে দাওয়াত দিয়েছিলাম আজ। ওঁরা এলে আমার সেই প্রশ্নটাই করলাম।'

ব্যাটল কৌতূহলী চোখে তাকালেন তাঁর দিকে। 'আপনার দেখি প্রশ্নটা খুবই পছন্দ হয়েছে!'

'হ্যাঁ, দারুণ কাজের প্রশ্ন। অনেক তথ্য পাই উত্তরগুলো থেকে। মাদমোয়াযেল মেরেডিথ সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলেন–খুবই সন্দিগ্ধ। ওই যুবতী সবকিছুই সন্দেহের চোখে দেখেন। তাই পোয়ারোকেও চালাকির আশ্রয় নিতে হলো। একেবারে সাধারণ একটা ফাঁদ পাতলেন তিনি। মাদমোয়াযেল একটা অলঙ্কারের বাক্সের কথা তুললেন। জানতে চাইলাম, ঘরের অন্য পাশে অবস্থিত টেবিলের ওপরে রাখা ছোরাটা দেখেছিলেন নাকি তিনি? ফাঁদে পা দিলেন না মিস মেরেডিথ। কাজটা করতে পেরে দারুণ সন্তুষ্ট বোধ করছিলেন তিনি, তাই অসাবধানী হয়ে পড়লেন।

'ওঁদেরকে দাওয়াত দেবার কারণ ছিল একটাই–মেয়েটার মুখ থেকে বের করা যে, তিনি ওই ছোরাটা সেদিন দেখেছিলেন। ফাঁদটা আঁচ করতে পেরে এড়িয়ে গেলেন, ভাবলেন আমাকে হারিয়ে দিয়েছেন। এরপর খোলাখুলিভাবেই অলঙ্কার নিয়ে কথা বলতে শুরু করলেন তিনি। ওগুলোর বর্ণনা দিতে পারলেন দক্ষভাবেই। ঘরের অন্য কিছুর কথা মনে নেই নাকি তাঁর–কেবল বাসি ক্রিসেনথিমাম ছাড়া।'

'তো?' বললেন ব্যাটল।

'তো, ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ। ধরুন, আমরা এই মেয়েটির ব্যাপারে কিছুই জানি না। এসব কথা থেকে কিন্তু আমরা ওই মেয়ের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আন্দাজ করতে পারি। তিনি কি তা হলে ফুল পছন্দ করেন? নাহ্। কেননা ওটার পাশে থাকা টিউলিপ, যেটা কিনা মৌসুমী নয়, ওটার কথা বলেননি তিনি। মহিলার ভেতরের ফুলপ্রেমী নয়, একজন বেতনভুক কর্মচারীই ব্যাপারটা খেয়াল করেছিল–কেননা একজন কর্মচারীর কাজ হলো, ফুলদানীতে প্রত্যহ পানি দেয়া। আরেকটা ব্যাপার বোঝা যায়, মিস মেরেডিথ অলঙ্কার পছন্দ করেন। কী বোঝা গেল?

'আহ্,' বললেন ব্যাটল। 'এবার বুঝতে পারছি আপনার কথার উদ্দেশ্য।'

'ধরতে পেরেছেন তা হলে? আপনি সেদিন মেয়েটির অতীত ইতিহাসের কথা বলছিলেন; মিসেস অলিভার আরও কিছু তথ্য দিলেন। তখনই আমার মনে একটা সন্দেহ জাগল। খুনটা নিশ্চয়ই কোন কিছু লাভের আশায় করা হয়নি, কেননা মিস মেরেডিথ তাঁর মালকিনকে খুন করে কিছুই পাবেন না। তা হলে কেন? এবার আমি তাঁর মনের কথা আঁচ করার চেষ্টা করলাম। একেবারে মুখচোরা একটা মেয়ে, গরীব হলেও পোশাক-আশাক ভাল। সুন্দর জিনিস পছন্দ করে... এমন মেয়ের কোন অপরাধপ্রবণতা থাকলে সেটা হবে চুরি–খুন নয়!

'তাই সঙ্গে সঙ্গে জানতে চাইলাম, মিসেস এলডন গোছানো স্বভাবের কি না। আপনি জানালেন যে, তিনি অগোছালো ছিলেন। তাই একটা তত্ত্ব খাড়া করলাম। মনে করেন মিস মেরেডিথ দুর্বল মনের মানুষ–এমন একজন, যাঁর বড় দোকান থেকে ছোটখাটো জিনিস চুরি করতে আপত্তি নেই। ধরে নেয়া যাক–গরীব মেয়েটা সুন্দর জিনিস পছন্দ করেন বলে মনিবানীর কাছ থেকে দুয়েকটা জিনিস চুরি

করেছেন। হয়তো একটা ব্রোচ, অথবা এক-আধটা ক্রাউন! মিসেস এলডন অগোছালো, ভুলোমনা বলে এসব জিনিস হারিয়ে ফেলার জন্য নিজেকেই দায়ী মনে করতেন। তাঁর নম্র স্বভাবের কর্মচারীকে সন্দেহই করেননি কখনও।

'কিন্তু অন্য কোন মনিবানী–যিনি ভুলোমনা নন–ঠিকই দেখে ফেললেন। অ্যান মেরেডিথকে চুরির দায়ে অভিযুক্ত করলেন তিনি। সেটা কিন্তু খুনের মোটিভ হতে পারে। যেমনটা বলেছিলাম, মিস মেরেডিথ একমাত্র প্রচণ্ড ভয়ের বশবর্তী হলেই খুন করতে পারেন। তিনি জানতেন যে, তাঁর মনিবানী চুরির ঘটনা প্রমাণ করতে পারবেন। তাই বাঁচার আর মাত্র একটাই উপায় আছে তাঁর–মনিবানীকে মরতে হবে। তাই ইচ্ছা করেই বোতল দুটো পাল্টে দিলেন। ফলাফল? মরতে হলো মিসেস বেনসনকে। আশ্চর্যের কথা হলো, তিনি নিজেও ধরতে পারলেন না–নম্র-ভদ্র মেয়েটার এতে হাত আছে।'

'ব্যাপারটা অসম্ভব নয়,' বললেন সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটল। 'তত্ত্বটা সত্য হলেও হতে পারে।'

'শুধু সম্ভবই না, আমার বন্ধু–এমনটা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। আরেকটা ফাঁদ পেতেছিলাম আজ–এটাই ছিল আসল ফাঁদ। আমার সন্দেহ ঠিক হলে, অ্যান মেরেডিথ কখনওই দামি একজোড়া মোজা চুরি করার প্রলোভন এড়াতে পারবেন না! তাই সাহায্য চাইলাম তাঁর। সাবধানে বুঝিয়ে দিলাম, ওখানে কয় জোড়া মোজা আছে তা ঠিক করে নিজেও জানি না। ঘরের বাইরে চলে গেলাম তাঁকে একা রেখে। আমার এই পরীক্ষার ফল শুনবেন? উনিশ জোড়া মোজা রেখে গিয়েছিলাম, ফেরত পেলাম সতেরো জোড়া। বাকি দুই জোড়া নিশ্চয়ই অ্যান মেরেডিথের হ্যাণ্ডব্যাগে পাওয়া যাবে!'

সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটল শিস বাজালেন। 'তবে খুব বড় একটা জুয়া খেলেছিলেন।'

'হায়, ঈশ্বর! মেয়েটার ধারণা, আমি ওকে খুনি হিসেবে

সন্দেহ করি। তা হলে এক বা দুই জোড়া সিল্কের মোজা চুরি করলে ক্ষতি কী? আমি তো কোন চোরের খোঁজ করছি না। আর তা ছাড়া চোর, বিশেষ করে ক্লেপ্টোম্যানিয়াকরা ধরে নেয়–চুরি করেও তারা পার পেয়ে যাবে।'

মাথা নেড়ে সায় জানালেন ব্যাটল। 'তা আপনি ভুল বলেননি। একদমই বোকা হয় ওরা। আমার ধারণা, সত্যের খুব কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছি আমরা। অ্যান মেরেডিথ চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েন মনিবানীর হাতে, তাই ইচ্ছে করে বোতল পাল্টে দেন। আমরা জানি যে, ওটা একটা খুন ছিল। যদিও প্রমাণ করতে পারব বলে মনে হয় না। সফল আরেকটা অপরাধ। খুন করেও পার পেয়ে গেলেন ডা. রবার্টস... এবং অ্যান মেরেডিথ। কিন্তু শাইতানা? অ্যান মেরেডিথ কি শাইতানাকেও খুন করেছেন?'

মুহূর্তখানেকের জন্য চুপ করে রইলেন তিনি।

'মিলছে না,' অনিচ্ছুক কণ্ঠে বললেন অবশেষে। 'অ্যান কিন্তু ঝুঁকি নেয়ার মত মেয়ে নন। কয়েকটা বোতল পাল্টে দেয়ার ক্ষমতা আছে তাঁর। কেননা কেউ তাঁকে এজন্য দায়ী করতে পারবে না। একেবারেই নিরাপদ কাজটা–যে কেউ করতে পারে! তবে বুদ্ধিটা কাজে না-ও আসতে পারত। হয়তো পান করার আগ মুহূর্তে টের পেয়ে যেতেন মিসেস বেনসন। হয়তো বা হাসপাতালে থাকতে হলেও, বেঁচে যেতেন। তাই এই কাজটাকে সম্ভাবনাময় একটা কাজ বলা যায়। হলে হলো, না হলে নেই। কিন্তু শাইতানার ব্যাপারটা একেবারেই আলাদা। ওটা ইচ্ছাকৃত; ভেবেচিন্তে, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই করা হয়েছে।'

পোয়ারো সায় জানালেন, 'আমি আপনার সঙ্গে একমত। খুন দুটোর ধরন আলাদা, এক নয়।'

ব্যাটল নাক চুলকালেন। 'তা হলে তো অ্যানের ওপর থেকে সন্দেহ মিটে যায়। রবার্টস এবং এই মেয়ে, দু'জনকেই

বাদ দিতে পারি আমরা। ডেসপার্ড? তাঁর কী খবর? লাক্সমোরের বিধবার কাছ থেকে কিছু জানতে পারলেন?'

পোয়ারো তাঁর অভিজ্ঞতার কথা শোনাতেই, হেসে ফেললেন ব্যাটল।

'এমন ধরনের মহিলাদের স্বভাব আমার ভালই জানা আছে। তাদের কথার কোন্‌টা সত্য আর কোন্‌টা যে মিথ্যে, তা বোঝাই দায়!'

পোয়ারো বলে চললেন; ডেসপার্ডের আগমন, তাঁর বলা কাহিনী–কিছুই বাদ দিলেন না।

'বিশ্বাস হয়েছে তাঁর কথা?' আচমকা ব্যাটল জানতে চাইলেন।

'জী।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ব্যাটল। 'আমারও তাই মনে হয়। আরেকজনের বউ ভাগানোর জন্য খুন করার মত মানুষ বলে তাঁকে মনে হয় না। তালাক নিতে ক্ষতি কী? আজকাল তো অনেকেই নেয়। আর তা ছাড়া, এমন তো না যে কাজটা করে তাঁর খুব ক্ষতি হয়ে যাবে। আমার মনে হয়, প্রয়াত মি. শাইতানা এই ক্ষেত্রে ভুল করে ফেলেছেন। তিন নম্বর খুনটা আসলে খুনই ছিল না,' পোয়ারোর দিকে তাকালেন তিনি। 'বাকি রইলেন কেবল–'

'মিসেস লরিমার,' কথা শেষ করে দিলেন পোয়ারো।

আচমকা ফোন বেজে উঠল। পোয়ারো উঠে গিয়ে তুললেন ওটা। কয়েকটা কথা বলে খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর আবারও কিছু শব্দ উচ্চারণ করলেন। পরক্ষণেই রিসিভার নামিয়ে রেখে ব্যাটলের দিকে ফিরলেন। চেহারা গম্ভীর হয়ে আছে।

'মিসেস লরিমার ফোন করেছিলেন,' তিনি বললেন। 'আমাকে যেতে বলেছেন; তা-ও এক্ষুণি!'

একে-অন্যের দিকে তাকালেন পোয়ারো আর ব্যাটল।

পরেরজন আলতো করে মাথা দোলালেন। 'মনে তো হচ্ছে–' বললেন তিনি। 'আপনি এই ফোনকলের অপেক্ষাতেই ছিলেন!'

'কেবল ভেবেছিলাম যে ফোন আসবে,' জানালেন এরকুল পোয়ারো। 'এই তো...শুধুই আন্দাজ করেছিলাম।'

'তা হলে যান নাহয়,' বললেন ব্যাটল। 'আশা করি অবশেষে সত্যটা জানতে পারবেন আপনি।'

পঁচিশ

মিসেস লরিমারের বক্তব্য

অনুজ্জ্বল একটা দিন, মিসেস লরিমারের ঘরটাকে যেন আরও বেশি অন্ধকার এবং নিরানন্দ লাগছে। তিনি নিজেও বিষণ্ন; গতবারের তুলনায় তাঁকে অনেক বেশি বয়স্ক দেখাচ্ছে বলেই মনে হলো পোয়ারোর কাছে।

তবে বরাবরের মতই, আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গিমায় তাঁকে বরণ করে নিলেন ভদ্রমহিলা।

'এত জলদি আসার জন্য অনেক ধন্যবাদ, মসিয়ে পোয়ারো। আমি জানি, আপনি ব্যস্ত একজন মানুষ।'

'আপনার সেবায় সদা প্রস্তুত আমি, মাদাম,' বাউ করে বললেন পোয়ারো।

ফায়ারপ্লেসের পাশে থাকা ঘণ্টিটা বাজালেন মিসেস লরিমার। 'চা এখানেই দিয়ে যাবে। আপনি কী মনে করবেন জানি না, তবে সরাসরি কাউকে গোপন কথা বলে দেয়াটা

আমার কখনওই পছন্দ ছিল না।'

'গোপন কথা, মাদাম?'

মিসেস লরিমার জবাব দিলেন না, কেননা সেই মুহূর্তে ঘরে প্রবেশ করেছে তাঁর গৃহকর্মী।

মেয়েটা চলে যেতেই মিসেস লরিমার শুষ্ক স্বরে বললেন, 'গতবার যখন এসেছিলেন, তখন বলেছিলেন, আমি ডেকে পাঠালে আপনি অবশ্যই আসবেন। আমার ধারণা, আপনি তখনই বুঝে ফেলেছিলেন যে, কেন আপনাকে ডাকার দরকার হতে পারে আমার।'

এরপর কিছুক্ষণ আর কোন কথা হলো না। চা চলে এলে, পরিবেশন করলেন মিসেস লরিমার। এটা-সেটা নিয়ে কিছুক্ষণ কথা বললেন।

সুযোগ বুঝে মন্তব্য করলেন পোয়ারো, 'শুনলাম, সেদিন নাকি মিস মেরেডিথের সঙ্গে চা পান করেছেন?'

'ঠিক শুনেছেন। দেখা হয়েছে নাকি ওর সঙ্গে?'

'আজ বিকালেই হলো!'

'মেরেডিথ লণ্ডনে এসেছিল, নাকি আপনি গিয়েছিলেন ওয়েলিংফোর্ডে?'

'আমাকে যেতে হয়নি। বান্ধবীকে নিয়ে মিস মেরেডিথ নিজেই এসেছিলেন।'

'আহ্, ওর সেই বান্ধবী! আমার সঙ্গে এখনও দেখা হয়নি।'

পোয়ারো হাসতে হাসতে বললেন, 'এই খুনের ঘটনাটা–আমার জন্য একেবারে হতবুদ্ধিকর! আপনি এবং মাদমোয়াযেল মেরেডিথ একত্রে চা খেয়েছেন। এদিকে মেজর ডেসপার্ডকেও মিস মেরেডিথের সঙ্গে দেখা গেছে। সম্ভবত ডা. রবার্টসই একমাত্র ব্যক্তি, যাঁর সঙ্গে আপনাদের কারও দেখা হয়নি।'

'সেদিন একটা ব্রিজ পার্টিতে দেখা হলো,' বললেন

মিসেস লরিমার। 'বরাবরের মতই হাসিখুশি দেখাল ভদ্রলোককে।'

'আগের মতই ব্রিজে আগ্রহী নিশ্চয়ই?'

'হ্যাঁ, উল্টোপাল্টা ডাকা আজও বন্ধ হয়নি! কীভাবে-কীভাবে যেন ডাক তুলেও ফেলেন!'

খানিকক্ষণ নীরব থাকার পর বললেন, 'সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটলের সঙ্গে কথা হয়েছে আপনার?'

'সেটাও আজ বিকেলেই হলো। আপনি যখন ফোন করেন, তখন তিনি আমার ওখানেই ছিলেন।'

আগুনের আলো থেকে বাঁচতে, এক হাত মুখের সামনে ধরলেন মিসেস লরিমার; জানতে চাইলেন, 'কেমন আছেন তিনি?'

পোয়ারো গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'তাড়াহুড়ো করেন না ব্যাটল। আস্তে আস্তে এগোন, তবে লক্ষ্যে একদিন না একদিন ঠিকই পৌঁছান, মাদাম।'

'ভাবছি!' দুই ঠোঁট বেঁকে গেল তাঁর, হাসছেন বিদ্রূপের হাসি। বললেন, 'আমার প্রতি তাঁর মনোযোগ আছে বেশ। এমনকী আমার যৌবনের দিনগুলো নিয়েও ঘাঁটাঘাঁটি করেছেন। আমার বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গে কথা বলেছেন, চাকর-নকররাও বাদ যায়নি। এমনকী যারা আগে কোন এক সময় আমার হয়ে কাজ করত, তাদেরকেও ছাড়েননি তিনি। কী খুঁজেছেন তা জানি না, তবে পাননি মনে হয়। যা আমি বলেছি, তা মেনে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকলেই তিনি ভাল করবেন। আসলে আমি মি. শাইতানাকে খুব একটা ভালভাবে চিনতাম না। লুক্সরে দেখা হয়েছিল, যেমনটা বলেছিলাম; মুখ-চেনার বাইরে যায়নি সম্পর্কটা। এসব ছাড়া আর কিছুই পাবেন না সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটল।'

'হয়তো পাবেন না,' বললেন পোয়ারো।

'আর আপনি, মসিয়ে পোয়ারো? আপনি খোঁজ-খবর

নেননি?'

'আপনার ব্যাপারে, মাদাম?'

'সেটাই বোঝাতে চেয়েছি।'

ছোটখাটো মানুষটা ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন। 'অযথা সময় নষ্ট।'

'আপনার এই মন্তব্যের অর্থটা একটু বুঝিয়ে বলবেন কি, মসিয়ে পোয়ারো?'

'সরাসরিই বলি, মাদাম। একদম প্রথমেই বুঝতে পেরেছি যে, মি. শাইতানার ঘরে থাকা চারজনের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমতী, সবচেয়ে ঠাণ্ডা, হিসেবী মানুষটি হলেন আপনি। কে খুনের পরিকল্পনা করে, ধরা না পড়ে সেই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম–এই বিষয়ে বাজি ধরতে হলে আমি আপনার ওপরেই ধরতাম।'

মিসেস লরিমারের ভ্রু কুঁচকে গেল। 'প্রশংসা বলেই ধরে নেব নাকি কথাগুলো?' জানতে চাইলেন তিনি।

পোয়ারো বলেই চলেছেন; ভদ্রমহিলার মন্তব্যটাকে যেন আমলেই নিলেন না। 'সফল কোন অপরাধ করতে হলে, সাধারণত আগে থেকেই তার প্রতিটা খুঁটিনাটি চিন্তা করে রাখতে হয়। সম্ভাব্য সমস্ত পরিস্থিতিকে নিতে হবে আমলে। সময়ের ব্যাপারে নিখুঁত হতে হবে, অবস্থান হতে হবে যথার্থ। ডা. রবার্টসকে দিয়ে হবে না, তিনি অতি-আত্মবিশ্বাসের কারণে এবং তাড়াহুড়ো করে গোল পাকাবেন। মেজর ডেসপার্ড এতটাই বিজ্ঞ যে, কোন অপরাধই করবেন না; আর মিস মেরেডিথ সম্ভবত আতঙ্কিত হয়ে ধরা পড়ে যাবেন।

'কিন্তু আপনি, মাদাম, আপনি এগুলোর একটারও শিকার হবেন না। ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে, হিসাব করে সারবেন কাজটা। আপনি দৃঢ় চরিত্রের, আবার কোন-কোন বিষয় নিয়ে এতটাই আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন যে, প্রজ্ঞাকে ছাপিয়ে অপরাধও করে বসতে পারেন। তবে আতঙ্কিত হয়ে গুবলেট পাকাবেন, এমন

মানুষ আপনি নন।'

নীরবে বসে রইলেন কিছুক্ষণ মিসেস লরিমার; রহস্যময় একটা হাসি খেলে গেল তাঁর চেহারায়। অবশেষে বললেন, 'আমার ব্যাপারে তা হলে এই আপনার মনোভাব, মসিয়ে পোয়ারো? যে, আমি এমন একজন রমণী, যে চাইলে নিখুঁত খুনও করতে পারে।'

'আপনি এমন একজন–যাঁর পক্ষে এমন পরিকল্পনা করা সম্ভব।'

'বেশ, বেশ। তা হলে আপনি বলতে চাইছেন–একমাত্র আমার পক্ষেই শাইতানাকে খুন করা সম্ভব?'

পোয়ারো ধীরেসুস্থে জবাব দিলেন, 'সেখানেও সমস্যা আছে, মাদাম।'

'তাই? কী সমস্যা?'

'আমার কথা হয়তো আপনি মন দিয়ে শোনেননি। আমি বলেছি–সফল কোন অপরাধ করতে হলে, সাধারণত আগে থেকেই তার প্রতিটা খুঁটিনাটি চিন্তা করে রাখতে হয়। সাধারণত–এই শব্দটি উচ্চারণ করেছি আমি। কেননা আরেক ধরনের সফল অপরাধ-কর্ম আছে। কাউকে কি কখনও বলেছেন, "নুড়ি ছুঁড়ে ওই গাছটায় লাগাও তো!" খেয়াল করে দেখবেন, কোন ভাবনাচিন্তা ছাড়াই যদি সেই মানুষটা নুড়ি ছোঁড়ে, তা হলে সেটা গাছে লেগে যায়। তাকে আপনি আবার ছুঁড়তে বলুন, সম্ভবত লাগাতে পারবে না–কেননা তখন ওর মনে চিন্তা ঢুকে যায়। কঠিন হয়ে যায় কাজটা; হয় ডানে যায়, আর নয়তো বাঁয়ে।

'প্রথমবার ছোঁড়াটা ছিল অবচেতন মনের কাজ, দেহ শুধু তার আদেশ পালন করেছে। আসলে, মাদাম, এই দ্বিতীয় ধরনের অপরাধটাও তেমন–মুহূর্তের মধ্যে করে ফেলা অপরাধ–যেখানে ভাবনাচিন্তার কোন স্থান নেই। এ ধরনের একটা অপরাধেরই শিকার মি. শাইতানা। কাজটা জরুরি হয়ে

পড়েছিল, কিন্তু সিদ্ধান্তটা নেয়া হয় হঠাৎ করেই।' মাথা নাড়লেন পোয়ারো।

'তাই বলছি, মাদাম, আপনার দ্বারা এমন অপরাধ সম্ভব নয়। আপনি যদি মি. শাইতানাকে খুন করতেন, তা হলে আটঘাট বেঁধেই নামতেন।'

'বুঝতে পারলাম,' ক্রমাগত নড়ছে ভদ্রমহিলার হাত। 'আর যেহেতু এই খুনটা আকস্মিকভাবে হয়েছে, তাই আমি খুনি নই–এই তো, মসিয়ে পোয়ারো?'

পোয়ারো বাউ করলেন। 'ঠিক বলেছেন, মাদাম।'

'অথচ–' খানিকটা সামনের দিকে ঝুঁকলেন মিসেস লরিমার; হাতের দুলুনি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। 'মসিয়ে পোয়ারো, মি. শাইতানার খুনটা আমিই করেছি।'

ছাব্বিশ

আসল সত্য

বেশ লম্বা একটা সময়ের জন্য নীরবতা নেমে এল কামরায়।

ধীরে ধীরে আরও অন্ধকার হয়ে আসছে ঘর; ফায়ারপ্লেসের আগুন লাফাচ্ছে খানিক পর-পর।

মিসেস লরিমার কিংবা এরকুল পোয়ারো, কেউই একে অপরের দিকে তাকাননি। একদৃষ্টিতে আগুনের দিকে তাকিয়ে আছেন দু'জনেই। মনে হচ্ছে, সময় যেন ক্ষণিকের জন্য থমকে গেছে এই চার দেয়ালের মধ্যখানে।

আচমকা নড়ে উঠে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন এরকুল

পোয়ারো।

'এই তা হলে–কিন্তু... কেন? কেন খুন করলেন, মাদাম?'

'কারণটা সম্ভবত আপনি জানেন, মসিয়ে পোয়ারো।'

'তিনি আপনার ব্যাপারে এমন কিছু একটা জেনে গিয়েছিলেন? এমন কিছু, যা সংঘটিত হয়েছিল বহু আগে?'

'হ্যাঁ।'

'সেই ঘটনাটা কি, আরেকটা মৃত্যু, মাদাম?'

উত্তর না দিয়ে বাউ করলেন ভদ্রমহিলা।

নম্র কণ্ঠে বললেন পোয়ারো, 'আমাকে কেন বললেন? কেন ডেকে পাঠালেন?'

'আপনিই একদিন বলেছিলেন, আপনাকে আমার দরকার হবে।'

'হ্যাঁ, কিন্তু আমি জানতাম যে আপনার কাছ থেকে সত্যটা বের করার মাত্র একটাই উপায় আছে–যদি আপনি স্বেচ্ছায় বলেন। ইচ্ছা না হলে, কেউ আপনার মুখ থেকে কিছুই বের করতে পারবে না। তবে আমার আশা ছিল, আপনি হয়তো আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইবেন।'

মিসেস লরিমার নড করলেন।

'আমার এই একাকীত্ব, এই ক্লান্তি; নিজে থেকেই ধরতে পেরে আপনি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন–' মিইয়ে গেল তাঁর কণ্ঠ।

কৌতূহলী চোখে তাঁর দিকে তাকালেন পোয়ারো।

'তাই নাকি? আমি বুঝতে পারছি যে আপনি...'

'নিঃসঙ্গ–দারুণ নিঃসঙ্গ,' বললেন মিসেস লরিমার। 'আমার মত একাকী জীবন যাপন না করলে, ওই শব্দ দুটোর অর্থ কেউ ধরতেও পারবে না।'

পোয়ারো বেশ নম্রভাবে বললেন, 'আশা করি, মাদাম, সমবেদনা জানালে আপনি কিছু মনে করবেন না?'

হালকা করে মাথা ঝাঁকালেন ভদ্রমহিলা। 'আপনাকে

ধন্যবাদ, মসিয়ে পোয়ারো।'

আরও কিছুক্ষণ নীরবতার পর পোয়ারো কিছুটা ধাতব গলায় বললেন, 'আমি কি তা হলে ধরে নেব, মাদাম, যে, মি. শাইতানার কথাগুলোর প্রাপক হিসেবে আপনি নিজেকেই ধরে নিয়েছিলেন?'

সায় জানালেন মিসেস লরিমার।

'আমি বুঝতে পেরেছিলাম, শাইতানার দ্ব্যর্থবোধক শব্দগুলো আমাকে উদ্দেশ্য করেই বলা হচ্ছে। মেয়েরা বিষ প্রয়োগে দক্ষ–কথাটা আমাকেই ইঙ্গিত করে। জানত লোকটা, আমি আগেই সন্দেহ করেছিলাম। ইচ্ছা করেই বিষের প্রসঙ্গ তুলেছিল সে একদিন, আমার ওপর নজর রাখছিল। তবে সে-রাতে পুরোপুরি সন্দেহমুক্ত হই।'

'এরপর কী করতে চান ভদ্রলোক, সেটাও ধরতে পেরেছিলেন?'

শুষ্ক কণ্ঠে জবাব দিলেন মিসেস লরিমার, 'আপনার এবং সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটলের উপস্থিতি নিশ্চয়ই কাকতালীয় হতে পারে না। ধরেই নিয়েছিলাম যে, আপনাদেরকে আমার খুনের গল্প শুনিয়ে নিজেকে চালাক প্রমাণ করতে চাইবে লোকটা।'

'কখন সিদ্ধান্ত নিলেন যে... তাঁকে চুপ করিয়ে দেবেন, মাদাম?'

একটু ইতস্তত করলেন মিসেস লরিমার, 'বুদ্ধিটা ঠিক কখন মাথায় এল, তা বলা মুশকিল। ডিনারে যাওয়ার আগেই দেখেছিলাম ছোরাটা। ফিরে আসার পথে চুপচাপ তুলে নিয়ে আস্তিনে লুকিয়ে রাখি। কেউ যেন না টের পায়–সে ব্যাপারে সাবধান ছিলাম।'

'দক্ষতার সঙ্গেই করেছিলেন কাজটা, সে ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই, মাদাম।'

'তখনই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে, খুন করব শাইতানাকে।

এরপর শুধু সেটাকে কাজে বাস্তবায়ন করার পালা। ঝুঁকি আছে, জানতাম। কিন্তু সেটা নেব বলেই ঠিক করলাম।'

'তারপর?'

'তারপর আর কী! শুরু হলো আমাদের ব্রিজ খেলা।' উত্তর দিলেন মিসেস লরিমার, অনুভূতিহীন শোনাল তাঁর কণ্ঠ। 'অবশেষে সুযোগটা পেলাম। ফায়ারপ্লেসের কাছে হেঁটে গেলাম আমি। শাইতানা তখন ঘুমিয়ে পড়েছে, একবার অন্যদের অবস্থা দেখে নিলাম। সবার মন খেলার দিকে। তাই সামনে ঝুঁকে এসে... কাজটা–' এক মুহূর্তের জন্য কেঁপে উঠল তাঁর কণ্ঠ, পরক্ষণেই ফিরে এল সেই বরফ-শীতল কাঠিন্য।

'জানেন, খুন করার আগে কথা বলেছিলাম ওর সঙ্গে। মনে হলো যে, কোন একটা অ্যালিবাই তৈরি করে রাখা উচিত। আগুনের ব্যাপারে কিছু একটা বলে এমন ভান করলাম যে শাইতানাও সেই কথার জবাব দিয়েছে। তারপর বললাম: "আপনার সঙ্গে আমিও একমত, রেডিয়েটর আমারও পছন্দ না।"'

'চিৎকার করেননি তিনি? একদম না?'

'না। শুধু ঘোঁত করে একটা শব্দ করল... ব্যস। দূর থেকে শুনলে ওটাকে কথা বলেও ভ্রম হতে পারে।'

'তারপর?'

'ফিরে এলাম টেবিলে। শেষ ট্রিকটা চলছিল তখন।'

'ফিরে এসে আবার খেলতে শুরু করলেন?'

'হ্যাঁ।'

'এমন মনোযোগের সঙ্গে যে, দুই দিন পরেও প্রতিটা দানের খেলার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিতে পারলেন আমাকে?'

'হ্যাঁ,' কেবল এতটুকুই বললেন মিসেস লরিমার।

'অভাবনীয়!' বললেন এরকুল পোয়ারো। চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন আবার। কয়েকবার মাথা নেড়ে বললেন,

'কিন্তু, মাদাম, একটা হিসাব যে মিলছে না।'

'কী?'

'সম্ভবত কিছু একটা জানি না আমি। আপনি এমন একজন মহিলা, যিনি সবকিছু সাবধানতার সঙ্গে ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নেন। আপনি যে-কোন কারণেই হোক, একটা সিদ্ধান্ত নিলেন যে, বিশাল বড় একটা ঝুঁকি নেবেন। সেটা নিলেনও সফলভাবে। তারপর, মাত্র দুই সপ্তাহের মধ্যে মন পরিবর্তন করে স্বীকারোক্তি দিলেন। আপনার সঙ্গে, মাদাম, আচরণটা ঠিক যায় না।'

অদ্ভুত এক টুকরো হাসি দেখা গেল মহিলার ঠোঁটে।

'আপনি ঠিক বলেছেন, মসিয়ে পোয়ারো। আসলেই একটা বিষয় জানেন না আপনি। মিস মেরেডিথ কি আপনাকে জানিয়েছিল, আমার সঙ্গে ওর কোথায় দেখা হয়েছে?'

'যতদূর মনে পড়ে, মিসেস অলিভারের ফ্ল্যাটের কাছে বলেছিলেন।'

'তা ঠিক। তবে রাস্তার নামটা কী বলেছে? আমি বলছি–হার্লে স্ট্রিট।'

'আহ্!' মনোযোগের সঙ্গে মহিলার দিকে তাকালেন পোয়ারো। 'এখন বুঝতে শুরু করেছি।'

'হুম, আমিও তেমনটাই ভেবেছিলাম। একজন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম ওখানে। তিনি আমার সন্দেহটাকে নিশ্চিত করলেন।' প্রসারিত হলো ভদ্রমহিলার হাসি। এখন দেখতে মিষ্টি লাগছে ওটাকে।

'আর বেশিদিন ব্রিজ খেলার সৌভাগ্য আমার হবে না, মসিয়ে পোয়ারো। ওহ্, বিশেষজ্ঞ ভদ্রলোক লম্বা-চওড়া কথা খরচ করেননি মোটেও। সত্যটাকে খানিকটা মিথ্যের মোড়কে সাজিয়ে উপস্থাপন করেছেন কেবল। ভাল করে নিজের যত্ন নিলে, আমি আরও কয়েকটা বছর বাঁচতে পারব... এসব

আরকী। তবে যত্ন-টত্ন আর নিচ্ছি না নিজের। আমি তেমন মানুষই নই।'

'হুম, বুঝতে পারছি সব,' বললেন পোয়ারো।

'এটাই পার্থক্য করে দিল, বুঝতে পেরেছেন? এক মাস–হয়তো দুই মাস–এর বেশি না। বিশেষজ্ঞের চেম্বার থেকে বের হয়েই দেখা হলো মিস মেরেডিথের সঙ্গে। চায়ের আমন্ত্রণ জানালাম।'

একটু বিরতি নিয়ে আবার শুরু করলেন তিনি, 'আমি খারাপ হলেও, এতটা খারাপ নই। চা খেতে-খেতে ভাবছিলাম, আমার কাজের ফলে শুধু শাইতানাই জীবন হারায়নি... (অবশ্য যা হওয়ার তা হয়ে গিয়েছে) সেই সঙ্গে অন্য তিনজন মানুষের জীবনেও তার খারাপ প্রভাব পড়েছে। ডা. রবার্টস, মেজর ডেসপার্ড এবং অ্যান মেরেডিথ–এরা কেউই আমার কোন ক্ষতি করেনি। কিন্তু আমার জন্যই তাদের এত ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে, সামনে বড়-সড় কোন ক্ষতিও হয়ে যেতে পারে! অথচ এই ব্যাপারটার পরিবর্তন ঘটানোর ক্ষমতা তো আমার আছে!

'ডা. রবার্টস বা মেজর ডেসপার্ডকে নিয়ে আমার বিশেষ চিন্তা নেই। এঁরা পুরুষ মানুষ, নিজের খেয়াল নিজেরাই রাখতে পারবেন। কিন্তু যখন অ্যান মেরেডিথের দিকে তাকালাম–'

একটু ইতস্তত করে থেই ধরলেন, 'অ্যান মেরেডিথ একেবারেই বাচ্চা একটা মেয়ে। পুরোটা জীবন সামনে পড়ে আছে তার। এই জঘন্য ব্যাপারটা সেই জীবনটাকে তছনছ করে ফেলতে পারে...

'চিন্তাটা আমার পছন্দ হলো না...

'তাই, মসিয়ে পোয়ারো, আপনার কথা... সেই ইঙ্গিত–মনে পড়ে গেল। চুপ করে যে বসে থাকতে পারব না আর, সেটা বুঝে গেলাম। সেজন্যই ফোন করলাম

আপনাকে...'

বেশ কয়েক মিনিট নিশ্চুপ রইলেন দু'জনেই।

এরকুল পোয়ারো খানিকটা সামনে ঝুঁকলেন। ইচ্ছা করেই একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন মিসেস লরিমারের দিকে। কোন ধরনের অস্থিরতা ছাড়াই, সেই দৃষ্টি ফেরত দিলেন ভদ্রমহিলা।

বেশ খানিকক্ষণ পর মুখ খুললেন পোয়ারো, 'মিসেস লরিমার, আপনি কি নিশ্চিত... দয়া করে আমাকে সত্যিটা বলবেন... যে, মি. শাইতানার খুনটা পূর্বপরিকল্পিত নয়? খুনের চিন্তা মাথায় নিয়েই নৈশভোজে যাননি আপনি?'

একটা মুহূর্ত তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন মিসেস লরিমার। তারপর মাথা নেড়ে জবাব দিলেন, 'না।'

'খুনটা পূর্বপরিকল্পিত নয়?'

'একদমই না।'

'তা হলে... ওহ্, মাদাম, আপনি আমার সঙ্গে মিথ্যে কথা বলছেন!'

মিসেস লরিমারের কণ্ঠের শীতলতা যেন ঘরের বাতাসকেও জমিয়ে দেবে, 'মসিয়ে পোয়ারো, কী বলছেন আপনি!'

প্রায় লাফিয়েই খাড়া হলেন ছোটখাটো মানুষটি, পায়চারী করতে লাগলেন কামরার ভেতরে; বিড়বিড় করে আপনমনেই যেন কী সব বলছেন।

আচমকা ফিরে তাকালেন তিনি, 'ক্ষমা করবেন,' বলে বৈদ্যুতিক বাতিটা জ্বেলে দিলেন।

ফিরে এসে নিজের আসনে বসলেন পোয়ারো, হাত দুটো হাঁটুর ওপরে রেখে সরাসরি তাকালেন আমন্ত্রাতার দিকে।

'প্রশ্ন হলো,' বললেন তিনি, 'এরকুল পোয়ারোর কি ভুল হতে পারে?'

'তা তো পারেই, কেউই তো আর শতভাগ নির্ভুল নয়।'

আরও বেশি শীতল শোনাল মিসেস লরিমারের কণ্ঠ।

'আমি,' বললেন পোয়ারো। 'শতভাগ নির্ভুল। মাঝেমধ্যে নিজেই এজন্য চমকে যাই। কিন্তু মনে হচ্ছে, এবার সত্যিই ভুল করে বসেছি। তবে ব্যাপারটা আমি মানতেই পারছি না। আপনি নিশ্চয়ই যা বলছেন, তা বুঝেশুনেই বলছেন। আপনি খুনটা করেছেন। ঠিক আছে, মেনে নিলাম। তা হলে তো এরকুল পোয়ারোর আপনার চাইতেও ভালভাবে জানার কথা–খুনটা আপনি কীভাবে করেছেন?'

'আশ্চর্য কথা বললেন তো,' শীতল কণ্ঠেই বললেন মিসেস লরিমার।

'তা নাহলে আমি পাগল হয়ে গেছি। নিশ্চয়ই তাই... কিন্তু না, আমি তো পাগল নই! আমিই সঠিক; আমার ধারণাই ঠিক হতে হবে। আমি বিশ্বাস করতে চাই যে, আপনিই খুন করেছেন মি. শাইতানাকে–কিন্তু যে পদ্ধতির কথা বলছেন, সে পদ্ধতিতে খুনটা করা অসম্ভব! নিজের স্বভাবের এতটা পরিপন্থী কাজ কেউই কখনও করতে পারে না!'

খানিকটা বিরতি নিলেন তিনি।

এদিকে রাগে নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরেছেন মিসেস লরিমার। কিছু একটা বলার জন্য মুখ খুলেছিলেন তিনি, তবে পোয়ারো তাঁকে থামিয়ে দিলেন।

'হয় শাইতানার খুনটা পূর্বপরিকল্পিত... আর তা না হলে আপনি খুনি নন!'

মিসেস লরিমার তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন, 'তা হলে আপনি পাগলই হয়ে গিয়েছেন, মসিয়ে পোয়ারো। নিজের মুখে স্বীকার করছি যে, আমি খুনি; তা হলে কীভাবে খুন করেছি সেটা অনর্থক বানিয়ে বলতে যাব কেন? এতে কী লাভ আমার?'

পোয়ারো উঠে দাঁড়িয়ে আরেকবার পায়চারী করলেন

পুরো ঘরে। ফিরে এসে যখন চেয়ারে বসলেন, তখন তাঁর অঙ্গভঙ্গি পাল্টে গেছে। শান্ত হয়ে পড়েছেন তিনি।

'আপনি শাইতানাকে খুন করেননি,' নম্র স্বরে তিনি বললেন। 'বুঝতে পারছি এখন, সবকিছু পরিষ্কার বুঝতে পারছি। হার্লে স্ট্রিট। ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আছেন অ্যান মেরেডিথ, চেহারায় আতঙ্ক। কিন্তু একটা জিনিস আমি বুঝতে পারছি না–আপনি এতটা নিশ্চিত হলেন কীভাবে যে, অ্যান মেরেডিথই খুন করেছেন?'

'দেখুন, মসিয়ে পোয়ারো–'

'প্রতিবাদ করে, কিংবা আরও কিছু মিথ্যে বলে কোন লাভ নেই, মাদাম। বললাম তো, সব বুঝতে পেরেছি আমি। সেদিন হার্লে স্ট্রিটে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় আপনার মনের ভাব কেমন ছিল–তা এখন আমার কাছে আয়নার মত পরিষ্কার। ডা. রবার্টসের জন্য আপনি কাজটা করতেন না, করতেন না মেজর ডেসপার্ডের জন্যও। কিন্তু অ্যান মেরেডিথের ব্যাপারটা আলাদা। আপনার মনে তাঁর জন্য রয়েছে সমবেদনা, করুণা। কেননা তিনি এখন তেমনই, যেমনটা আপনি এক সময় ছিলেন।

'খুনটা করার কী কারণ ছিল মেয়েটার, তা-ও আপনি জানেন না। তবে আপনি নিশ্চিত যে, কাজটা সে-ই করেছে। যেদিন খুনটা হলো, সেদিনই আপনি জানতেন। তাই আমাকে মিথ্যে বলে আর লাভ হবে না, বুঝতে পেরেছেন?'

উত্তরের আশায় চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ, কিন্তু পেলেন না সেটা।

সন্তুষ্টির সঙ্গে মাথা নাড়লেন পোয়ারো।

'হুম, আপনি বাস্তববাদী। অসাধারণ একজন মানুষ; আপনার এই স্বীকারোক্তি যে একটা মহৎ কর্ম–এতে কোন সন্দেহ নেই। নিজের ঘাড়ে দোষ নিয়ে আপনি বাচ্চা মেয়েটাকে বাঁচার একটা সুযোগ করে দিচ্ছেন।'

'একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন আপনি,' দৃঢ় কণ্ঠে বললেন মিসেস লরিমার। 'আমি নিষ্পাপ কোন রমণী নই। অনেক বছর আগে, মসিয়ে পোয়ারো, আমি আমার স্বামীকে হত্যা করেছি...'

আবারও ক্ষণিকের নীরবতা নেমে এল ঘরে।

'হুম,' বললেন পোয়ারো। 'সুবিচার... আপনার যুক্তি দ্বারা পরিচালিত মন এভাবেই ভাবছে পুরো বিষয়টাকে। যেহেতু আপনি খুন করেছেন, তাই সাজা আপনার পাওয়াই উচিত। খুন... খুনই–তা সে যাকেই খুন করা হোক না কেন। মাদাম, সত্যিই সাহস আছে আপনার। সেই সঙ্গে আছে সাদা চোখে পরিস্থিতি বিচার করার ক্ষমতাও। আরেকবার আপনার কাছে জানতে চাইছি, আপনি এতটা নিশ্চিত হচ্ছেন কী করে?'

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল মিসেস লরিমারের গলা দিয়ে। পোয়ারোর কথার তোড়ে ভেসে গিয়েছে তাঁর সমস্ত প্রতিবাদ।

অনেকটা বাচ্চাদের মত করেই জবাব দিলেন তিনি প্রশ্নটার। 'কেননা,' বললেন ভদ্রমহিলা। 'আমি নিজের চোখেই কাজটা ওকে করতে দেখেছি।'

সাতাশ

প্রত্যক্ষদর্শী

আচমকা হো হো করে হেসে উঠলেন পোয়ারো।

অনেক কসরত করেও নিজেকে থামাতে পারলেন না তিনি। মাথা পেছনে হেলিয়ে ক্রমাগত হেসেই চললেন, তাঁর হাসির শব্দে গম-গম করে উঠল ঘরটা।

'ক্ষমা করবেন, মাদাম,' চোখ মুছতে-মুছতে বললেন তিনি। 'কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারলাম না। এদিকে আমরা তর্ক করছি, মাথা খাটাচ্ছি, যাকে পাচ্ছি তাকেই প্রশ্ন করছি; মনস্তত্ত্ব নিয়ে ভেবে ভেবে পাগল হয়ে যাচ্ছি–অথচ একজন প্রত্যক্ষদর্শী আমাদের হাতের নাগালেই ছিল! দয়া করে আমাকে সবকিছু খুলে বলুন!'

'ততক্ষণে সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে; অ্যান মেরেডিথ ওই খেলায় ডামি ছিল। চেয়ার ছেড়ে উঠে, পার্টনারের হাতের তাস দেখল সে। তারপর ঘরের ভেতরে হাঁটতে লাগল। ওই দানের খেলাটা খুব একটা জমেনি–ফলাফল কী হবে, সেটা আগে থেকেই বুঝতে পারছিলাম আমি। তাই তাসের দিকে খুব একটা মনোযোগ দেয়ার প্রয়োজন বোধ করিনি।

'শেষের দিকটায় এসে হঠাৎ আমার নজর পড়ল ফায়ারপ্লেসের দিকে। অ্যান মেরেডিথ ঝুঁকে ছিল মি. শাইতানার ওপর। আমার চোখের সামনেই সোজা হয়ে দাঁড়াল ও–হাতটা ছিল লোকটার বুকের ওপরে। ব্যাপারটা আমাকে হতবাক করে দেয়।

'অ্যান সোজা হয়ে দাঁড়ানো মাত্র ওর চেহারাটা আমার নজরে আসে; এক পলকের জন্য চোরা-চোখে আমাদের দিকে তাকিয়েছিল মেয়েটা। ভয় এবং অপরাধবোধ–এই দুটো অনুভূতি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম আমি। তখনও অবশ্য জানতাম না যে, কী কাণ্ড ঘটিয়ে বসেছে সে! শুধু ভাবছিলাম, কী এমন হলো যে, মেয়েটা... এরপর তো সবকিছু জানতেই পারলাম।'

মাথা দোলালেন পোয়ারো। 'কিন্তু সেটা অ্যান জানত না? জানত না যে, আপনি ওকে দেখে ফেলেছেন।'

'বেচারি,' বললেন মিসেস লরিমার। 'কমবয়সী, ভীত একটা মেয়ে–দুনিয়াতে যার কেউ নেই। কেন চুপ করে থেকেছি, তা কি আপনাকে আর বুঝিয়ে বলতে হবে?'

'নাহ্। আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি।'

'বিশেষ করে যখন আমি... আমি নিজেই–' শ্রাগ করে বাকিটা বুঝিয়ে দিলেন ভদ্রমহিলা। 'আমি কী করে আরেকজনের বিরুদ্ধে একই ধরনের অভিযোগ উত্থাপন করতে পারি! তাই পুলিসের হাতেই সবকিছুর ভার ছেড়ে দিলাম।'

'তা ঠিক। তবে আজ আরেকটু হলেই, একটা অঘটন ঘটিয়ে বসতেন আরকী।'

গম্ভীর কণ্ঠে মিসেস লরিমার বললেন, 'আমি দুর্বল বা কোমল চিত্তের নারী ছিলাম না কখনওই। কিন্তু এই বয়সকালে এসে খানিকটা নরম হয়ে পড়েছি। আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, কেবলমাত্র দয়ার বশবর্তী হয়ে আমি সাধারণত কোন পদক্ষেপ নিই না।'

'দয়া জিনিসটা সিদ্ধান্ত নেয়ার দিক-নির্দেশক হিসেবে সবসময় খুব একটা নিরাপদ নয়, মাদাম। মাদমোয়াযেল অ্যান যুবতী, ভঙ্গুর, লাজুক এবং তাঁকে দেখে একজন ভীত মেয়ে বলেই মনে হয়। বলতে পারেন, দয়া লাভের একেবারে যোগ্য পাত্রীই তিনি।

'কিন্তু আমি এ ব্যাপারে একমত নই, মাদাম। মি. শাইতানাকে তিনি কেন খুন করেছেন, শুনবেন? কেননা তিনি এর আগেও একজনকে খুন করেছিলেন–এমন একজন মহিলাকে, যাঁর হাতে অ্যানকে চোর সাব্যস্ত করার সমস্ত প্রমাণ ছিল।'

চমকে উঠলেন মিসেস লরিমার। 'কথাটা কি সত্যি, মসিয়ে পোয়ারো?'

'আমার ঘুণাক্ষরেও কোন সন্দেহ নেই তাতে।

আপাতদৃষ্টিতে লোকে বলবে, মেয়েটা কত নরম... কত ভদ্র। হাহ্! বিপজ্জনক একটা চরিত্র তিনি, মাদাম, আপনার এই ছোট্ট মাদমোয়াযেল অ্যান!

'নিজের নিরাপত্তা, নিজের আরাম হুমকির মুখে পড়লেই তিনি আক্রমণ করে বসেন। অ্যান কিন্তু কেবল এই দুটো অপরাধ করেই ক্ষান্ত হবেন না। উল্টো এগুলো থেকে আত্মবিশ্বাস খুঁজে নেবেন...'

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে মিসেস লরিমার বললেন, 'কী নৃশংস কথাই না বলছেন আপনি, মসিয়ে পোয়ারো!'

উঠে দাঁড়ালেন পোয়ারো।

'মাদাম, এবার বিদায় নেব। যা-যা বললাম, সেগুলো ভেবে দেখবেন।'

মিসেস লরিমারকে দেখে মনে হচ্ছিল, দ্বিধায় ভুগছেন খুব। নিজেকে সামলে নেয়ার প্রয়াসে বললেন, 'মসিয়ে পোয়ারো, আমি কিন্তু চাইলেই আপনার সঙ্গে আজকের এই কথোপকথনের বিষয়বস্তু অস্বীকার করতে পারি। আপনার কোন সাক্ষীও নেই। ধরে নিই, এসব কথা একেবারে আমাদের ব্যক্তিগত?'

গম্ভীর কণ্ঠে জানালেন পোয়ারো, 'আপনার অনুমতি ছাড়া কিছুই হবে না, মাদাম। আমার নিজস্ব পদ্ধতি খাটিয়েই আমি সবকিছু প্রমাণ করব। এখন যেহেতু জেনেই গিয়েছি যে, আমার লক্ষ্য কে–' মিসেস লরিমারের হাতে ঠোঁট ছোয়ালেন তিনি।

'কেবল একটা কথা বলার অনুমতি দিন, মাদাম। আপনি সত্যিই একজন অসাধারণ মহিলা। আমার শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন। হাজারে নয়শ' নিরানব্বই জন মহিলা যেটা করার লোভ সামলাতে অক্ষম, সেটা আপনি করেননি।'

'মানে?'

'স্বামীকে কেন খুন করলেন, কেন কাজটা যথোপযুক্ত

ছিল–এসব বলার কোন চেষ্টাই আপনি করেননি।'

মিসেস লরিমার নিজেও উঠে দাঁড়ালেন।

'শুনুন, মসিয়ে পোয়ারো,' শুষ্ক কণ্ঠে বললেন তিনি। 'আমার কৃতকর্মের কারণ ও ফলাফল, একান্তই আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।'

'অসাধারণ!' বললেন পোয়ারো; আরও একবার মহিলার হাতে চুমু খেয়ে ঘর থেকে বেঁরিয়ে পড়লেন তিনি।

বাইরে ঠাণ্ডা পড়েছে বেশ; ট্যাক্সির জন্য এদিক-ওদিক তাকালেন তিনি। তবে একটাকেও দেখতে না পেয়ে কিং'স রোডের দিকে হাঁটা শুরু করলেন।

হাঁটতে-হাঁটতেই কী যেন ভাবছিলেন তিনি, থেকে-থেকে মাথা দোলাচ্ছিলেন।

কাঁধের ওপর দিয়ে পেছন ফিরে চাইলেন একবার;, কে যেন মিসেস লরিমারের বাড়ির সিঁড়ি ভাঙছে। দেখে মনে হয় অ্যান মেরেডিথ।

খানিকটা ইতস্তত করলেন তিনি, ফিরে যাবেন কি না ভাবছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটা না করেই সামনে এগিয়ে চললেন।

ঘরে ফিরে আবিষ্কার করলেন, কোন বার্তা না রেখেই বিদায় নিয়েছেন ব্যাটল।

সুপারিণ্টেনডেণ্টকে ফোন করলেন তিনি।

'হ্যালো,' ব্যাটলের কণ্ঠ শোনা গেল। 'পেলেন কিছু?'

'সবই পেয়েছি, বন্ধুবর। আমাদের এক্ষুণি মেরেডিথ মেয়েটার পেছনে লাগতে হবে।'

'তা নাহয় লাগলাম, কিন্তু "এক্ষুণি" কেন?'

'কেননা মেয়েটা ভীষণ বিপজ্জনক।'

খানিকক্ষণ নীরব থেকে ব্যাটল বললেন, 'আপনার কথা বুঝতে পারছি, মসিয়ে পোয়ারো। কিন্তু কেউ তো... হুম, ঝুঁকি নেয়া চলবে না। আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁকে একটা চিঠি

পাঠিয়েছি আমি। জানিয়েছি যে, আগামীকাল তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাব। ভাবলাম, একটু ঝাঁকুনি দিয়ে রাখি।'

'এতে অবশ্য কাজ হলেও হতে পারে; আমি কি আপনার সঙ্গী হতে পারি?'

'অবশ্যই, আপনাকে সঙ্গে পেলে আমি সম্মানিত বোধ করব, মসিয়ে পোয়ারো।'

চিন্তিত মুখে ফোন নামিয়ে রাখলেন পোয়ারো।

কেন যেন শান্ত হতে চাইছে না তাঁর মন। অনেকক্ষণ আগুনের সামনে বসে রইলেন তিনি; ভ্রু জোড়া কুঁচকে আছে।

অবশেষে সন্দেহ ও ভয় একপাশে সরিয়ে রেখে ঘুমুতে গেলেন পোয়ারো।

'যা দেখার কাল দেখা যাবে।' নিজেকেই যেন সান্ত্বনা দিলেন তিনি।

কিন্তু পরের দিন যে ঠিক কী দেখতে হবে তাঁকে, তা যদি তিনি জানতেন...

আটাশ

আত্মহত্যা

ফোনটা যখন এল, তখন কেবল সকালের কফির কাপে ঠোঁট ছোঁয়াচ্ছেন পোয়ারো।

রিসিভার তুলে কানে ঠেকালেন তিনি; ও-পাশ থেকে ভেসে এল ব্যাটলের কণ্ঠ, 'মসিয়ে পোয়ারো?'

'বলছি। কোন অঘটন?'

সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটলের চুপ করে থাকাটাই তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিল।

'জলদি বলুন। কোন অঘটন?'

'মিসেস লরিমার–'

'লরিমার–কী?'

'গতকাল আপনি তাঁকে কী বলেছিলেন, পোয়ারো? তিনিই বা আপনাকে কী বলেছিলেন? আপনি তো আমাকে কখনওই কিছু পরিষ্কার করে জানান না। এদিকে গতকাল বললেন, আমাদের ওই মেরেডিথ নামের মেয়েটার পেছনে লাগতে হবে।'

শান্ত স্বরে জানতে চাইলেন পোয়ারো, 'কী হয়েছে, সেটা বলবেন তো?'

'আত্মহত্যা!'

'মিসেস লরিমার আত্মহত্যা করেছেন?'

'ঠিক তাই। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে যে, খুবই বিষণ্ন হয়ে পড়েছিলেন গত ক'দিনে। ওনার ডাক্তার বেশ কিছু ঘুমের ওষুধ দিয়েছিলেন... ওভারডোজ।'

পোয়ারো দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

'ব্যাপারটা দুর্ঘটনা হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই?'

'একদমই না। একেবারেই সোজা-সাপ্টা ব্যাপার। তিনজনকেই চিঠি লিখে গেছেন তিনি।'

'কোন্ তিনজনকে?'

'রবার্টস, ডেসপার্ড এবং মেরেডিথ–সবাইকেই। সরাসরিই লিখেছেন সব–প্যাঁচানো কিছু না। লিখেছেন, এসব ঝামেলা থেকে মুক্তি পাওয়ার শর্টকাট একটা পথ বেছে নিয়েছেন তিনি–আসলে শাইতানার খুনি তিনিই। ক্ষমা চেয়েছেন–সত্যি সত্যি ক্ষমা চেয়েছেন–সবার কাছে। অন্যদেরকে ঝামেলায় ফেলার কোন ইচ্ছাই ছিল না তাঁর।

একেবারে পেশাদার ভঙ্গিমায় লেখা; যেমনটা তাঁর স্বভাব ছিল আরকী।'

মিনিট দুয়েক চুপ করে রইলেন পোয়ারো।

এই তা হলে মিসেস লরিমারের শেষ কথা! তিনি অ্যান মেরেডিথের ঢাল হওয়ারই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা হলে।

সহজ এবং কষ্টহীন একটা মৃত্যু।

তাঁর শেষ আচরণটা একদম তাঁর নিজের মতই হয়েছে–যে মেয়েটার প্রতি সহানুভূতি বোধ করতেন, তাঁকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেলেন।

পুরো ব্যাপারটাই খুব দক্ষতা এবং সফলতার সঙ্গে সামলেছেন–তিনজন সন্দেহভাজনকে সবকিছু জানিয়ে গেলেন।

কী দারুণ একজন মহিলা!

মিসেস লরিমারের প্রতি শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেল তাঁর।

পোয়ারো ভেবেছিলেন যে, তিনি মহিলাকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু না–মিসেস লরিমার তাঁর সিদ্ধান্তেই অটুট ছিলেন।

আচমকা ব্যাটলের কণ্ঠস্বর তাঁর ধ্যানটা ভেঙে দিল।

'বললেন না, এমন কী কথা হয়েছিল আপনাদের মধ্যে? যার কারণে আজ এই... অথচ আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছিল যে, মেরেডিথই আমাদের সম্ভাব্য খুনি।'

পোয়ারো কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইলেন। তাঁর মনে হলো, মারা গিয়ে মিসেস লরিমার তাঁকে নিজের ইচ্ছামত চলতে বাধ্য করছেন... বেঁচে থাকলে যেটা সম্ভব হতো না!

ধীরে ধীরে তিনি বললেন, 'আমারই ভুল...' শব্দগুলোকে একেবারেই অপরিচিত মনে হলো তাঁর কাছে; অনুভূতিটাও ভীষণ বাজে।

'আপনি ভুল করেছেন?' বললেন বিস্মিত ব্যাটল। 'সে যা-ই হোক, সম্ভবত ভদ্রমহিলা ধরে নিয়েছিলেন যে, আপনি

হয়তো তাঁকে সন্দেহ করছেন। ব্যাপারটা খারাপ হলো খুব–আমাদের হাত ফস্কে বেরিয়ে গেল একজন খুনি।'

'তাঁর বিরুদ্ধে আমাদের হাতে কোন প্রমাণ ছিল না,' বললেন পোয়ারো।

'তা ছিল না–ঠিকই বলেছেন... হয়তো এটাই সবার জন্য ভাল হলো। আপনি... মানে, এরকম হোক সেটা চাননি তো, মসিয়ে পোয়ারো?'

পোয়ারোর আচরণে রুষ্টতা প্রকাশ পেল, তিনি বললেন, 'কী হয়েছে, তা খুলে বলুন।'

'রবার্টস আটটার দিকে তাঁকে লেখা চিঠিটা খোলেন। সময় নষ্ট না করেই গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়েন তিনি, পার্লারমেইডকে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার নির্দেশ দেন। মিসেস লরিমারের ওখানে পৌঁছে জানতে পারেন, তিনি এখনও ঘর থেকে বেরোননি–কালবিলম্ব না করে দৌড়ে গেলেন তাঁর ঘরের দিকে, কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে।

'কৃত্রিম শ্বাস দেয়ার চেষ্টা করেও কোন লাভ হয়নি। আমাদের স্থানীয় ডাক্তার এর পর-পরই চলে এলেন, তিনি বেশ প্রশংসাই করলেন রবার্টসের চিকিৎসার।'

'ঘুমের ওষুধটার নাম কী?'

'সম্ভবত ভেরোনাল। বার্বিচুরেট গ্রুপের একটা। বিছানার পাশেই ছিল এক বোতল ট্যাবলেট।'

'অন্য দু'জনের কী খবর? তাঁরা আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করেননি?'

'ডেসপার্ড তো শহরের বাইরে আছেন, মনে হয় না এখনও চিঠি পেয়েছেন তিনি।'

'আর... মিস মেরেডিথ?'

'কেবলই ফোন করলাম তাঁকে।'

'তারপর?'

'আমি ফোন করার মাত্র কয়েক মিনিট আগে চিঠিটা পেয়েছেন তিনি। ওখানে ডাক পৌঁছতে দেরি হয়।'

'মেয়েটার প্রতিক্রিয়া?'

'যেমনটা হওয়ার কথা। যথার্থভাবে লুকানো স্বস্তি আর খানিকটা দুঃখ–এই তো।'

পোয়ারো কয়েক মুহূর্ত পর বললেন, 'আপনি এখন কোথায় আছেন?'

'চেইনি লেনে।'

'খুব ভাল। আমি খুব দ্রুতই আসছি।'

চেইনি লেনে হলঘরে পা রেখে পোয়ারো দেখতে পেলেন, চলে যাচ্ছেন ডা. রবার্টস।

ডাক্তার সাহেবের স্বভাবসুলভ আচরণ আজ অনুপস্থিত। পাংশু চেহারা, খানিকটা কাঁপছেনও।

'কী বাজে একটা ব্যাপার, মসিয়ে পোয়ারো। বলব না যে, স্বস্তি পাইনি–মানে আমার পরিস্থিতিটাও তো ভাবতে হবে,.. তবে সত্যি বলতে কি, নাড়াও খেয়েছি খুব। আমি কখনও ভাবতেও পারিনি যে, মিসেস লরিমার খুন করেছেন শাইতানাকে। প্রচণ্ড অবাক হয়েছি!'

'আমিও... অবাক হয়েছি।'

'স্বল্পভাষী, ভদ্র, আত্মনির্ভরশীল একজন মহিলা। এমন কাজ যে কেন করলেন, সেটাই বুঝতে পারছি না! মোটিভ কী? ওহ্, এখন তো আর জানারও কোন উপায় নেই। তবে কৌতূহল হচ্ছে ঠিকই।'

'এখন নিশ্চয়ই স্বস্তি বোধ করছেন?'

'ওহ্, তাতে কোন সন্দেহ নেই। স্বীকার না করলে মিথ্যে বলা হবে। খুনের দায়ে অভিযুক্ত হওয়াটা খুব একটা ভাল অনুভূতি নয়। আর বেচারি মহিলার কথা কী বলব–এটাই হয়তো সব দিক দিয়ে ভাল হলো।'

'তিনিও সম্ভবত এমনটাই ভেবেছিলেন।'

রবার্টস মাথা নাড়লেন। 'বিবেক... বিবেকের তাড়না,' বাড়ি থেকে বেরোতে-বেরোতে বললেন তিনি।

পোয়ারো চিন্তিতভাবে মাথা নাড়লেন। ডাক্তার সাহেব পরিস্থিতিটা আসলে বুঝতে পারেননি।

মিসেস লরিমার মোটেও বিবেকের তাড়নায় নিজের জীবন দেননি।

ওপরে ওঠার সময় বয়স্ক ভৃত্যাকে সান্ত্বনার কয়েকটা বাণী শোনালেন পোয়ারো; কাঁদছে মহিলা।

'কী ভয়াবহ একটা ব্যাপার, স্যর! আমরা সবাই তাঁকে ভীষণ পছন্দ করতাম। গতকাল আপনি চা খেলেন তাঁর সঙ্গে; শান্ত এবং নিরুদ্বেগ ছিলেন না তখন তিনি? আজ সকালের কথা আমি জীবনেও ভুলব না। ডাক্তার ভদ্রলোক ঘণ্টি বাজাচ্ছিলেন। তিন-তিনবার বাজিয়েছিলেন ঘণ্টি, আমি গিয়ে দরজা খোলার আগেই। "আপনার মালকিন কোথায়?" চিৎকার করে জানতে চাইলেন তিনি। এমন হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম যে, তৎক্ষণাৎ কোন উত্তরই দিতে পারিনি।

'মালকিন ঘণ্টি বাজানোর আগে আমরা কখনওই তাঁকে বিরক্ত করতাম না—এমনটাই আদেশ দিয়েছিলেন তিনি। তাই কিছুই বলতে পারলাম না। এদিকে ডাক্তার সাহেব বললেন, "তাঁর কামরা কোথায়?" বলেই দৌড়ে উপরে উঠে গেলেন তিনি; আমিও তাঁর পেছন-পেছন ছুটলাম। দরজাটা দেখিয়ে দিতেই ভেতরে ঢুকে পড়লেন তিনি, নক পর্যন্ত করলেন না।

'মালকিনকে ওখানে শুয়ে থাকতে দেখেই বুঝে ফেললেন যা বোঝার। "অনেক দেরি হয়ে গেছে!" বললেন তিনি। মারা গিয়েছেন আমার মালকিন, স্যর! তারপরেও ডাক্তার সাহেব আমাকে ব্রাণ্ডি আর গরম পানি আনতে পাঠালেন। অনেক কষ্ট করলেন তাঁকে বাঁচানোর, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। তারপর পুলিস এল—এসব... এসব কী হয়ে গেল, স্যর! মিসেস লরিমার বেঁচে থাকলে এসব সহ্যই করতেন না।

পুলিস কেন এল বাড়িতে? এসবের সঙ্গে ওদের কী সম্পর্ক? সবই তো দুর্ঘটনা! ভুল করে অনেক বেশি ঘুমের ওষুধ খেয়ে ফেলেছেন আমার মালকিন।'

পোয়ারো বৃদ্ধার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললেন, 'গতরাতে তোমার মালকিনের মানসিক অবস্থা কেমন ছিল? তাঁকে কি চিন্তিত বা অস্থির দেখাচ্ছিল?'

'না, আমার একদমই সে-রকম মনে হয়নি, স্যর। ক্লান্ত ছিলেন তিনি—মনটাও খারাপ ছিল। অনেক দিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন তিনি, স্যর।'

'হুম, আমি জানি।'

পোয়ারোর কণ্ঠের দয়ালুভাবটা বৃদ্ধাকে আরও কথা বলতে উৎসাহ দিল।

'তিনি কখনও নালিশ করতেন না, স্যর। তবে রাঁধুনি এবং আমি তাঁকে নিয়ে খুব চিন্তা করতাম। আগের মত কাজ করতে পারতেন না তিনি, সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। আপনি চলে যাওয়ার পর যে আরেকজন তরুণী অতিথি এলেন, সেটাই আসলে অতিরিক্ত হয়ে গিয়েছিল তাঁর জন্য।'

সিঁড়িতে পা রাখতে গিয়েও ঘুরে তাকালেন পোয়ারো।

'কোন্ তরুণী? গতকাল রাতে এখানে একজন তরুণী এসেছিল?'

'জী, স্যর। আপনি চলে যাবার ঠিক পর-পরই। মিস মেরেডিথ নাম ছিল তাঁর।'

'অনেকক্ষণ ছিলেন?'

'ঘণ্টাখানেক হবে, স্যর।'

পোয়ারো কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'তারপর?'

'ঘুমাতে গেলেন মালকিন। রাতের খাবারটাও বিছানাতেই খেলেন; খুব নাকি ক্লান্ত লাগছিল তাঁর!'

আবারও চুপ করে রইলেন পোয়ারো, কিছুক্ষণ পর বললেন, 'আপনার মালকিন নাকি গত রাতে কিছু চিঠি

লিখেছিলেন, জানেন কিছু?'

'ঘুমাতে যাওয়ার পর? মনে হয় না, স্যর।'

'তবে একেবারে নিশ্চিত নন আপনি?'

'হলের টেবিলে কয়েকটা চিঠি ছিল, ডাকে পাঠানোর জন্য, স্যর। রাতের জন্য দরজা লাগিয়ে দেয়ার ঠিক আগে ওগুলো পোস্ট করে দিই আমরা। যদ্দূর মনে পড়ে, ওগুলো সকাল থেকেই টেবিলে ছিল।'

'কয়টা ছিল?'

'দুই কি তিনটা–আমি ঠিক নিশ্চিত নই, স্যর। তিনটাই হবে।'

'আপনি বা রাঁধুনি–যে-ই চিঠিগুলো পোস্ট করেছিলেন–ঠিকানা দেখেননি? আমার প্রশ্নে কিছু মনে করবেন না। উত্তরটা খুব জরুরি।'

'আমি নিজেই পোস্ট করেছিলাম, স্যর। একটার ঠিকানা মনে আছে–ফোর্টনাম অ্যাণ্ড ম্যাসন-এর। বাকিগুলোর কথা মনে নেই।' আন্তরিক শোনাল কণ্ঠটা।

'তিনটার বেশি ছিল না চিঠি–সে ব্যাপারে নিশ্চিত?'

'জী, স্যর, আমি নিশ্চিত।'

পোয়ারো গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করলেন তিনি। তারপর বললেন, 'আপনার মালকিন যে ঘুমুবার আগে ওষুধ খেতেন, তা নিশ্চয়ই জানেন?'

'জী, স্যর। ডা. ল্যাং তেমনটাই বলেছেন।'

'কোথায় থাকে ওগুলো?'

'মালকিনের ঘরে, ছোট্ট কাবার্ডটায়।'

পোয়ারো আর কোন প্রশ্ন করলেন না, চুপচাপ উঠে এলেন ওপরের তলায়। চেহারা গম্ভীর হয়ে আছে!

ল্যাণ্ডিং-এ দেখা হলো ব্যাটলের সঙ্গে। সুপারিন্টেনডেন্টকে দেখে মনে হলো, বেচারার ওপর দিয়ে

ঝড় বয়ে গেছে।

'আপনি এসেছেন, খুব ভাল হয়েছে, মসিয়ে পোয়ারো। আসুন, ডা. ডেভিডসনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।'

স্থানীয় সরকারি ডাক্তারের সঙ্গে হাত মেলালেন তিনি, লম্বা-মত একজন মানুষ।

'মন্দ ভাগ্য আমাদের,' মন্তব্য করলেন তিনি। 'এক-দুই ঘণ্টা আগে হলে, হয়তো বাঁচাতে পারতাম।'

'হুম,' বললেন ব্যাটল। 'আনুষ্ঠানিকভাবে বলা উচিত না, তবে আমি সত্যিই কষ্ট পেয়েছি। মিসেস লরিমার ছিলেন–একজন পরিপূর্ণ লেডি। শাইতানাকে কেন খুন করলেন, তা জানি না। কিন্তু সেই কারণটাকে তিনি নিশ্চয়ই যথার্থ বলেই মনে করেছিলেন।'

'সে যা-ই হোক,' বললেন পোয়ারো। 'আদালতে দাঁড়ানো পর্যন্ত বাঁচতেন বলে মনে হয় না। অসুস্থ ছিলেন তিনি।'

মাথা নেড়ে সায় জানালেন চিকিৎসক। 'আপনি ঠিকই ধরেছেন। হয়তো এটাই সব দিক দিয়ে ভাল হলো,' বলেই নামতে শুরু করলেন তিনি।

ব্যাটল গেলেন তাঁর পিছু-পিছু।

'এক মিনিট, ডাক্তার সাহেব।'

পোয়ারো, শোবার ঘরের দরজায় হাত রেখে বিড়বিড় করে বললেন, 'ভেতরে যেতে পারি?'

ব্যাটল মাথা নেড়ে সায় দিলেন। 'কোন অসুবিধা নেই। আমাদের কাজ শেষ।'

কামরার ভেতরে পা রাখলেন পোয়ারো, বন্ধ করে দিলেন দরজাটা...

বিছানার কাছে গিয়ে শান্ত, মৃত চেহারাটার দিকে তাকালেন তিনি।

অস্থির লাগছে খুব...

মৃত্যু এবং লজ্জার হাত থেকে একজন কমবয়সী যুবতীকে রক্ষা করার জন্যই কি আত্মহত্যা করেছেন মিসেস লরিমার? নাকি অন্য কোন অশুভ ব্যাখ্যা আছে এই মৃত্যুর?

কিছু কিছু বিষয়...

আচমকা খানিকটা ঝুঁকে গেলেন তিনি, লাশের বাহুতে ছোট্ট একটা কালো দাগ দেখতে পেয়েছেন!

পরক্ষণেই সোজা হয়ে দাঁড়ালেন; অদ্ভুত একটা আভা দেখা গেল তাঁর চোখে। তাঁর পরিচিত কেউ হলে যেটার গুরুত্ব বুঝতে পারত খুব সহজেই।

তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে নিচে চলে এলেন পোয়ারো।

এক অধস্তনকে সঙ্গে নিয়ে ফোনের কাছে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন ব্যাটল। রিসিভার রেখে দিয়ে ওই অফিসার বলল, 'এখনও ফেরেননি, স্যর।'

ব্যাটল পোয়ারোকে জানালেন, 'ডেসপার্ড। যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি অনেক। চেলসির পোস্টমার্ক আছে চিঠিতে।'

পোয়ারো একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করলেন, 'ডা. রবার্টস কি নাস্তা খেয়ে এসেছিলেন এখানে?'

হতবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন ব্যাটল। 'না,' যদিও জবাবটা দিলেন তিনি। 'না খেয়েই চলে আসার কথা বলছিলেন।'

'তা হলে তো এখন নিশ্চয়ই নিজের বাড়িতেই আছেন তিনি। চলুন, যাই।'

'কিন্তু... কেন?'

পোয়ারো ততক্ষণে ফোন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। 'ডা. রবার্টস? ডা. রবার্টস বলছেন? আমি, পোয়ারো বলছি। একটা প্রশ্ন ছিল। আপনি কি মিসেস লরিমারের হাতের লেখা চেনেন?'

'মিসেস লরিমারের হাতের লেখা? আমি... না। আগে কখনও দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না।'

'অনেক ধন্যবাদ।'

পোয়ারো দ্রুত ফোন রেখে দিলেন।

ব্যাটল একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন তাঁর দিকে। 'ব্যাপারটা কী, মসিয়ে পোয়ারো?' জানতে চাইলেন তিনি।

পোয়ারো ভদ্রলোকের হাত আঁকড়ে ধরলেন।

'শুনুন তা হলে, বন্ধুবর। আমি গতকাল এখান থেকে বের হওয়ার পর অ্যান মেরেডিথ এসে পৌঁছান এখানে। তাঁকে নিজের চোখে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে দেখেছি আমি। তবে তখন বুঝতে পারিনি যে, তিনিই মেরেডিথ। মেয়েটা চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরই শুয়ে পড়েন মিসেস লরিমার। বৃদ্ধা ভৃত্যার মতে, তিনি তখনও কোন চিঠি লেখেননি। আমরা জানি–গতকাল সন্ধ্যায় আমি আসার আগে ভদ্রমহিলা ওই চিঠিগুলো লেখেননি। তা হলে লিখলেন কখন?'

'ভৃত্যরা ঘুমাতে যাওয়ার পর?' ব্যাটল মন্তব্য করলেন। 'হয়তো তখন পোস্ট করেছেন।'

'সেটা সম্ভব। কিন্তু আরেকটা সম্ভাবনা আছে–সম্ভবত চিঠিগুলো তিনি লেখেননি।'

শিস বাজালেন ব্যাটল। 'হায়, ঈশ্বর। আপনি বলতে চান–'

ঠিক তখনই বেজে উঠল টেলিফোন। সার্জেন্ট রিসিভার তুলল; মিনিটখানেক ও-প্রান্তের কথা মন দিয়ে শুনল সে, তারপর ফিরল ব্যাটলের দিকে।

'সার্জেন্ট ও'কনর বলছে, স্যর, ডেসপার্ডের ফ্ল্যাট থেকে। ওর ধারণা, ডেসপার্ড এখন ওয়েলিংফোর্ডে যাচ্ছেন–টেমস নদী ধরে!'

ব্যাটলের হাত আঁকড়ে ধরলেন পোয়ারো।

'জলদি, বন্ধুবর। আমাদেরকেও ওয়েলিংফোর্ডে যেতে

হবে। মনটা কু ডাকছে। হয়তো এখানেই সবকিছুর শেষ নয়। আবারও বলছি, বন্ধুবর, এই যুবতী দারুণ বিপজ্জনক।'

ঊনত্রিশ

দুর্ঘটনা

'অ্যান,' বলল রোডা।

'হুম?'

'শোন, অ্যান, আধা মনোযোগ ক্রসওয়ার্ড পাযলে রেখে আমার কথার জবাব দিয়ো না তো! গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে।'

'শুনছি তো,' অ্যান সোজা হয়ে বসল; হাত থেকে নামিয়ে রাখল খবরের কাগজ।

'এই তো, লক্ষ্মী মেয়ে। এবার শোনো, অ্যান,' রোডা ইতস্তত করল। 'যে মানুষটা আসছে–'

'সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটল?'

'হ্যাঁ, অ্যান, লোকটাকে বেনসনদের ওখানে চাকরি করার কথাটা বললেই ভাল করতে।'

অ্যানের কণ্ঠ শীতল হয়ে গেল। 'বাজে কথা বোলো না তো। কেন বলব?'

'কারণ–নইলে মানুষ ভাবতে পারে–তুমি কিছু একটা লুকাতে চাইছ। বলে দেয়াটাই নিরাপদ।'

'এখন তো আর বলা সম্ভব নয়,' বলল অ্যান।

'আগে বলে দিলেই ভাল করতে।'

'হয়তো... যাক, এখন আর ওসব নিয়ে কথা বলে লাভ

নেই।'

'হুম, তা ঠিক,' বলল বটে, কিন্তু রোডাকে সন্তুষ্ট বলে মনে হলো না।

অ্যান বিরক্ত হয়েই বলল, 'বলার দরকারটা কী, সেটাও তো বুঝতে পারছি না। এসবের সঙ্গে তো ওই ঘটনার কোন সম্পর্ক নেই।'

'তা নেই।'

'মাত্র দুই মাস ছিলাম ওখানে। তাই ওটা উল্লেখ করার কোন কারণই নেই।'

'হুম, জানি আমি। হয়তো বোকার মত কথা বলছি, কিন্তু ব্যাপারটা আমাকে খুব ভাবায়। যদি অন্য কারও কাছ থেকে ব্যাটল শুনতে পান–তা হলে কিন্তু ব্যাপারটা ভালভাবে দেখা হবে না।'

'শুনবে কীভাবে? তুমি বাদে তো আর কেউ জানেই না।'

'জানে ন... না?'

রোডার কণ্ঠের ইতস্তত ভাবটা অ্যানের কান এড়াল না।

'আর কে জানতে পারে?'

'কমব্যাকরের সবাই জানে,' কয়েক মুহূর্ত নীরবতার পর বলল রোডা।

'ওহ্, ওই কথা!' অ্যান কাঁধ ঝাঁকিয়ে যেন ব্যাপারটাকে উড়িয়েই দিল। 'ওখানকার কারও সঙ্গে সুপারিন্টেনডেন্টের দেখা হওয়ার সম্ভাবনা একেবারে ক্ষীণ।'

'কাকতালীয় ঘটনা ঘটে না?'

'রোডা, তুমি শুধু-শুধুই এই তুচ্ছ ব্যাপারটা নিয়ে ঘাঁটাচ্ছ।'

'ক্ষমা চাইছি; বুঝতেই পারছ, পুলিসের সন্দেহ হলে–'

'ওরা জানে না। জানার উপায়ও নেই। তুমি ছাড়া আর কেউই জানে না।'

শব্দগুলো দ্বিতীয়বারের মত উচ্চারণ করল অ্যান। এবার

অদ্ভুত একটা সুর শোনা গেল ওর গলায়।

'তারপরও, বললেই ভাল করতে,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল রোডা।

চোখে অপরাধবোধ নিয়ে অ্যানের দিকে তাকাল সে, কিন্তু বান্ধবীর নজর তখন অন্য দিকে। ভ্রু কুঁচকে বসে আছে চুপচাপ, যেন কোন হিসাব মেলাতে চাইছে।

'মেজর ডেসপার্ড এলে ভালই হবে,' বলল রোডা।

'কী? ওহ্, হুম।'

'অ্যান, ভদ্রলোক কিন্তু দারুণ সুদর্শন। তুমি না চাইলে আমার হাতে তুলে দিতে পারো কিন্তু!'

'বাজে কথা বোলো না, রোডা। তাঁর কাছে আমার দুই পয়সা দামও নেই।'

'তা হলে বারবার আসেন কেন? তোমাকে পছন্দ করেন, বুঝলে? অসহায় অবস্থায় তোমায় দারুণ দেখায়, জানো, অ্যান?'

'আমাদের দু'জনের সঙ্গেই তাঁর আচরণ একই রকম।'

'সেটা তো তাঁর ভদ্রতা। যা-ই হোক, যদি তোমার পছন্দ না হয় তো জানিয়ো। আমি সহানুভূতিশীল বন্ধুর অভিনয় করব... বেচারার ভগ্ন হৃদয়কে শান্তি দেব আরকী। শেষে কী হয়, তা কে জানে?' রোডা স্থূলভাবে বলল।

'চাইলে নিয়ে নাও,' হাসতে হাসতে বলল অ্যান।

'ভদ্রলোকের ঘাড়ের পেছন দিকটা,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল রোডা। 'মাংসল, লালচে।'

'আহ্, রোডা, আজ তোমার হলোটা কী?'

'তোমার ভাল লাগে মেজরকে, অ্যান?'

'হ্যাঁ, খুব।'

'আহা। আমার তো মনে হয়, তিনি আমাকেও পছন্দ করেন। তোমার মত না হলেও, কিছুটা তো বটেই।'

'ভুল বললে; তিনি তোমাকে খুবই পছন্দ করেন,' বলল

অ্যান। অদ্ভুত সেই সুরটা আবারও খেলে গেল তার কণ্ঠে, কিন্তু রোডা সেটা খেয়াল করল না।

'আমাদের গোয়েন্দা কখন আসবেন?' জানতে চাইল সে।

'বারোটায়,' বলল অ্যান। চুপ করে রইল খানিকক্ষণ, তারপর আবার বলল, 'এখন মাত্র সাড়ে দশটা বাজে। চলো, নদীর ধারে যাই।'

'কিন্তু–কিন্তু–ডেসপার্ড না এগারোটার দিকে আসবেন বলেছিলেন?'

'আমাদের তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে হবে কেন? মিসেস অ্যাস্টওয়েলকে বলে গেলেই হবে। আমাদের পিছু-পিছু আসবেন নাহয় ভদ্রলোক।'

'ঠিক ঠিক, মা সবসময় বলতেন–ছেলেদের সঙ্গে একটু ভাব নিয়ে মিশতে হয়!' হাসল রোডা। 'চলো যাই।'

বাগানের দিকে পা বাড়াল সে, অ্যান তার পিছু নিল।

এর মিনিট দশেক পরে ওয়েনডন কটেজে পৌঁছুলেন মেজর ডেসপার্ড। নির্ধারিত সময়ের আগেই চলে এসেছেন। ঘরে দুই যুবতীর কাউকে না দেখে বেশ অবাকই হলেন ভদ্রলোক।

বাগানের ভেতর দিয়ে হেঁটে, মাঠে চলে এলেন তিনি। তারপর ডানে মোড় নিলেন।

মিসেস অ্যাস্টওয়েল বাড়ির কাজ বাদ দিয়ে কয়েক মিনিট তাকিয়ে-তাকিয়ে ভদ্রলোকের হাঁটা দেখলেন। 'দু'জনের কারও না কারও প্রেমে পড়েছে লোকটা,' নিজেকেই বললেন তিনি। 'মিস অ্যান হতে পারে, যদিও আমি নিশ্চিত নই। চেহারা দেখে বোঝা যায় না। দু'জনের সঙ্গেই একই রকম আচরণ তাঁর। অবশ্য দুটো মেয়েই সম্ভবত লোকটার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। যদি আমার সন্দেহ ঠিক হয়, তা হলে আর এদের বন্ধুত্ব বেশিদিন থাকবে না। দুই বান্ধবীর মাঝখানে কোন সুদর্শন পুরুষ এসে দাঁড়ালে, সম্পর্ক আর

টেকে না!'

উত্তেজিত মিসেস অ্যাস্টওয়েল কাজে ফিরে যাবেন, এমন সময় আবার বেজে উঠল দরজার ঘণ্টি।

'ধুর,' বিরক্ত হলেন মিসেস অ্যাস্টওয়েল। 'ইচ্ছা করেই এরকম করে পার্সেলওয়ালারা। টেলিগ্রামও হতে পারে।'

সদর দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি।

দু'জন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে রয়েছে দরজার সামনে। একজন বিদেশী; অন্যজন ইংরেজ, দশাসই আকৃতির। পরেরজনকে আগেও দেখেছেন, মনে করতে পারলেন মহিলা।

'মিস মেরেডিথ ঘরে আছেন?' জানতে চাইলেন দশাসই লোকটা।

মিসেস অ্যাস্টওয়েল মাথা নাড়লেন, 'এই তো মাত্রই বাইরে গেলেন।'

'তাই? কোন্‌দিকে গেলেন? আমাদের সঙ্গে তো দেখা হয়নি।'

মিসেস অ্যাস্টওয়েল, যিনি কিনা আড়চোখে বিদেশী লোকটার জাঁকালো গোঁফ দেখছিলেন, ধরে নিলেন যে, এই দু'জন অদ্ভুত ধরনের বন্ধু।

'নদীর দিকে গিয়েছেন,' জানালেন তিনি।

বিদেশী লোকটি বললেন, 'আর অন্যজন? মিস ডস?'

'একসঙ্গেই গিয়েছেন দু'জন।'

'আহ্, ধন্যবাদ আপনাকে,' বললেন ব্যাটল। 'ভাল কথা, নদীটা যেন কোন্‌দিকে?'

'রাস্তা ধরে এগিয়ে যান, বাঁয়ে মোড় নেবেন।' মিসেস অ্যাস্টওয়েল দ্রুত উত্তর দিলেন। 'গিয়েছেন এই মিনিট পনেরো আগে হবে, জলদিই ধরে ফেলতে পারবেন।'

নির্দেশিত পথে দ্রুত হাঁটতে শুরু করলেন পোয়ারো, ব্যাটল অদ্ভুত চোখে তাকালেন তাঁর দিকে।

'কোন সমস্যা, মসিয়ে পোয়ারো? এত তাড়া কীসের?'

'অস্থির বোধ করছি। দুশ্চিন্তা হচ্ছে খুব।'

'কোন বিশেষ কারণ?'

পোয়ারো মাথা নাড়লেন। 'নিশ্চিত নই, তবে একটা সম্ভাবনা মাথায় এসেছে। কে জানে...'

'কিছু একটা ভাবছেন,' বললেন ব্যাটল। 'কোন সময় নষ্ট না করে এখানে ছুটে এলেন আপনি—তারচেয়ে বড় কথা, কনস্টেবল টার্নারকে জোরে গাড়ি চালাতে বলেছেন! কীসের এত ভয়?'

চুপ করে রইলেন পোয়ারো।

'কীসের এত ভয় আপনার?' ব্যাটল আবার জানতে চাইলেন।

'এ ধরনের কেসে কীসের ভয় থাকে সাধারণত?'

ব্যাটল মাথা নাড়লেন, 'ঠিক বলেছেন আপনি। ভাবছি—'

'কী ভাবছেন, বন্ধুবর?'

ব্যাটল ধীর গলায় বললেন, 'ভাবছি, মিস মেরেডিথ যদি জানতে পারেন যে, তাঁর বান্ধবী গিয়ে মিসেস অলিভারকে বিশেষ একটা তথ্য জানিয়েছেন—তা হলে কী বলবেন?'

পোয়ারো মাথা নাড়লেন জোরে জোরে। 'দ্রুত পা চালান,' তাড়া দিলেন তিনি।

নদীর ধার ধরে প্রায় ছুটে চললেন তাঁরা। পানিতে কোন জলযান দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু একটা বাঁক ঘুরতেই যেন থমকে দাঁড়ালেন পোয়ারো। ব্যাটলের চোখেও ধরা পড়ল অবয়বটা।

'মেজর ডেসপার্ড,' তিনি বললেন।

ডেসপার্ড ওঁদের মাত্র দুইশ' গজ সামনেই হাঁটছেন।

আরও খানিকটা দূরে দেখা যাচ্ছে মেয়ে দুটোকে, নৌকার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। লগি ঠেলছে রোডা, আর অ্যান হাসছে ওকে দেখে।

তীরের দিকে নজর নেই কারও।

আর ঠিক তখনই–ঘটল ঘটনাটা।

হাত বাড়িয়ে দিল অ্যান, টলে উঠল রোডা, নৌকা থেকে পড়ে যেতে লাগল মেয়েটি... অ্যানের হাত আঁকড়ে ধরতে চাইল ও...এদিকে প্রচণ্ডভাবে কাঁপছে নৌকাটা, পরক্ষণেই মেয়ে দুটোকে পানিতে হাবুডুবু খেতে দেখা গেল!

'দেখলেন?' চিৎকার করে দৌড়াতে শুরু করলেন ব্যাটল। 'মেরেডিথ ওর বান্ধবীকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল! হায়, ঈশ্বর, মেয়েটা এই মাত্র চতুর্থ খুনটা করল!'

দু'জনেই দৌড়াচ্ছেন এখন, কিন্তু ওঁদের সামনেও আছে আরেকজন।

দুই মেয়ের কেউই যে সাঁতার জানে না, সেটা পরিষ্কার।

ডেসপার্ড কাছেই ছিলেন, তৎক্ষণাৎ তিনি লাফ দিলেন পানিতে।

'হায়, ঈশ্বর। ব্যাপারটা কৌতূহলোদ্দীপক,' চিৎকার করে উঠলেন পোয়ারো। ব্যাটলের হাত আঁকড়ে ধরলেন তিনি। 'কাকে বাঁচাবেন ভদ্রলোক?'

মেয়ে দুটো এখন আর একসঙ্গে নেই, একে-অন্যের কাছ থেকে বারো গজ দূরে আছে ওরা।

ডেসপার্ড সাঁতরাতে শুরু করলেন–এক মুহূর্তের জন্যও ইতস্তত করলেন না তিনি। সরাসরি রোডার দিকে এগোলেন।

ব্যাটল, নিজেও দৌড়ে গিয়ে ঝাঁপ দিলেন পানিতে। ডেসপার্ড ততক্ষণে রোডাকে সফলতার সঙ্গে তীরে নিয়ে এসেছেন। ওকে তীরে শুইয়ে দিয়েই আবার পানিতে ঝাঁপ দিলেন মেজর, এগোতে লাগলেন অ্যানের দিকে। বেচারি মেয়েটি ততক্ষণে পানির নিচে তলিয়ে গেছে।

'সাবধান,' বললেন ব্যাটল। 'আগাছা আছে।'

প্রায় একই সঙ্গে অকুস্থলে পৌঁছুলেন তাঁরা, কিন্তু ততক্ষণে অ্যান ডুবে গিয়েছে। অনেক কষ্টে দু'জনে মিলে তীরে নিয়ে এলেন মেয়েটিকে।

রোডার শুশ্রূষা করছিলেন পোয়ারো। বসে আছে এখন মেয়েটা, ঘন-ঘন শ্বাস নিচ্ছে।

ডেসপার্ড ও ব্যাটল মেয়েটির পাশেই শুইয়ে দিলেন অ্যান মেরেডিথকে।

'কৃত্রিম শ্বাস,' বললেন ব্যাটল। 'এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই। যদিও মনে হয় না কাজ হবে ওতে।'

বলতে-বলতেই কাজ শুরু করলেন ভদ্রলোক। পোয়ারো দাঁড়িয়ে রইলেন পাশেই, সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত।

ডেসপার্ড রোডার পাশে গিয়ে বসলেন।

'তুমি ঠিক আছ তো?' কর্কশ গলায় জানতে চাইলেন তিনি।

আস্তে আস্তে জবাব দিল রোডা, 'তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ! তুমি...'

বলতে-বলতে ডেসপার্ডের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল সে। মেজর হাত ধরতেই কেঁদে ফেলল বেচারি।

'রোডা...'

একজনের হাত খুঁজে নিল অন্যজনের হাত।

আচমকা একটা দৃশ্য মানসচোখে দেখতে পেলেন মেজর ডেসপার্ড–আফ্রিকান গুবরে পোকা... হাস্যোজ্জ্বল রোডা, একসঙ্গে অভিযানে...

পাশাপাশি।

ত্রিশ

খুন

ক

'আপনি বলতে চাইছেন যে,' হতবাক রোডা বলল। 'অ্যান ধাক্কা দিয়ে আমাকে পানিতে ফেলতে চেয়েছিল? অবশ্য সে-রকমই তো মনে হচ্ছিল। ও জানত যে, আমি সাঁতার জানি না। কিন্তু তাই বলে ইচ্ছে করে–'

'কাজটা ইচ্ছাকৃতই ছিল,' বললেন পোয়ারো।

লণ্ডনমুখী রাস্তা ধরে চলছিল গাড়ি।

'কিন্তু–কিন্তু–কেন?'

পোয়ারো তৎক্ষণাৎ কোন উত্তর দিলেন না। অ্যানের এমন করার পেছনের অনেকগুলো কারণের একটা কারণ ঠিক এই মুহূর্তে রোডার পাশেই বসে আছে!

সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটল গলা খাঁকারি দিলেন।

'নিজেকে প্রস্তুত করে নিন, মিস ডস, এখন যে কথাটা বলব সেটা শুনে নিশ্চিত ধাক্কা খাবেন আপনি। আপনার বান্ধবী যে মিসেস বেনসনের সঙ্গে ছিলেন, তাঁর মৃত্যুও আসলে কোন দুর্ঘটনা ছিল না। অন্তত আমাদের সেটাই সন্দেহ।'

'কী বোঝাতে চাইছেন?'

'আমাদের বিশ্বাস,' বললেন পোয়ারো, 'অ্যান মেরেডিথ ইচ্ছে করেই দুটো বোতল ওলটপালট করে রেখেছিল।'

'ওহ্, কী বলছেন এসব? এ তো অসম্ভব! অ্যান? ও এমন কাজ কেন করবে?'

'কারণ তো আছেই,' বললেন সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটল। 'কিন্তু কথা হলো, মিস ডস, মেরেডিথের ধারণা ছিল যে, এই ঘটনাটার কথা কেবলমাত্র আপনিই জানেন। মিসেস অলিভারকে বলার কথাটা নিশ্চয়ই ওকে জানাননি?'

রোডা ধীরে বলল, 'না। ভাবলাম যে বিরক্ত হবে!'

'তা হতো, প্রচণ্ড বিরক্ত হতো,' গম্ভীর কণ্ঠে বললেন ব্যাটল। 'ধরে নিয়েছিল যে, একমাত্র আপনার তরফ থেকেই আসতে পারে সম্ভাব্য বিপদটা। তাই আপনাকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল ও।'

'সরিয়ে দিতে? আমাকে? ওহ্, কী জঘন্য! এসব কথা কিছুতেই সত্যি হতে পারে না।'

'হুম, যা-ই হোক। এখন তো মারা গিয়েছে অ্যান,' বললেন সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটল। 'তাই হয়তো এখানেই হাল ছেড়ে দিতে হবে আমাদের। তবে আপনি খুব একটা ভাল বান্ধবী পাননি, মিস ডস–কথাটা সত্যি।'

একটা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল গাড়িটা।

'মসিয়ে পোয়ারোর বাড়িতে যাব আমরা,' বললেন সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটল। 'কিছু ব্যাপার খোলাসা হওয়া দরকার।'

পোয়ারোর বসার ঘরে আগে থেকেই উপস্থিত ছিলেন মিসেস অলিভার, সেই সঙ্গে ডা. রবার্টসও। শেরি পান করছিলেন তাঁরা।

মিসেস অলিভার নতুন একটা হ্যাট পরেছেন, সেই সঙ্গে ভেলভেটের একটা পোশাক।

'আসুন, আসুন,' বললেন মিসেস অলিভার। এমনভাবে বললেন, যেন বাড়িটা তাঁরই, পোয়ারোর নয়।

'আপনার ফোন পেয়েই ডা. রবার্টসের সঙ্গে যোগাযোগ

করলাম। বেশ কিছুক্ষণ ধরে আছি এখানে, ডাক্তার সাহেবের সব রোগী মারা যাচ্ছেন হয়তো। তবে তাঁর সেদিকে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। যাক গে, আমরা আজকের এই ব্যাপারগুলো সম্পর্কে সবকিছু বিস্তারিত জানতে চাই।'

'হুম, ঠিক তাই। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না,' বললেন রবার্টস।

'বেশ, বেশ,' বললেন পোয়ারো। 'কেস সমাপ্ত। মি. শাইতানার খুনিকে খুঁজে পেয়েছি আমরা।'

'মিসেস অলিভার আমাকে তাই বললেন। ওই সুন্দরী, অ্যান মেরেডিথই খুনি। আমার তো নিজেরই বিশ্বাস হচ্ছে না। খুনি হিসেবে ওকে কল্পনাই করতে পারছি না।'

'খুনি মেয়েটা ছিল বটে,' বললেন ব্যাটল। 'তিনটা খুন করেছে–এ ব্যাপারে আমাদের কোন সন্দেহ নেই। চতুর্থটা করে যে পার পেতে পারেনি, তার দোষ মেয়েটার নয়!'

'অসাধারণ!' বিড়বিড় করে বললেন রবার্টস।

'একদম না,' বললেন মিসেস অলিভার। 'যার ওপরে সন্দেহ সবচেয়ে কম পড়ে... বাস্তব জীবনেও দেখি বইয়ের মত করেই ঘটে গেল সব!'

'ঘটনাবহুল একটা দিন গেল,' বললেন রবার্টস। 'প্রথমে মিসেস লরিমারের চিঠি। ওটা নিশ্চয়ই নকল?'

'হ্যাঁ। তিন-তিনটা নকল চিঠি লিখেছে খুনি!'

'নিজের কাছেও পাঠিয়েছে একটা?'

'অবশ্য নকলটা করেছেও দক্ষ হাতে। হয়তো কোন বিশেষজ্ঞকে ফাঁকি দিতে পারবে না–তবে এই কেসে তেমন বড় কোন বিশেষজ্ঞকে ডাকার দরকারও হতো না। সব প্রমাণ অবশ্য বোঝাচ্ছিল যে, মিসেস লরিমার আত্মহত্যাই করেছেন।'

'কৌতূহল ক্ষমা করবেন, মসিয়ে পোয়ারো, কিন্তু আপনার কেন সন্দেহ হলো যে তাঁকে খুন করা হয়েছে?'

'চেইনি লেনের এক ভৃত্যার সঙ্গে কথা বলার কারণে।'

'অ্যান মেরেডিথের আসার কথা বলেছে বলে?'

'সেটা তো আছেই, আরও কিছু ব্যাপার আছে এখানে। এমনিতেও মনে-মনে খুনি কে, তা ধরে ফেলেছিলাম–মানে কে মি. শাইতানাকে খুন করেছে সেটা আরকী। সেই মানুষ আর যিনিই হন, মিসেস লরিমার নন।'

'তা হলে মিস মেরেডিথকে সন্দেহ হলো কেন?'

পোয়ারো হাত তুললেন। 'এক মিনিট। আমাকে আমার মত করে বলতে দিন। একে একে বাদ দেয়া যাক সন্দেহভাজনদের। মি. শাইতানার খুনি মিসেস লরিমার নন, মেজর ডেসপার্ড নন, এবং মজার কথা হলো... খুনি অ্যান মেরেডিথও নয়...'

সামনের দিকে খানিকটা ঝুঁকে এলেন তিনি, তারপর বিড়ালের মত গর-গরে কণ্ঠে বললেন, 'জানেন, ডা. রবার্টস, কে খুন করেছে মি. শাইতানাকে? আপনি, আপনিই সেই খুনি! আরেকটা কথা, মিসেস লরিমারের খুনিও আপনিই...'

খ

কমপক্ষে তিন মিনিট বজায় রইল পিনপতন নীরবতা। তারপর হেসে উঠলেন ডা. রবার্টস।

'পাগল হলেন নাকি, মসিয়ে পোয়ারো? আমি মি. শাইতানাকে খুন করিনি, আর মিসেস লরিমারকে খুন করার তো কোন সম্ভাবনাই নেই। আর আপনি, ব্যাটল–' স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কর্মকর্তার দিকে ফিরলেন তিনি। 'আপনি এসব সহ্য করবেন?'

'মসিয়ে পোয়ারোর কথা মন দিয়ে শুনুন আগে,' বললেন ব্যাটল।

পোয়ারো আবার শুরু করলেন, 'আমি বেশ কিছুদিন ধরেই আঁচ করতে পারছিলাম যে আপনি... একমাত্র আপনার

পক্ষেই সম্ভব মি. শাইতানাকে খুন করা; যদিও সেটা প্রমাণ করা কঠিন হতে পারে। তবে মিসেস লরিমারের ব্যাপারটা আলাদা।' আবারও সামনের দিকে ঝুঁকে গেলেন তিনি। 'ওটা প্রমাণ করা সহজ–কেননা তাঁর একজন প্রত্যক্ষদর্শী আছে।'

চুপ হয়ে গেলেন রবার্টস, তাঁর চোখ চকচক করে উঠল। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে তিনি বললেন, 'আপনি বাজে কথা বলছেন।'

'একদমই না। সেদিন সকালের কথা। আপনি ধোঁকা দিয়ে মিসেস লরিমারের ঘরে প্রবেশ করলেন। আগের রাতে খাওয়া ঘুমের ওষুধের প্রভাবে বেচারি তখন অঘোর নিদ্রায় লিপ্ত! আরেকবার ধোঁকাবাজি করলেন আপনি–ভান ধরলেন যে তিনি মারা গিয়েছেন। বাড়ির ভৃত্যাকে আপনি পাঠালেন ব্র্যাণ্ডি আর পানি আনতে। কাজ হলো; ঘরে তখন কেবল আপনিই রইলেন। তারপর কী হলো?

'আপনি হয়তো জানেন না, ডা. রবার্টস, কিছু-কিছু কোম্পানি ভোরবেলায় জানালা পরিষ্কারের কাজ করায়। আপনি যখন এসে পৌঁছেছিলেন, তখনই ওরকম একটা কোম্পানির একজন কর্মচারী এসেছিল জানালা পরিষ্কার করার কাজে। বাড়ির পাশে মই ঠেকিয়ে কাজ শুরু করেছিল লোকটি; মিসেস লরিমারের ঘরের জানালা থেকেই শুরু করেছিল সে।

'তবে ভেতরে কী হচ্ছে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই পাশের ঘরের জানালায় চলে যায় সে। তবে যাওয়ার আগেই যা দেখার সেটা দেখে নেয় লোকটা। বাকিটা নাহয় তার মুখেই শুনবেন।'

পোয়ারো দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন, খুলে ধরলেন ওটা। ডাকলেন, 'এসো, স্টিফেনস।'

বিশালদেহী, লালচুলো একজন লোক প্রবেশ করল ঘরে। হাতে ধরে আছে 'চেলসি জানালা পরিষ্কারক অ্যাসোসিয়েশন' লেখা একটা টুপি।

পোয়ারো বললেন, 'এই ঘরে উপস্থিত কাউকে চিনতে পারছ?'

সবাইকে একবার দেখে নিয়ে, ডা. রবার্টসের দিকে মাথা দিয়ে ইঙ্গিত করল লোকটা। 'ওনাকে,' বলল সে।

'কবে দেখেছিলে শেষ? কী করছিলেন তখন?'

'আজ সকালেই দেখেছি। আটটার দিকে চেইনি লেনের এক লেডির বাড়িতে কাজ করতে গিয়েছিলাম। লেডি বিছানাতেই ছিলেন। অসুস্থ দেখাচ্ছিল তাঁকে। মাথা এদিক-ওদিক করছিলেন বালিশে শুয়ে; এই ভদ্রলোককে দেখে ডাক্তার মনে হচ্ছিল। লেডির হাতা তুলে, বাহুর এই জায়গায় কিছু একটা ঢুকিয়ে দিলেন–' নিজের হাতের একটা জায়গা দেখাল স্টিফেনস। 'আবার বালিশে মাথা রাখলেন লেডি। আমি ভাবলাম, পরের জানালাটায় যাই। আশা করি, কোন ভুল করিনি?'

'নাহ্, ঠিক কাজটিই করেছ,' বললেন পোয়ারো। তারপর যোগ করলেন, 'এবার কী বলবেন, ডা. রবার্টস?'

'শেষ একটা চেষ্টা করেছিলাম–' বিড়বিড় করে বললেন রবার্টস। 'যদি বাঁচানো যায়–'

পোয়ারো তাঁকে থামিয়ে দিলেন। 'শেষ চেষ্টা? এন-মিথাইল-সাইক্লো-হেক্সানিল-মিথাইল-ম্যালোনাইল ইউরিয়া,' টেনে-টেনে বললেন পোয়ারো। 'সাধারণ মানুষ যাকে ইভিপ্যান নামে চেনে। ছোটখাটো অপারেশনে চেতনানাশক হিসাবে ব্যবহার হয়। কড়া ডোজে শিরায় প্রবেশ করালে সঙ্গে সঙ্গে রোগী জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

'ভেরোনাল বা অন্য কোন বার্বিচুরেটের পর তো আরও মারাত্মক ফল দেয়। মহিলার বাহুতে ক্ষতের দাগটা আমি ঠিকই দেখতে পেয়েছিলাম। স্থানীয় চিকিৎসককে বলা মাত্র তিনি লাশের দেহে কেমিক্যালটার অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছেন। স্যর চার্লস ইমফেরি, হোম অফিসের অ্যানালিস্ট নিজেও

আবার পরীক্ষা করে দেখেছেন।'

'ওতেই হবে মনে হয়,' বললেন ব্যাটল। 'শাইতানার খুন প্রমাণ করার কোন দরকার নেই। তবে দরকার হলে মি. চার্লস ক্রাডক এবং তাঁর স্ত্রীর খুনের অভিযোগও আনা যাবে।'

উচ্চারিত নাম দুটো শোনার সঙ্গে সঙ্গে রবার্টস একেবারে হাল ছেড়ে দিলেন। চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন তিনি।

'খুব চেষ্টা করেছিলাম,' বললেন ডাক্তার। 'কিন্তু ধরে ফেললেন! আপনাকে দাওয়াত দিয়ে আসলেই বুদ্ধিমানের কাজ করেছিলেন শাইতানা। আর আমি কিনা ভাবছিলাম, সফলভাবেই চুপ করিয়ে দিতে পেরেছি লোকটাকে।'

'আপনাকে পাকড়াও করার কৃতিত্ব শাইতানার নয়,' বললেন ব্যাটল। 'মসিয়ে পোয়ারোর।'

দরজার কাছে গিয়ে দু'জন মানুষকে ভেতরে নিয়ে এলেন তিনি, গ্রেফতার করার সময় পুরোদস্তুর আনুষ্ঠানিক আচরণ করলেন।

গ্রেফতারকৃত লোকটাকে নিয়ে যাওয়ার সময় মিসেস অলিভার বললেন, 'আমি তো সেই শুরু থেকেই বলে আসছি যে, এই লোকটাকেই আমার সন্দেহ হয়!'

একত্রিশ

কার্ডস অন দ্য টেবল

সবার নজর এখন পোয়ারোর দিকে।

'আপনাদেরকে ধন্যবাদ,' হাসতে হাসতে বললেন তিনি।

'ছোটখাটো লেকচারটা দিয়ে খুব মজা পেয়েছি। নাটকীয়তা আমার দারুণ পছন্দ।

'আমার জীবনের সেরা কেসগুলোর একটি এটি। কোন সূত্রই ছিল না কাজ করার মত। চারজন সন্দেহভাজন। এদের মধ্যেই একজন খুনি; কিন্তু কোন্ জন? সেটা বলার মত কোন তথ্য কি ছিল আমাদের হাতে? একদমই না। ছিল না কোন কাগজপত্র বা কোন হাতের ছাপ। ছিল কেবল সন্দেহভাজনরা।

'সূত্র বলতে মাত্র একটা–ব্রিজ খেলার স্কোরশীট।

'আপনাদের হয়তো মনে আছে, প্রথম থেকে ওগুলো আমার আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল। অনেক তথ্য পেয়েছি ওগুলো থেকে, ইঙ্গিত পেয়েছি। প্রথমেই দেখতে পেলাম, তৃতীয় রাবারটায় স্কোর ছিল ১৫০০-এর ওপরে। এর অর্থ একটাই হতে পারে–গ্র্যাণ্ড স্ল্যামের খেলা হয়েছিল তখন।

'অমন পরিস্থিতিতে খুন করতে হলে দুটো বড়-বড় ঝুঁকি নিতে হয়:

'প্রথমত, শিকার চিৎকার করে উঠতে পারে।

'আর দ্বিতীয়ত, গুরুত্বপূর্ণ সেই মুহূর্তে অন্য তিনজনের কেউ না কেউ চোখ তুলে মি. শাইতানার দিকে তাকাতে পারে, স্বচক্ষে দেখে ফেলতে পারে খুনের ঘটনাটা।

'প্রথম ঝুঁকিটার ব্যাপারে করার কিছুই নেই। জুয়াড়ি যেমন ভাগ্যের উপর নির্ভর করে জুয়া খেলে, এটাও অনেকটা তেমনি। তবে পরের ঝুঁকিটার ব্যাপারে অনেক কিছুই করা যায়। যদি কোন উত্তেজনাকর দানে খুন করা হয়, তবে? অমন সময় খেলোয়াড়দের নজর নিশ্চয়ই খেলার দিকেই থাকবে? গ্র্যাণ্ড স্ল্যামের ডাক কিন্তু দারুণ উত্তেজনাকর। সাধারণত ডাবল দেয়া হয় এসব দানে; সবাই তীব্র মনোযোগের সঙ্গে খেলে। যে ডাক দিয়েছে সে ডাক তোলার জন্য, আর প্রতিপক্ষ তাকে থামানোর জন্য।

'তাই আমার মনে হয়, এই দানেই করা হয়েছিল খুনটি। তাই ওই দানের ব্যাপারে আগ্রহ হচ্ছিল আমার। প্রথমেই জানতে পারলাম, এই দানের ডামি ছিলেন ডা. রবার্টস। তাই আরেকটা দিক দিয়ে সমাধানের চেষ্টা করলাম–মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে।

'চার সন্দেহভাজনের মধ্যে একমাত্র মিসেস লরিমারকে দেখেই মনে হয় যে, তিনি এমন একটা পরিকল্পনা করতে এবং সেটা কাজে লাগাতে পারেন। কিন্তু মুহূর্তের সিদ্ধান্তে খুন করার মত মানুষ তো তিনি নন। অথচ সেই সন্ধ্যায় তাঁর আচরণ আমাকে অবাক করে দেয়। বুঝতে পারছিলাম যে, ভদ্রমহিলা হয় খুনটা করেছেন আর নয়তো জানতেন যে, ঠিক কে খুনটা করেছেন।

'মিস মেরেডিথ, মেজর ডেসপার্ড এবং ডা. রবার্টস–সবাই-ই মানসিকভাবে শক্তিশালী; খুন করতে সক্ষম। যেমনটা বলেছিলাম–এদের সবারই খুন করার যথেষ্ট কারণও রয়েছে।

'তাই আরেকটা পরীক্ষা করে দেখলাম আমি। সবাইকে জিজ্ঞেস করলাম, ঘরটার বর্ণনা দিতে পারবেন কি না। গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য পেলাম সেখান থেকেও।

'প্রথমত, ছোরাটা নজরে পড়ার কথা ডা. রবার্টসের। আশপাশে সবকিছুর প্রতি ছিল তাঁর কড়া নজর। অথচ ব্রিজের দানগুলোর কোনটার বর্ণনা তিনি দিতে পারলেন না। আমি অবশ্য সেই আশাও করিনি। কিন্তু তাই বলে একেবারে কিছুই বলতে পারবেন না?

'সেজন্য ধরে নিলাম, সে-রাতে কিছুটা হলেও অন্যমনস্ক ছিলেন ভদ্রলোক। বুঝতেই পারছেন, তাঁর প্রতিই ঘন হয়ে উঠল সন্দেহ।

'তবে মিসেস লরিমারের স্মরণশক্তি, বিশেষ করে ব্রিজ খেলার ব্যাপারে; এক কথায় অসাধারণ। তাঁর মত মনোযোগী

কেউ আশপাশে বোমা পড়লেও হয়তো তা টের পাবেন না। আমাকে গুরুত্বপূর্ণ একটা তথ্য দিলেন তিনি। গ্র্যাণ্ড স্ল্যামের ডাকটা দিয়েছিলেন ডা. রবার্টস (অহেতুক ছিল ডাকটা)–মিসেস লরিমারের ডাকা রঙের ওপরেই ডেকেছিলেন তিনি। তাই বাধ্য হয়েই মিসেস লরিমারকে দান ধরতে হয়েছিল।

'এর পরের পরীক্ষা, যেটার উপর আমি এবং সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটল বেশ জোর দিয়েছিলাম, তা হলো প্রত্যেকের অতীত খুঁড়ে দেখা। যদি খুনের পদ্ধতির মধ্যে কোন মিল পাওয়া যায়। যা-যা তথ্য পেলাম তা সুপারিন্টেনডেন্ট ব্যাটল, মিসেস অলিভার এবং কর্নেল রেসের বদৌলতে।

'আমার বন্ধুবর, ব্যাটলের সঙ্গে আলোচনা করলাম সব, তিনি স্বীকার করে নিলেন যে, মি. শাইতানার খুন এবং আগের অন্যান্য খুনের পদ্ধতিতে কোন মিল নেই। তবে কথাটা পুরোপুরি ঠিক নয়। ডা. রবার্টসের আগের দুটো খুন, মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে মি. শাইতানার খুনের সঙ্গে মিলে যায়। ওগুলোকেও মোটামুটি "পাবলিক খুন" বলা চলে।

'হাত ধুতে গিয়ে মি. ক্রাডকের ব্রাশে জীবাণু লাগিয়ে এলেন ডাক্তার, আবার তাঁর স্ত্রীকে খুন করলেন টাইফয়েডের টিকা দেয়ার ছলে। দুটোই কিন্তু জনসম্মুখে করা হয়েছে। এই ক্ষেত্রেও তাই।

'তারপর, তাঁর আচরণটাও কোণঠাসা মানুষের মত; যে সুযোগ পেলেই সেটাকে আঁকড়ে ধরে–ঠিক যেভাবে ব্রিজে ডাক দেন তিনি। এ-ক্ষেত্রেও সুযোগ লুফে নিয়ে, ঠিকমত চাল দিয়েছেন তিনি।

'যখন মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে গিয়েছি যে, ডা. রবার্টসই আমাদের খুনি, তখন মিসেস লরিমার আমাকে দেখা করতে বললেন। খুনি বলে নিজেকে স্বীকার করে নিলেন তিনি।

আমি নিজেও প্রায় বিশ্বাস করে ফেলেছিলাম কথাটা! কিন্তু তা তো সম্ভব না–একেবারেই না!

'এরপর তিনি যা বললেন, তা তো আরও অবিশ্বাস্য।

'নিশ্চিত করে জানালেন যে, অ্যান মেরেডিথই খুনটা করেছেন।

'পরের দিন সকালে–মৃতা মহিলার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারলাম–কীভাবে মিসেস লরিমারের বলা কথা একইসঙ্গে সত্য এবং মিথ্যে হতে পারে।

'অ্যান মেরেডিথ ফায়ারপ্লেসের কাছে গেলেন... দেখতে পেলেন যে মি. শাইতানা মৃত! লোকটার ওপর ঝুঁকে গেলেন তিনি–সম্ভবত লোকটার বুকের সঙ্গে লেগে থাকা রত্নখচিত পিনটা ধরতেই।

'চিৎকার করার জন্য মুখ খুললেন তিনি, কিন্তু পরক্ষণেই সামলে নিলেন নিজেকে। ডিনারের সময় বলা শাইতানার কথাগুলো মনে পড়ে গেল তাঁর। হয়তো কোথাও কিছু লিখে গিয়েছিলেন ভদ্রলোক, তাই অ্যান মেরেডিথের খুন করার মোটিভও দাঁড়িয়ে গেল। সবাই হয়তো বলবে যে, তিনিই খুন করেছেন ভদ্রলোককে! তাই চিৎকার করার সাহস হলো না তাঁর, ভয়ে কাঁপতে-কাঁপতে নিজের আসনে ফিরে গেলেন তিনি।

'তাই মিসেস লরিমার একেবারে ভুল দেখেননি। তবে ভুল ভেবেছিলেন তিনি... ধরেই নিয়েছিলেন যে, খুনের দৃশ্যটাই দেখেছেন।

'কিন্তু আমার ভুল হয়নি।

'যদি রবার্টস এই অবস্থায় সবকিছু ছেড়ে-ছুড়ে চুপচাপ বসে থাকতেন, তা হলে আমরা আর ধরতে পারতাম না তাঁকে। হ্যাঁ, চেষ্টা অবশ্যই করতাম।

'কিন্তু বেচারা আচমকা মনের জোর হারিয়ে ফেললেন। তিনি জানতেন যে, ব্যাটল তাঁর পেছনে লেগেছেন। অনেক

দিন পর্যন্ত চলতে পারে এই অনুসন্ধান–হয়তো তাঁর আগের কোন অপরাধের হদিস পেয়ে যাবেন ব্যাটল! তাই সিদ্ধান্ত নিলেন, মিসেস লরিমারকে বলির পাঁঠা বানাবেন।

'অভিজ্ঞ চোখে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভদ্রমহিলা অসুস্থ; আর বেশিদিন বাঁচবেন না। এমন পরিস্থিতিতে মৃত্যুর সহজ পথ বেছে নেয়াটাই তো স্বাভাবিক, আর মরার আগে দোষ স্বীকার করাটাও! তাই ভদ্রমহিলার হাতের লেখা নকল করে তিনটা চিঠি লিখলেন। নিজে পায়ে হেঁটে বাড়িতে উপস্থিত হয়ে চিঠি পাওয়ার ভুয়া গল্প শোনালেন। তাঁর গৃহপরিচারিকাকে বললেন, পুলিসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। স্থানীয়, সরকারি ডাক্তার আসার আগে কিছুটা সময় দরকার ছিল তাঁর... সেটা পেয়েও গেলেন।

'এসব তিনি করলেন বটে, কিন্তু তাঁর ধারণাই ছিল না যে, আমরা অ্যান মেরেডিথকে সন্দেহ করছি। মেয়েটি যে আগের রাতে ওখানে এসেছিলেন, সেটাও জানতেন না তিনি। তাই আত্মহত্যার আড়ালে নিরাপত্তা পেতে চেয়েছিলেন তিনি।

'তাই যখন আচমকা জানতে চাইলাম, তিনি মিসেস লরিমারের হাতের লেখা চেনেন কি না, ইতস্তত করলেন। যদি হাতের লেখা নকল করার ব্যাপারটা ধরা পড়েই যায়, তা হলে তো তাঁকে সেটা দেখার কথা অস্বীকার করতেই হবে। তাঁর মাথা দ্রুত কাজ করে বটে, তবে অতটা দ্রুতও নয়।

'ওয়েলিংফোর্ড থেকে ফোন করলাম মিসেস অলিভারকে। তিনি নিজের কাজটা ঠিকঠাকই করলেন, ডাক্তারের সন্দেহ কমিয়ে তাঁকে নিয়ে এলেন এখানে। যখন ডা. রবার্টস খুশি হয়ে নিজের পিঠ চাপড়াচ্ছেন, তখনই তাঁর ঘাড়ের ওপর নেমে এল খড়্গ। এরকুল পোয়ারো আক্রমণ করলেন! হাতে আর কোন টেক্কাই রইল না বেচারার।'

নীরবতা নেমে এল ঘরে, সেটা ভাঙল রোডার দীর্ঘশ্বাসে। 'কপাল ভাল যে, সেই সময় জানালা পরিষ্কার করতে লোক

এসেছিল,' বলল সে।

'কপাল? কপাল? এখানে কপালের কোন হাত নেই, মাদমোয়াযেল। কৃতিত্ব এরকুল পোয়ারোর মাথার ধূসর কোষগুলোর। ভাল কথা মনে করেছেন–' উঠে দাঁড়িয়ে দরজার কাছে চলে গেলেন তিনি। 'ভেতরে এসো–দারুণ অভিনয় করেছ!'

একটু আগে দেখা কর্মচারীকে নিয়ে ভেতরে এলেন তিনি; লোকটার মাথার লাল-চুল এখন তাঁর হাতে চলে এসেছে! একেবারেই অন্যরকম দেখাচ্ছে লোকটাকে।

'ইনি হলেন আমার বন্ধু, মি. জেরাল্ড হেমিংওয়ে; একজন প্রতিভাবান অভিনেতা।'

'তা হলে অমন কোন কর্মচারী ছিলই না?' উত্তেজনা লুকিয়ে রাখতে পারল না রোডা। 'কেউ দেখেনি ডাক্তার রবার্টসকে?'

'আমি দেখেছি,' বললেন পোয়ারো। 'মনের চোখে মানুষ এমন সব দৃশ্য দেখে, যা চর্মচক্ষু দেখতে পারে না। চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ মুদলে–'

উৎফুল্ল কণ্ঠে ডেসপার্ড বললেন, 'এসো, রোডা, লোকটার দেহে ছুরি বসিয়ে দিই! তারপর দেখা যাক, ভূত হয়ে এসে পোয়ারো নিজের খুনের রহস্যটা ঠিকঠাক সমাধান করতে পারেন কি না!'

***

প্রকাশিত হয়েছে

হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড-এর

ডক্টর থার্ন

রূপান্তর: তৌফির হাসান উর রাকিব

গল্পটা মানব সভ্যতার ইতিহাসের ভয়াবহ একটি
প্রাকৃতিক আতঙ্কের গল্প।
তবে গল্পটা রাজনীতির পর্দার আড়ালে
অন্ধকার জগতের একটি স্পষ্ট প্রতিচ্ছবিও বটে।
আবার গল্পটাকে মর্মস্পর্শী একটি প্রেমের
গল্প বললেও ভুল হবে না।
তবে শেষ পর্যন্ত এটি কেবল ডক্টর থার্নেরই গল্প।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

আলোচনা

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা, এই বিভাগে রহস্যসংক্রান্ত রুচিশীল মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত, কোনও রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, রুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন। পাঠাবেন আমাদের হেড অফিসের ঠিকানায়।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন: স্থান সংকুলান হয়নি, রুচিশীল হয়নি, ঠিকানা অসম্পূর্ণ বা বিষয়বস্তু পুরনো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা দিয়ে বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। ঠিক আছে? —কা. আ. হোসেন

ই-মেইল যোগাযোগ: alochonabibhag@gmail.com

তাছলিমা আক্তার
১০২ নং ডনচেম্বার, নারায়ণগঞ্জ।

প্রীতি ও শুভেচ্ছা নেবেন। আশা করি সেবা পরিবার নিয়ে খুব ভাল আছেন। সেই ছোটবেলা থেকে সেবার সাথে পরিচয়। তারপর সেবার কত বই পড়েছি, ইয়ত্তা নেই। দেশি-বিদেশি অনেক বইয়ের মধ্যে সেবার বই সবসময়ই অন্যরকম আগ্রহ তৈরি করে। তাই কখনওই সেবার বইয়ের প্রতি আগ্রহ এতটুকু কমেনি। সেবা এমন অনেক বইয়ের খোঁজ দিয়েছে, যার খোঁজ হয়তো সহজে পেতাম না। কাজীদা, আপনি লরা ইঙ্গল্‌স্ ওয়াইল্ডারের বই অনুবাদ করে যে নির্মল আনন্দ দিয়েছেন, তা ভাষায় বোঝানো যাবে না। মাঝে-মাঝে আমি কল্পনার মাধ্যমে লরার কাছাকাছি চলে যাই। এই বইয়ে আমি এত আনন্দ আর শান্তি পেয়েছি যে, ডাউনলোড করে সব বইয়ের ইংরেজি ভার্শন পড়েছি। আপনি লরার এই স্বর্গদ্বার খুলে দিয়েছেন বলে আমি আপনার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ।

সবশেষে আপনার দীর্ঘায়ু কামনা করে শেষ করছি।

❋ আপনারও দীর্ঘ জীবন কামনা করছি। লরা ইঙ্গল্‌স্-এর ওই বইগুলোর অনুবাদ আপনার ভাল লেগেছে জেনে খুব ভাল লাগল। আমারও 'ফার্মার বয়' বইটা দারুণ লেগেছিল বলে পুরো সিরিজ সংগ্রহ করে অনুবাদ করেছিলাম।

মোঃ আনিস-উজ-জামান (অরণ্য), মোবা: ০১৮১৯-২৭২৩০৯
১৭০ মেরাদিয়া মেইন রোড, ঢাকা ১২১৯

প্রিয় কাজীদা,

চিঠির শুরুতেই আপনাকে দশ কোটি নাইটকুইন, হলুদ সর্ষে ফুল

আর বক ফুলের শুভেচ্ছা জানালাম।

রাফায়েল সাবাতিনির *দ্য ব্ল্যাক সোয়ান, লাভ অ্যাট আর্মস, রূপসী বন্দিনী* পড়লাম। অসম্ভব সুন্দর, মনোমুগ্ধকর, সূক্ষ্ম শৈল্পিকতাপূর্ণ ও রোমাঞ্চ জাগানিয়া বই। তবে *পুডনহেড উইলসন, দ্য বণ্ডম্যান* তেমন আনন্দদায়ক ও মজার নয়। এ ছাড়া *অল কোয়ায়েট অন দা ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট, স্বপ্ন মৃত্যু ভালবাসা, থ্রি কমরেডস, মেন এগেনস্ট দ্য সি, দি ওল্ড ম্যান অ্যাণ্ড দ্য সি* পড়লাম। রেমার্ক-এর বইগুলো থেকে আমরা জানতে ও শিখতে পারি, মানুষ যুদ্ধ চায় না। হিংসা, হানাহানি চায় না। মানুষ চায় শান্তি, ভালবাসা, প্রকৃত বন্ধুত্বের জন্য বিশাল মর্যাদাপূর্ণ মনোভাব। বইগুলো পড়লে যুদ্ধবিরোধী মনোভাব জাগ্রত হয় আর পেশি ও অস্ত্রের শক্তি যেসব মানুষ বা দেশ দেখায়, তাদের প্রতি তীব্র ঘৃণার সৃষ্টি হয়। মেন এগেনস্ট দ্য সি এবং দি ওল্ড ম্যান অ্যাণ্ড দ্য সি পড়ে শিখলাম, মানুষ আন্তরিক চেষ্টা, সংগ্রাম ও দৃঢ় মনোবলের মাধ্যমে মহাসমুদ্র, সুনামি বা তার চাইতে বড় কিছুর বিরুদ্ধে লড়াই করে জিততে পারে। আরও শিখলাম, মানুষ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, কিন্তু পরাজয় বরণ করে না। আরও বুঝতে পারলাম, পরাজয় বরণ করার জন্য বা সারা জীবন নেগেটিভ মানসিকতা নিয়ে সীমিত পরিসরে বন্দি থাকার জন্য মানুষের জন্ম হয়নি।

❋ বাহ্! আপনার রিয়েলাইযেশনস্ ও পরিণত সত্যোপলব্ধি সত্যিই প্রশংসাযোগ্য। চমৎকার!

তানভীর ইসলাম

হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর।

সেবা রোমাঞ্চোপন্যাস সেবার একসময়ের বহুল প্রচলিত একটি সিরিজ। সম্প্রতি আপনার লেখা এ সিরিজের তিনটি বই ভলিউম আকারে প্রকাশিত হয়েছে। আরেকটি ভলিউম সম্ভবত এ মাসে বেরোবে। আমরা রহস্য-রোমাঞ্চোপন্যাসের সবগুলোই কি ভলিউম আকারে পাব?

❋ সেটা নির্ভর করে আপনাদের ওপর। পাঠকের চাহিদাই এক্ষেত্রে আমাদের সিদ্ধান্তের নিয়ন্ত্রক শক্তি। আমরা আমাদের খুশিমত ভলিউম ছাপতে পারি না।

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকেই সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোনও কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানি-অর্ডার যোগে ২০০.০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। কোন্ সিরিজের গ্রাহক হতে চান দয়া করে মানি-অর্ডার ফর্মেই তা উল্লেখ করুন। ইচ্ছে করলে সব ক'টি সিরিজ বা যে-কোনও এক বা একাধিক সিরিজের গ্রাহক হতে পারবেন। যতদিন টাকা শেষ না হয়, ততদিন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নতুন বই পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। টাকা শেষ হয়ে এলে বাকি টাকা ফেরত নিতে পারবেন, অথবা আরও টাকা পাঠাবেন। বিস্তারিত নিয়মাবলীর জন্য প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানায় ম্যানেজার বরাবর লিখুন।

নিজের পূর্ণ ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন। **দয়া করে খামে ভরে টাকা পাঠাবেন না।** বিনামূল্যে ২৪ পৃষ্ঠার সাম্প্রতিক **মূল্য-**তালিকার জন্য সেবা'র বই-বিক্রেতার কাছে খোঁজ করুন।

ভি.পি.পি. যোগে কোনও বই পেতে চাইলে কমপক্ষে ১০০.০০ টাকা অগ্রিম পাঠাবেন। চাইলে বিকাশ-এ টাকা পাঠাতে পারেন, বিকাশ নং ০১৭৮৪-৮৪০২২৮। কেবলমাত্র টাকা পৌঁছুলেই পোস্ট যোগে বই পাঠানো যাবে।

আগামী বই

১৩/১/১৯ সাবাডিয়ার ফেরা, না-ফেরা (ওয়েস্টার্ন) রওশন জামিল বিষয়ঃ ফোর্ট ক্লেনডেনন। অধিবাসীদের কাছে এর অপর নাম নরক। মৃত্যু ফাঁদ। চারদিকে শেইয়েন, আরাফো আর অ্যাপাচিদের তাণ্ডব। ওদের চোখে ধুলো দিয়ে পালানোর উপায় নেই। দুর্গের অধিবাসীদের বেশিরভাগ একেকটা সাক্ষাৎ শয়তান। ধর্ষক, খুনি, চোর। সাজা খাটার জন্য এই সেনা-সংশোধনকেন্দ্রে ওদের নির্বাসন দিয়েছে আর্মি। যাত্রাবিরতি করতে গিয়ে দুর্গে আটকা পড়েছে এক স্যালন ড্যান্সার আর তার নাগর, এক অভিজাত স্প্যানিশ-মেক্সিকান যুবতী...আর এক পিস্তলেরো। একহারা গড়ন। পাথরে-খোদাই মুখ। কোমরে নিচু করে বাঁধা হোলস্টারে পিস্তল। বেল্টে জড়ানো চাবুক। পশ্চিমে সবাই একনামে চেনে ওকে—সাবাডিয়া।

আরও আসছে

১৭/১/১৯ অন্তর্যামী (রানা-৪৫৯) কাজী আনোয়ার হোসেন/ সহযোগী: ইসমাইল আরমান

বিচিত্র একজন হোস্ট...
জমকালো একটা পার্টি...
চারজন খুনি...
একটা তাসের টেবিল...
নতুন একটা খুন...
সেনাবাহিনীর একজন কর্নেল...
একজন বিখ্যাত গোয়েন্দা-কাহিনীর লেখিকা...
স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড...
এবং
স্বয়ং এরকুল পোয়ারো!
একটা রহস্য কাহিনী জমে ক্ষীর হতে এরচেয়ে বেশি আর কী লাগে?

সেবা প্রকাশনী